বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

বিদ্বেষ

রওশন জামিল

সুবা প্রকাশনী
SUVOM

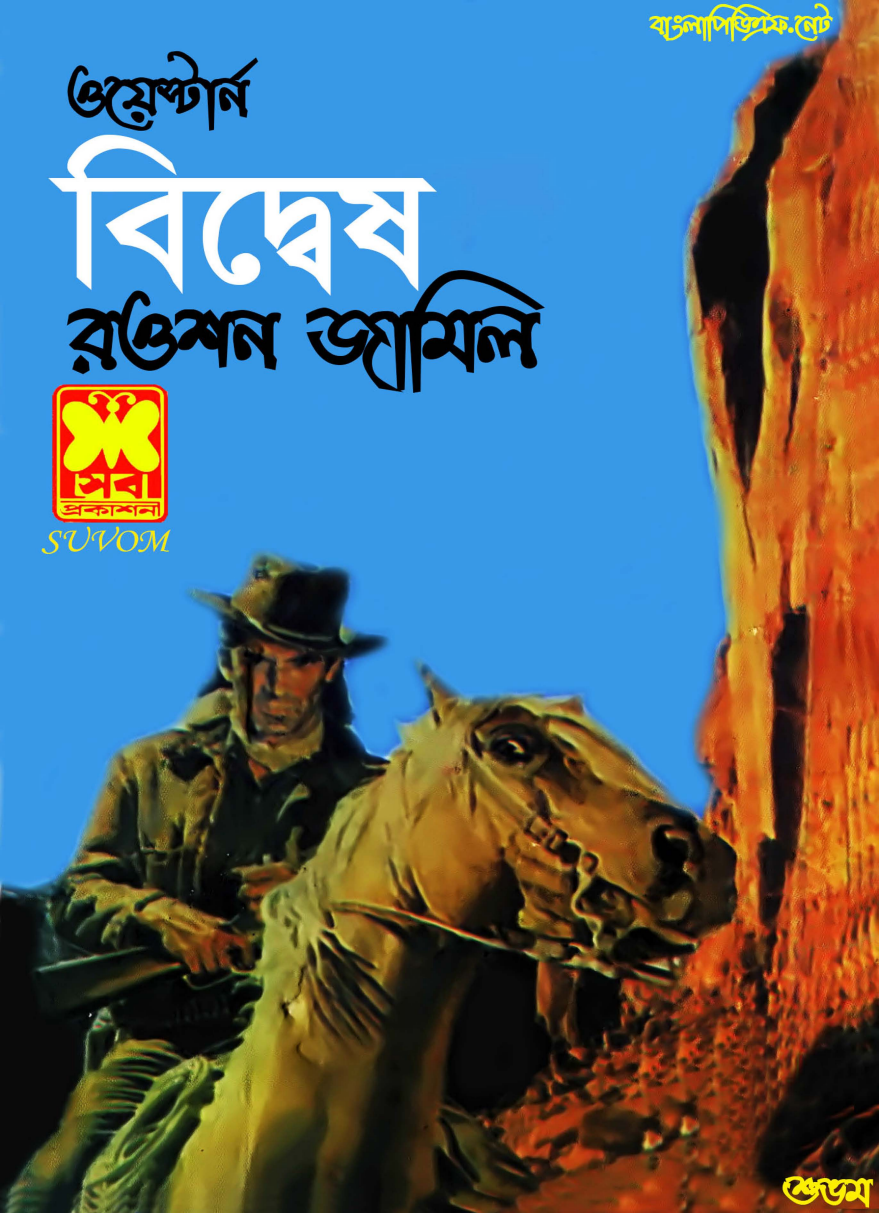

শেডম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন-৬৮

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চ-গল্প সংকলন

বিদ্বেষ

রওশন জামিল

পশ্চিমের জীবন রুক্ষ, রূঢ়।
পদে পদে এখানে বিপদের হাতছানি।
আবার এরই অন্তরালে বইছে
চিরন্তন প্রেম-ভালবাসা আর মানবতার ফল্গু।

ড্যান রেগ্যান, জেমস জয়েস, টমাস মুর—
এরা সবাই কোমলে-কঠোরে মিলিয়ে
এই পৃথিবীর মানুষ।
কেবল নিজের কথাই ভাবে না এরা,
প্রয়োজনে অপরের জন্যে নিজের জীবনকে বাজিও ধরে।

এই গল্প-সংকলন এমনি কজন মানুষের
আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামের আলেখ্য।
এদের মাঝ দিয়েই পাঠক পৌঁছে যাবেন
পশ্চিমের সেইসব ঝঞ্ঝামুখর দিনে;
এবং উপলব্ধি করবেন, মানুষের জীবন বদলায়নি আজও।

ত্রিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

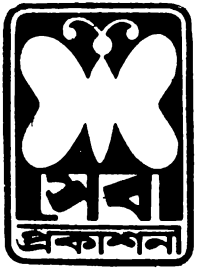

ওয়েস্টার্ন-৬৮

বিদ্বেষ

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চ-গল্পসংকলন

রওশন জামিল

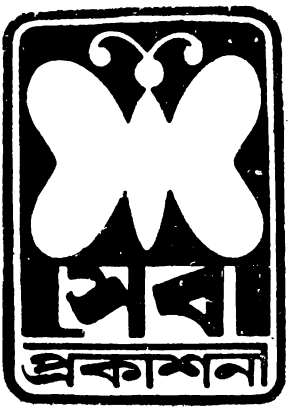

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকর :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BIDWESH
By : Raushan Jamil

ওয়েস্টার্ন

বিদ্বেষ

রওশন জামিল

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সূচিপত্র

১।	প্রতিষ্ঠা	৭
২।	প্রতীক্ষা	৩৫
৩।	বিদ্বেষ	৬৯
৪।	প্রতিশোধ	১১৭
৫।	ঠাঁই	১৪১

SUYOM

প্রতিষ্ঠা

সূর্য ডবু-ডবু, এই সময়ে স্টেজ স্টেশনে এসে হাজির হল টম সেলেক, চকিতে জানালার দিকে চেয়ে দেখে নিল মেয়েটা আছে কিনা। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসাল ও, একমুঠো খড় নিয়ে দলাইমলাই করতে লাগল জানোয়ারটার গা। ঘর থেকে বেরিয়ে এল অ্যালান গিবসন, তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল ওকে।

'তুমি এদিকে বিশেষ আস না,' বলল গিবসন, চোখা স্বরে।

কাজ থামিয়ে সোজা হল টম সেলেক, সোরেলের পিঠে হাত রাখল একটা। 'ঠিক,' বলল সে। 'পাহাড়েই ব্যস্ত থাকি।'

কৌতূহল বোধ করে গিবসন, এবং খানিকটা উদ্বেগ। স্ল্যাশ বি এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আউটফিট, টম সেলেক তাদের লায়ন হান্টার। কিন্তু গিবসনের ভাবনা অন্য কারণে, সেলেক এখানে নতুন, তেমন কিছু ওর সম্পর্কে জানে না কেউ। ইদানীং খুব বেশি লোক ঘুরঘুর করছে এদিকে, এবং তাদের অধিকাংশই বহিরাগত। কঠিন লোক সবাই, ওদের শক্ত চোয়াল আর সতর্ক চোখই বলে দেয় সেটা। এসব মানুষ সচরাচর কেমন হয় গিবসন জানে, অপছন্দ সেজন্যেই।

'তোমার ওদিকে কোন রাইডার দেখেছ?'

কাজে আবার মন দিয়েছিল সেলেক। প্রশ্নটা শুনে ভাবল একটু-ক্ষণ। 'খুব বেশি না,' বলল অবশেষে। 'সবাই ভবঘুরে।'

'হালে ওদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। ভেতরেই এ-রকম দুজন আছে এখন। বার ফুল্টন আর বিল হেফারম্যান।'

সোরেলের নিতম্ব চাপড়ে হাত দুটো মুছে নিল টম সেলেক। 'নাম শুনেছি। একসময়ে ওয়েভারে মাস্তানি করত।'

'জানই তো, ঘরে আমার সোমত্থ মেয়ে,' সেলেককে বলল গিবসন, তার কণ্ঠে এখন স্পষ্ট উদ্বেগ। 'ওই লোক দুটোকে নিয়ে আমার ভাবনা হয়।'

'তোমার মেয়ে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখে,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল সেলেক।

ওর পানে তাকাল গিবসন। 'ফুল্টনকে তুমি চেন না। বেয়াড়া লোক; ওরা সবাই তাই। প্রত্যেকেই জানে কী ঘটতে যাচ্ছে। খবর রটে গেছে।'

'কী খবর?' চকিতে প্রশ্ন করে সেলেক।

কাঁধ ঝাঁকাল গিবসন। 'কেন, তুমি দেখতে পাও না? ল্যাশ বি এখানকার সবকিছু চালাত। বরাবর তাই হয়ে আসছিল। ওদের কথাই ছিল আইন। বিলিংস আসার আগে এটা ছিল চোর-বাটপারের স্বর্গ, ওদের খেয়াল-খুশিতে নাচতে হত লোকজনকে। তারপর ক্যাশ বিলিংস এসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করল। ওর রাইডাররা সবাই ছিল কঠিন মানুষ। বিলিংসের চোখে যদি মনে হত কেউ কোন অন্যায় করেছে, গুলি করে মেরে ফেলত সেই লোককে, নয়ত তাকে দেশছাড়া করত। ভুল ওরাও করেছে এক-আধটু, তবু, যা হোক, আইন-শৃঙ্খলা অন্তত বজায় ছিল। মানুষ নিরাপদে বাস করেছে।'

'এখন তো অবস্থার আরো উন্নতি হবার কথা। শেরিফ আছে।'

গিবসনের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'হাহ্! কোলমার নিজের ছায়াকে পর্যন্ত ডরায়। দিনকতক আগে ক্রসিংয়ের এক স্যালুন থেকে ওকে একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে ফুল্টন। কোলমার লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পায়নি।'

'স্ল্যাশ বি কী করছে? কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে নাকি?'

'তুমি পাহাড়ে থাক, তাই শুনতে পাও না। স্ল্যাশ বি-র দিন শেষ। ক্যাশ অসুস্থ, আর ওর ভাতিজাটা শয়তান। ফোরম্যান বেশির ভাগ সময় মাতাল থাকে, পুরোন কর্মচারিরা চলে যাচ্ছে। সেজন্যেই নেকড়েরা আসছে। ওরা জানে, এই খোঁয়াড় পাহারা দেবার মত কোন তাগড়া ষাঁড় এখন নেই। তাই মওকা বুঝে লুটপাট করার ফিকিরে আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাসার দিকে ইঙ্গিত করে গিবসন। 'ফুল্টন আর হেফারম্যান কোত্থেকে টাকা পায়? দুহাতে ওড়ায়, অথচ কোন কাজ-কাম করে না। স্ল্যাশ বি-র গরু চুরি করে ওরা। ক্যাশকে যদি কেউ জানাতে পারত কথাটা। ও কিছুই জানতে পায় না। একলা থাকে বাসায়, ওরা যা বলে তাই বিশ্বাস করতে হয়।'

ঘরে ফিরে গেল গিবসন। আর টম সেলেক আধো-অন্ধকারে বার্নে দাঁড়িয়ে পরনের জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়ে। এসব ওর কাছে নতুন নয়। ভাসা-ভাসা সে আগেই শুনেছে, তবে অবস্থা এত খারাপ তা বোঝেনি। সে নিজে যদি বিলিংসের কাছে যায় তাহলে হয়ত···না, কোন লাভ হবে না। ক্যাশ জানে তার একজন সিংহ শিকারি আছে, কিন্তু সেই লোক যে টম সেলেক তা জানে না। কাজেই ওর কথা সে

কানে তুলবে না।

সেলেক একহারা যুবক। হাঁটা আর ঘোড়ায় চড়ায় সমান দক্ষ। বনজঙ্গল আর ট্রেইলের কায়দাকানুন বোঝে; গরুবাছুর, সিংহ এগুলো ভালই চেনে। শেষোক্ত জানোয়ারটি অনেক বধ করেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসার দিকে এগোল সে, স্টেজ-যাত্রীদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে যেখানে সেই বিরাট ডাইনিং-রুমে গিয়ে ঢুকল। থলথলে চেহারার এক ড্রামার আর গিবসন যাদের কথা বলেছিল সেই দুই রাইডার ছাড়া আর কেউ নেই টেবিলে।

বার ফুল্টনের শরীর চাবুকের মত, লম্বায় প্রায় সেলেকের সমান, তবে অতটা চওড়া নয়। হেফারম্যান মোটাসোটা লোক, কাঁধ দুটো ভারি, চোখের পাপড়ি ঘন, বিরাট লাল মুখখানা থ্যাবড়া। সেলেক যা শুনেছে, লোকটা দেখতে ঠিক তেমনি কঠিন আর নিষ্ঠুর। ওদের কেউই চোখ তুলে দেখল না কে এসেছে। কারোকে পরোয়া করে না ওরা! জানে, এখন সুসময় যাচ্ছে—ওদের।

এমনটা আগেও বহুবার ঘটতে দেখেছে টম সেলেক। দেখেছে, বড় বড় দলের ক্ষমতা শেষ হয়ে যেতে। সুবিধে পেলে কীভাবে হামলে পড়ে নেকড়ের দল তা দেখেছে। সবসময় বড় শক্তিশালী বাথানগুলোর সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি হয়।

অন্যদের থেকে একটু সরে বসল ও। খানিক বাদে জেনি গিবসন ওর খাবার নিয়ে এল। পলক তুলল সেলেক, চোখাচোখি হল ওদের, পরক্ষণে জেনি দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

প্রায় এক মাস আগে এই লোককে প্রথম দেখে সে, তবু ওর কিছুই ভোলেনি। দৃঢ় লম্বাটে মুখাবয়ব, কানের পেছনে পড়ে-থাকা কাল কোঁকড়ান চুল, ফ্লানেলের শার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে-চাওয়া চওড়া

কাঁধ সব ওর মনে আছে।

খাবার নামিয়ে রেখে, একটু দোনোমনো করে জেনি। 'কফি?'

'দুধ, যদি থাকে। পাহাড়ে আবার এ-জিনিস মেলে না।'

কথাটা শুনতে পেয়েছিল হেফারম্যান, ওর দিকে সে ঝট করে তাকাল।

'দুধ,' ফুল্টনকে বলল সে। 'ব্যাটা দুধ খায়।'

বার খিকখিক হাসল। 'স্ল্যাশ বি-র লোক। আজকাল মনে হয় ওরা সবাই দুধ খাচ্ছে!'

সেলেক অনুভব করে ওর কান পুড়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর অন্ধ দুর্বোধ্য একটা তাপ জেগে উঠছে। তাকায় না সে, নীরবে খেয়ে চলে। গিবসন দাঁড়িয়েছিল দরজায়, ফুল্টনের মন্তব্য শুনতে পেয়েছিল। এবার সে টেবিলে সেলেকের মুখোমুখি বসে এক কাপ কফি ঢেলে নিল নিজের জন্যে।

'গিবসন,' ফুল্টন বলল, পলক তুলে, 'তুমি স্ল্যাশ বি-র গরুর মাংস রাঁধ না? এ-তল্লাটের সেরা জিনিস, দামেও সস্তা।'

'আমার নিজেরই গরু আছে,' আড়ষ্ট গলায় জবাব দেয় গিবসন। সরলসিধা মানুষ সে, মাথার চুল পাকা, পাতলা হতে শুরু করেছে। ঝগড়াটে নয়, তবে ওর নীতিজ্ঞান প্রখর; বাধ্য করলে লড়তে পিছুপা হয় না। এতদিন এখানে সে নিরাপদে বসবাস করে এসেছে, স্ল্যাশ বি-র ছায়ায়।

'কিনে দেখতে পার ওই মাংস,' খোশমেজাজে বলল হেফারম্যান। 'সবাই কিনছে!'

জেনি ফিরে এল, দুধের গ্লাস নামিয়ে রাখল সেলেকের সামনে। ওর মুখও জ্বালাপোড়া করছে, রান্নাঘরে শোনা যাচ্ছিল এ-ঘরের

কথাবার্তা, জানে লোকগুলো একটা গোলমাল পাকাবার পাঁয়তারা করছে। সেলেক অপমান গায়ে মাখছে না বলে ক্ষুব্ধ হয় ও, লোকটার জন্যে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করে।

তাছাড়া, জেনি জানে টম সেলেক ওর সঙ্গে দেখা করতেই স্টেজ স্টেশনে এসেছে। প্রথম সাক্ষাতে লোকটাকে ওর কেমন মনে হয়েছিল স্মরণ করতে গিয়ে, জেনির এও মনে পড়ল সামনে-বসা ওই তরুণ যখন তাকিয়েছিল ওর পানে তখন তার কেমন লেগেছিল। জেনি জানে, সেলেকই প্রথম পুরুষ যে ওর নারীসত্তাকে জাগাতে পেরেছে। এটা ওর জন্যে অভূতপূর্ব এক শিহরণ।

গতবার লোকটা যত রসদপত্র কিনেছিল তা দিয়ে অনায়াসে আরো একটা মাস চলে যেত ওর, তবু সে ফিরে এসেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে সেলেক এটা বুঝে, এবং গতবারে লোকটা ওর ভেতরে কী ঝড় তুলেছিল মনে পড়ে যাওয়ায়, জেনি ওকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাই এখন ওই দুই বেয়াড়া রাইডারের বিদ্রূপের সামনে সেলেককে নির্লিপ্ত থাকতে দেখে অখুশি হল সে।

গিবসনও একই কথা ভাবছিল। জেনিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় তার। সীমান্তে মেয়ে মানুষ করা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর সেই মেয়ে যদি মা-মরা হয়, সমস্যা আরো বাড়ে। মেয়ে একদিন পরের ঘরে চলে যাবে এ-কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না তার, আবার এও জানে ওর যেদিন বিয়ে হয়ে যাবে স্বস্তি পাবে সে। মেয়েদের ব্যাপারে তার চিন্তাভাবনা রক্ষণশীল, যদিও জানে মানুষের-গড়া আইনকানুনের জ্যামিতিক সড়কে জীবন কমই চলে। কিন্তু এটাও ঠিক, এই ম্যালপাই কাউন্টিতে যোগ্য বর মেলা ভার।

বার ফুল্টনের পুরুষালি চেহারায় আকর্ষণ আছে এটা সে জানে,

বোঝে জেনির মত মেয়ের কাছে এরকম পুরুষ সাহসী এবং কাম্য মনে হতেই পারে। যেমন জেনির, স্টেজ স্টেশনে টম সেলেকের প্রথম আগমন তারও নজর কেড়েছিল। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ওই লোকটির মাঝে ধীরস্থির একটা ভাব আছে, ভাল চাকরি করে, এমনকি সেটা হতগৌরব স্ল্যাশ বি-তে হলেও।

তার জায়গায় কোন গোলমাল হোক তা চায় না গিবসন, কিন্তু পাশাপাশি, সেলেক যে ফুল্টন আর হেফারম্যানের উৎকট কৌতুকের দাঁতভাঙা জবাব দিচ্ছে না এতে সে, জেনির মতই, অসন্তুষ্ট হল।

হঠাৎ চোখ তুলে জেনির দিকে তাকাল বার।

'সামনের হপ্তায় রক স্প্রিংসে নাচ আছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'না,' জবাব দিল জেনি। 'এমন কারো সাথে আমি যাব না যে পরের গরু চুরি করে নিজের খরচ চালায়!'

ক্রুদ্ধ রক্তে লাল হয়ে গেল ফুল্টনের মুখ, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। 'তুমি ব্যাটাছেলে হলে,' বলল বার, 'ওই কথার জন্যে তোমাকে খুন করতাম!' তার রাগ পড়ল না। 'আমার সঙ্গে গেলে বোধহয় ভালই করবে। অন্তত এমন কেউ পাশে থাকবে যে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে। আমি দুধ খাই না!'

'খেলেই মনে হয় ভাল করতে!' পালটা বিদ্রূপ করে জেনি।

মিনিট কয়েক বাদে, আরো কিছু কটু মন্তব্য করে, দুই মাস্তান উঠে বাইরে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে গেল নিজেদের পথে। ওরা যাবার পর অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ঘরে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে টম সেলেক চেয়ে রইল তার দুধের দিকে, গিবসনের ক্ষোভ আর জেনির স্পষ্ট

অসন্তোষ বুঝতে পারছে।

শেষমেষ, পলক তোলে ও। 'ওই কারণেই এখানে আমার আসা, জেনি। তোমাকে আমি নাচের আসরে নিয়ে যেতে চাই।'

সেলেকের দিকে গর্বিত গ্রীবা ফেরাল জেনি, মুখ থমথমে। চিবুক উঁচু করল ও। 'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই না,' বলল তিক্ত স্বরে। 'তুমি কোন মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করতে পারবে না! নিজেরটাই পার না! অথচ আমি কিনা তোমাকে সাহসী ভেবেছিলাম!'

রাগের মাথায় কথাগুলো বলেই, জেনি মনে মনে জিভ কাটে, কেন বলতে গেল। বিব্রত বোধ করে ও, বোঝা যায় অনুশোচনায় ভুগছে। দুধ খেয়ে উঠে পড়ল টম সেলেক। শান্ত ভঙ্গিতে, কিন্তু মুখ ফ্যাকাসে, দৃষ্টি কঠোর, নিজের টুপিখানা তুলে নিল।

'আমি ধরে নিচ্ছি এটাই তোমার শেষ কথা,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

কী বলে সেলেককে থামাবে বুঝতে না পেরে জেনি অস্থির এক পা এগোল ওর দিকে, কিন্তু সেলেক তখন পিছন ফিরেছে। সোজা দরজায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'কী চাইছিলে তুমি?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল টম। 'রক্তা-রক্তি? এত তুচ্ছ কারণে? মানুষের জীবন তোমার কাছে এতই সস্তা?'

ফ্যালফ্যাল করে দরজার দিকে চেয়ে থাকে জেনি, বিস্ময়ে কথা সরে না মুখে। তারপর ওর বাবার শরণাপন্ন হয়।

'কিন্তু, বাবা! ও—নিশ্চয় খুনোখুনি হত না!'

গিবসন পলক তুলল, চোখে উপলব্ধি। 'হতে পারত, জেনি। হতে পারত।'

শেষপর্যন্ত বিল নিউটন নাচের আসরে নিয়ে গেল জেনিকে। বেশ

দেখতে ছেলেটা, জেনির বছর খানেকের ছোট, স্ল্যাশ বি-র রাইডার। কিন্তু রক স্প্রিংস স্কুলে পা দিয়েই জেনি অনুভব করল পরিবেশ কেমন যেন বেখাপ্পা। আগের সেই মানুষজনই আছে, কিন্তু আজ সবাই অদ্ভুত রকমের সংযত। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বার ফুল্টন রয়েছে ওখানে, সঙ্গে হেফারম্যান এবং আরো জনাবার মাস্তান, প্রত্যেকেই বহিরাগত, কঠিন চেহারা, মদ্যপান করছে।

তবু, মোটামুটি ভালভাবেই শুরু হল অনুষ্ঠান। তিনটে নাচের পর হঠাৎ দরজার দিকে চোখ যেতেই জেনি দেখল সেলেক দাঁড়িয়ে। সিংহ শিকারির মধ্যেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করে ও, প্রথমে ধরতে পারে না এর স্বরূপ, তারপর দেখতে পেল। সেলেক দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে। এই প্রথম রাইফেল ছাড়া অন্যকিছু ওর কাছে দেখল জেনি, তবু ঝোলাবার কায়দা থেকেই বুঝে গেল সেলেক ওগুলোর ব্যবহার জানে।

কাল ব্রডক্লথের স্যুট পরেছে সেলেক, এবং ওই কাপড়ে ওকে চমৎকার মানিয়েছে। পশ্চিমের অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে যা হয়, আনুষ্ঠানিক পোশাকে বিন্দুমাত্র সেরকম আড়ষ্ট লাগছে না, বরং মনে হচ্ছে এ-ধরনের কাপড়চোপড়ে সে অভ্যস্ত। পরিবর্তনটা মানানসই হয়েছে, জেনি ভাবে, কেবল স্বচ্ছন্দই নয়, একজন খাঁটি ভদ্রলোক মনে হচ্ছে সেলেককে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ফুল্টনের সাঙ্গপাঙ্গরা ক্রমশ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। হেফারম্যান নাচের জলসায় ঢুকে এক মেয়েকে জোর করে ছিনিয়ে নিল আরেক লোকের কাছ থেকে। ফ্যাকাসে মুখে, মেয়েটা কিছুক্ষণ নাচল ওর সাথে, তারপর যখন শেষ হল নাচ, সঙ্গীকে নিয়ে সরে পড়ল। অন্যরাও এবার একে একে যেতে শুরু করল, আর টম

সেলেক, গম্ভীর, ওদের যাওয়া দেখল।

জেনি গিবসন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল তার এখন যাওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু টম কোন চেষ্টাই করেনি ওর কাছে আসার, নাচেরও প্রস্তাব দেয়নি, হতাশায়, এবং খানিকটা ক্ষোভের বশে, রয়ে গেল সে, এমনকি বিল নিউটন বারবার ফেরার তাগদা দেয়া সত্ত্বেও।

সন্ধ্যার শুরুতে একবার, বার ফুল্টনের সঙ্গে নেচেছে জেনি। তখন এক-আধটু মস্করা করেছে লোকটা, কিন্তু শালীনতার সীমা ছাড়ায়নি। এখন আবার জেনির কাছে এল ফুল্টন, সুরার প্রভাবে ওর মুখ টক-টকে।

'এস, নাচবে!' বিশ্রী হেসে বলল ফুল্টন।

ওর চোখে শয়তানি দেখে ভয় পেল জেনি, বুঝতে পারল লোকটার ভেতরের পশু জেগে উঠছে। ফুল্টন বেপরোয়া মানুষ, মাতাল অবস্থায় বিপজ্জনক। দ্বিধায় পড়ল জেনি, আর নিউটন মৃদু স্বরে বলল, 'এবার ও আমার সঙ্গে নাচবে, বার।'

ফুল্টন উদ্ধত তাকাল নিউটনের দিকে, জেনি আতঙ্ক বোধ করল।

'বল, নাচার কথা ছিল!' বলল সে। 'এবার ও আমার সাথে নাচবে, এক্ষুণি!'

রক্তশূন্য হয়ে গেল নিউটনের চেহারা, তবু সে জেদ ধরল। 'আমি দুঃখিত, বার। এখন ও আমার সঙ্গে নাচবে। পরে, কখনো, হয়ত-বা।'

'এবারেই,' বার ফুল্টনের মনোযোগ এখন নিউটনের ওপর। 'আমার সঙ্গে নাচবে। তুমি বাইরে হাঁটাহাঁটি করে এস, নয়ত বাড়ি চলে যাও। আমি ওর দেখভাল করব!'

জেনি চট করে নিউটনের উদ্দেশে ঘুরল। 'চল, বিল, আমরা বরং

যাই। তারো আগেই আমাদের যাওয়া উচিত ছিল।'

ফুল্টনের চোখ এবার ওর দিকে ঘুরে গেল, এবং সেখানে ক্রূরতা লক্ষ্য করে আঁতকে উঠল জেনি। 'আমার খায়েশ না মেটা পর্যন্ত তুমি থাকছ!' বলল ফুল্টন। 'যদি ইচ্ছে হয় আমার, কাল বাড়ি পৌঁছে দেব!'

ঘুসি হাঁকাল বিল নিউটন। চেষ্টাটা ভালই নিয়েছিল সে, কিন্তু বার তৈরি ছিল। একপাশে সরে গিয়ে এড়াল ঘুসিটা, নিউটনের পেটে লাথি মারল। ককিয়ে উঠে, মেঝেয় পড়ে গেল ছেলেটা, ব্যথায় মুখ কোঁচকাল।

অকস্মাৎ জেনি আর ফুল্টনের মাঝে এসে দাঁড়াল টম সেলেক। 'কাজটা তুমি খুব অন্যায় করেছ, বার,' তিরস্কার করল সে। 'লাথি মারার দরকার ছিল না। এবার ভালয় ভালয় সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কেটে পড়। চমৎকার একটা নাচের অনুষ্ঠান মাটি হচ্ছে তোমাদের জন্যে। তোমরা মেয়েদের অপমান করছ।'

শক্ত হয়ে গেল ফুল্টনের চোয়াল। 'কী, ব্যাটা দুধখেকো, তোকে আমি খুন—!'

মাঝপথে থেমে গেল কথা, ওর চোখ একটা পিস্তলের ওপর, তারপর সে বুঝতে পারল অস্ত্রটা সেলেকের হাতে।

'আচ্ছা। আটঘাট বেঁধে মাঠে নাম, না?' ভেংচি কাটল ফুল্টন। 'পিস্তল হাতে লড়তে আস! ঝুঁকি নাও না কোন। মুরোদ থাকে তো ওটা খাপে রেখে আমাকেও সুযোগ দে! তোকে আমি খুন করব! গুলি করে মারব কুকুরের মত!'

'তুমি বড্ড বেশি কথা বল!' মন্তব্য করল সেলেক, কণ্ঠে বিরক্তি। 'এখনো সময় আছে, তোমার নেকড়েদের নিয়ে ভাগ। এক্ষুণি!'

আগুন চোখে, টমের দিকে পেছন ফিরল ফুল্টন, চলে গেল। এর-পর আর জমল না অনুষ্ঠান। একলা দাঁড়িয়ে রইল সেলেক। সবাই চলে গেল, কেউ এল না ওর কাছে, কথাটি পর্যন্ত বলল না, এমনকি জেনি গিবসনও নয়। তিক্ত মনে, ওদের যাওয়া দেখল সেলেক, জানে কী ভাবছে ওরা। শত্রুকে সমান সুযোগ দিতে ভয় পায় সে, তাই ফুল্টনকে আচমকা আক্রমণ করেছে···ঝুঁকি নেয়নি।

কোন দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই ফুল্টনকে থামান হয়েছে এজন্যে খুশি হয়েছে সকলে ঠিক, কিন্তু যেভাবে সারা হয়েছে কাজটা সেটা পশ্চিমের রীতি নয়। শত্রুকে এখানে সমান সুযোগ দিতে হয়।

পাহাড়ে ফেরার পথে স্টেজ স্টেশনে থামল না টম সেলেক। নাগাড়ে ছুটে চলল ওর সোরেল, জঙ্গলে ঢুকে হিডেন লেকের ওপরে পাহাড়ি থাকে অবস্থিত কেবিনটার দিকে পাইন পাতা মাড়িয়ে নিঃশব্দে এগোল।

'আমাদের বোধহয় ওকে ভুলে যাওয়াই উচিত, রেড,' সোরেলকে বলল সেলেক। 'মেয়েটা আমাদের কাপুরুষ ভেবেছে। অন্যরাও।'

পথচলতি খনি-সন্ধানী নয়ত শিকারিদের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে দু-চারটে খবর পায় সেলেক। স্ল্যাশ বি-তে রাতদিন হামলা চালাচ্ছে রাসলাররা। পাইকারি হারে গরুবাছুর নিধন চলছে। নিহত হয়েছে স্ল্যাশ বি-র দুজন রাইডার। ফোরম্যান প্রতিশোধ নেবার হুমকি দিলে, সোজা বাংকহাউসে গিয়ে ওর ওপর চড়াও হয়েছে বার ফুল্টন, ওকে পিটিয়ে আধমরা করেছে। পাঞ্চাররা যখন ধাওয়া করতে চেয়েছে রাসলারদের, ভীত ফোরম্যান অনুমতি দেয়নি। স্ল্যাশ বি-তে অবিরাম হামলার মধ্য দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে সেটা

গোটা ম্যালপাই কাউন্টিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল।

তিনজন কর্মচারি কাজে ইস্তফা দিল। দেশ ছেড়ে যাবার পথে সেলেকের কেবিনে থামল ওরা।

'ঢের সহ্য করেছি!' নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে বলল কালি ব্রাউন। 'ভিতু কোন আউটফিটে আমি কাজ করিনি কখনো, কোনও দিন করবও না! আমাদের যদি সুযোগ দিত, বদমাশগুলোকে নিকেশ করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু বাড বিলিংস নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। বুড়ো অসুস্থ, অ্যানস উইলি, ফোরম্যান, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।'

'এখানেই থেকে যাও,' সেলেক পরামর্শ দিল ওদের। 'যাবার দরকার নেই তোমাদের। প্রচুর খাবারদাবার আছে ঘরে, তোমরা দিনকতক থেকে আমাকে সিংহ শিকারে সাহায্য কর। আমি নিজেই বরং বুড়ো ক্যাশের সঙ্গে কথা বলে আসি গিয়ে।'

অবিশ্বাসের চোখে ওর পানে তাকাল ওয়েব। 'শুনলাম বারের সাথে নাকি তোমার ঝগড়া হয়েছে,' বলল ও।

কালি ব্রাউন আর জ্যাক জোনস নিষ্ঠার সঙ্গে ওদের বুটের ডগা জরিপ করতে লাগল। টম বোঝে ওরা তার জবাব আশা করছে। এই লোকগুলো ওকে বরাবর ভালবাসে, কিন্তু ম্যালপাই-র কেউই সেলেক সম্পর্কে বেশিকিছু জানে না। ওখানে যে অ্যাশ বি-র মামুলি একজন লায়ন হান্টার। নাচের আসরের কাহিনী ওরা শুনেছে তাতে ওর কোন প্রশংসা ছিল না।

'সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে, শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল সেলেক। 'আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ও, বলেছিল আমি যদি সমান সুযোগ দিই, আমাকে সে খুন করবে।'

'তুমি দাওনি?'

'না।' সেলেকের কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ। 'বাধ্য না হলে কারোকে আমি খুন করতে চাই না, তাছাড়া অনেক লোকজন ছিল ওখানে। আর এমনিতেও বার সমান সুযোগ পেত না। আমাকে ড্র-য়ে সে কখনই হারাতে পারবে না।'

এত শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথাটা বলল সেলেক, মনেই হয় না সে বড়াই করছে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কালি।

'তুমি বুড়োর সঙ্গে দেখা করছ না কেন?' পরামর্শ দিল সে। 'আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব এখানে।'

স্টেজ স্টেশনের ট্রেইল ধরে ঘোড়া ছোটাল টম সেলেক, সন্ধ্যে নাগাদ আরো একবার উপস্থিত হল সেখানে। জেনি টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখছিল ও যখন ঢুকল ভেতরে। মেয়েটার বাবা চকিতে একবার তাকাল ওর পানে।

'হাউডি, টম,' ম্লান স্বরে বলল গিবসন। 'তুমি বুঝি আমাদের বিদায় জানাতে এসেছ? আমরা চলে যাচ্ছি!'

সেলেক ওর টুপিটা নাচায় হাতের মুঠোয়, জেনির চোখের দিকে তাকায় না।

'ভয়ে?' জিজ্ঞেস করল ও।

টমের ওপর জেনির আগের রাগ এখন আরেকবার মাথাচাড়া দিল।

'তোমার মুখে অন্তত ওই শব্দটা শোভা পায় না।' ঠেস দিয়ে বলল ও।

নিরাসক্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল টম। 'তাই,' বলল মৃদু কণ্ঠে।

'কেন, তোমার কি অন্যকিছু মনে হয়?' ঝাঁঝিয়ে উঠল জেনি।

'আমি কি তাই বলেছি?' শান্ত গলায় জানতে চাইল সেলেক।

রাগে জ্বলে উঠল জেনির মুখ, ঝটিতে ঘুরেই চিবুক উঁচিয়ে, গটগট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

'জেনিকে আজকাল কেমন যেন মনমরা দেখায়,' গিবসন মন্তব্য করল। 'ব্যাপারটা ওর স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মানায় না।'

'বার আসে?'

'রোজ রাতে। বিল হেফারম্যানও। অত্যন্ত বদ লোক।'

'আমি এখুনি চলে যাব,' বলল টম। 'স্ল্যাশ বি-তে যাচ্ছি।'

'পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে? সবাই কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলে?'

'না,' মৃদু সুরে জবাব দিল টম সেলেক। 'অন্য একটা কাজ চাইব। অ্যানস উইলির পদটা—আমি স্ল্যাশ বি-র ফোরম্যান হতে চাই।'

চমকে উঠল গিবসন। 'তুমি খেপেছ!' বলল ও। 'একদম উন্মাদ হয়ে গেছ! ওই শয়তানগুলো জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে তোমাকে! উইলিকে এমন ভয় দেখিয়েছে বার ফুল্টন, বেচারার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছে!'

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল বিল হেফারম্যান। 'কফি!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'কফি দাও আমাকে!' গিবসনের কলার চেপে ধরল দানব, জোরে ঠেলে দিল রান্নাঘরের দিকে। আর ঠিক তখনই দরজায় এসে দাঁড়াল জেনি, চোখ বিস্ফারিত। 'কফি দাও আমাকে!'

'বড্ড হল্লা কর তুমি,' হেফারম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল সেলেক। দেয়ালের ধারে একটা আসনে বসল সে, হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল বুকের কাছে।

হেফারম্যান তার ঢাউস মাথাটা ঘুরিয়ে, কটমট করে তাকাল।

দৈত্যকায় শরীর ওর। যখন দেখল কে কথা বলছে, মুখ বাঁকাল সে।

'তুই? আমার সামনে একদম মুখ খুলবি না, ব্যাটা বেরাল শিকারি! বেশি চালিয়াতি করলে, তোর থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব!'

'বেরিয়ে যাও,' সেলেক অবিচল বলল। 'এখন যাও, কাল দুপুরের আগে আর আসবে না। তখন তোমাকে মোকাবেলা করব, যদি তুমি ঝামেলা চাও। মেরে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি—খালি হাতে!'

'কী?' ফ্যাসফ্যাসে শোনায় হেফারম্যানের কণ্ঠ। 'তুই? খালি হাতে লড়বি আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তোমার মাথা ভেঙে ফেলব! এবার ভাগ এখান থেকে!'

'ভাগব?' সেলেকের দিকে এগোল হেফারম্যান। 'তোকেই ছুড়ে ফেলব বাইরে!'

তেড়ে আসছিল ও, বুটের ডগা বাধিয়ে টম একটা চেয়ার টেনে আনল, লাথি মেরে সেটা ফেলে দিল দৈত্যের গোড়ালির ওপর। চলন্ত অবস্থায় চেয়ারের সাথে হোঁচট খেল হেফারম্যান, দড়াম করে আছড়ে পড়ল। পা ঝাড়া দিয়ে ভাঙা চেয়ারটা সরিয়ে, কষ্টেসৃষ্টে হাঁটুর ভরে উঠল সে। তারপর ঘোলাটে চোখজোড়া তুলতেই দেখল, টম সেলেকের পিস্তল তাকিয়ে ওর পানে।

'পারলে সামলাও এটাকে!' শান্ত কণ্ঠে বলল টম। 'এক্ষুণি ভাগ!'

ধীরে ধীরে, হেফারম্যানের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসে, উঠে দাঁড়াল সে। 'তোকে খুন করব আমি!' বলল হিংস্র সুরে।

'আচ্ছা। আগামীকাল। খালি হাতে,' সেলেক বলল। 'আবার দেরি কর না যেন। ঠিক বেলা তিনটেয়!'

যখন বিদায় হল সে, গিবসন ঘাড় কাত করল। 'তুমি পারও বটে!' বলল। 'এভাবে সবদিক সামলাতে আমি আর কারোকে দেখিনি। তবে এখনো সময় আছে, তুমি পালাও!'

'পালাব?' স্মিত হাসল সেলেক। 'তাহলে মজাটাই মাঠেমারা যাবে না? ভেব না, কাল ঠিক সময়ে চলে আসব। আর হ্যাঁ, তোমার যাবার দরকার নেই। শিগগিরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।'

বেরিয়ে গেল ও, জেনি হতভম্ব তাকিয়ে রইল। 'ওর হয়েছেটা কী, বাবা? লোকটা পাগল, না বোকা?'

পাইপে অগ্নিসংযোগ করল গিবসন। 'জানি না, মা,' বলল সে, 'তবে আমার বিশ্বাস, কোনটাই নয়!'

টম সেলেক যখন স্ল্যাশ বি-র র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকল তখন ঝিরঝিরে তুষার পড়ছে। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে হিচ রেইলের সামনে গিয়ে থামল সে, নেমে বাঁধল সোরেলটাকে। তারপর পা বাড়াল বারান্দার সিঁড়ির দিকে।

'দাঁড়াও!' কণ্ঠস্বরটা অ্যানস উইলির। 'তুমি যেতে পারবে না ওখানে!'

'কথাটা কার?'

'আমার!'

'তাহলে ফুটো পয়সাও দাম নেই। এই বরফের মধ্যে থেকে আর সর্দি লাগিয়ো না। বাংকহাউসে ফিরে যাও। আমি ক্যাশের সাথে দেখা করব।'

'ক্যাশ?' উইলির চেহারায় ক্রোধ। 'সে অসুস্থ। দেখা করে না কারো সঙ্গে!'

'তুমি আর বাড এসব বলে অনেক বোকা বানিয়েছ মানুষকে,' বলল

সেলেক। 'তোমাদের জারিজুরি সব জানি আমি। বহুত লুটপাট করেছ—আর চলবে না। হয় ভাগ, নয়ত হাজতে যাও!'

ফোরম্যান হতবুদ্ধি চেয়ে রইল ওর পানে।

'আমি ফালতু ভয় দেখাচ্ছি না,' যোগ করল সেলেক। 'প্রমাণ আছে। বাডকে গিয়ে বল তুমি। চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাচ্ছ তোমরা। এর বেশি না।'

ঠাণ্ডামাথায়, গোড়ালির ওপর ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল ও। অব্যক্ত একটা চিৎকার করে বাড বিলিংস উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। টম ওকে পাশ কাটিয়ে এগোল ক্যাশের কামরার উদ্দেশে। 'থাম!' আদেশ করল বাড। 'কোন্ অধিকারে তুমি ঢুকেছ এখানে?'

সেলেক তাকাল ওর দিকে। 'বাড বিলিংস, তুমি একটা ছিঁচকে চোর। এবার যাও, তোমার ইয়ার উইলিকে নিয়ে কেটে পড় জলদি, নইলে তোমাকে আমি ছুড়ে ফেলে দেব!'

বোকার মত তাকাল বাড, ঢোক গিলল, সরে দাঁড়াল একপাশে। টম সেলেক এগিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ক্যাশ বিলিংসের ঘরে। দেখল, মাথার নিচে কয়েকটা বালিশ দিয়ে বুড়ো শুয়ে।

পোড়-খাওয়া ভীষণ চোখ দুটো আগুন ছড়াল ওর উদ্দেশে। 'কে তুমি?'

'আপনার চারপাশে যেসব চোরবাটপার ভিড় করে আছে তাদের কেউ নই!' পালটা ঝামটা মারল সেলেক। 'আপনি এখানে শুয়ে আছেন বিছানায়, আর ওদিকে আপনার ভাতিজা, বাড, আপনার গলা কাটছে! আর ওই বজ্জাত উইলিটা সাহায্য করছে ওকে! যখন

খুশি আপনার গরুবাছুর ধরে নিয়ে যাচ্ছে রাসলাররা!

'কী বলছ আবলতাবল?' হুঙ্কার ছাড়ল বিলিংস। 'কে তুমি?'

'আমি টম সেলেক, প্যাট সেলেকের ছেলে!' শান্ত কণ্ঠে বলল টম। 'আপনার বাথানে সিংহ শিকারির কাজ করি, আর দেখি ওরা কীভাবে চুরি-ডাকাতি করছে!

'আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন! কিন্তু আপনি তো অসুস্থ নন! কেবল খাওয়া আর ঘুমান! লজ্জা করে না! ধরেই নিয়েছেন অনেক টাকা হয়ে গেছে আপনার, অতএব বিশ্রাম নেয়া দরকার। আর ওই বজ্জাত বাড আর উইলিও মওকা বুঝে পটিয়ে ফেলেছে আপনাকে!'

এরপর গেল কয়েক মাসের ঘটনা, একেএকে, বয়ান করল সেলেক। উইলিকে মারধোর করা, বিনা বাধায় গরু চুরি কিছুই বাদ দিল না। 'বাড ব্যাপারটা নিয়ে শোরগোল তোলার সাহস পায়নি কারণ সে নিজেও চুরি করছিল!' ইতি টানল ও।

গোঁফের ডগা কামড়াতে কামড়াতে, সেলেককে জরিপ করে ক্যাশ বিলিংস। 'তুমি কোন্ অধিকারে এসেছ এখানে?' জানতে চাইল সে। 'তোমার বাবার আর আমার মধ্যে কখনই বনিবনা ছিল না!'

'সেজন্যে আপনিই দায়ী!' জবাব দিল টম। 'নিজের বোকামিতে আপনি গর্তে পড়েছেন, আর প্যাট সেলেক প্রতিবার আপনাকে উদ্ধার করেছে! মরার সময়েও বাবা আমাকে বলে গেছেন, আপনার দিকে যেন খেয়াল রাখি। আমি তা পালন করেছি। নিন, এবার আমাকে আপনার ফোরম্যান নিয়োগ করুন যাতে আমি শায়েস্তা করতে পারি বদমাশগুলোকে!'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্যাশ বিলিংস, তারপর সহসা কৌতুকে নেচে উঠল তার চোখ।

'অবিকল প্যাটের চেহারা তোমার!' বলল সে। 'কেবল গায়ে-গতরে আরেকটু তাগড়া। বেশ, এখন থেকে তুমিই আমার নতুন ফোরম্যান! যাও, যদ্দিন না আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি, তুমিই চালাও গিয়ে সব কাজকাম!'

'আপনি,' তর্জনী ইশারায় বলল টম, 'কাল সকালেই উঠছেন, বোঝা গেছে?'

চলে আসছিল সেলেক, ক্যাশ থামাল। 'টম? ওটাই তোমার নাম বললে না? গরুবাছুর সামলেছ কখনো? অভিজ্ঞতা আছে?' বিলিংস তাকায় ওর পানে, চোখে সংশয়।

স্মিত হাসে টম সেলেক। 'কেন, আমি পাঞ্চারের কাজ করেছি কিছুদিন। ডজ আর ওগায়ালায় বার তিনেক ট্রেইল ড্রাইভে গেছি। তারপর প্রায় চার বছর রেঞ্জার ছিলাম টেক্সাসে।'

ধীর পদক্ষেপে বাংকহাউসে গিয়ে দরজা খুলল ও। ম্লান মুখে আগুনের ধারে বসেছিল বিল নিউটন। আওয়াজ পেয়ে পলক তুলল।

'ওহ্? তুমি? উইলিকে তুমিই তাড়িয়েছ?'

'হ্যাঁ। আমি নতুন ফোরম্যান। বিল, এক্ষুণি তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কেবিনে চলে যাও। কার্লি ব্রাউন, জিম ওয়েব আর জোনস আছে ওখানে। ওদের বলবে কাল সবাইকে আমি স্টেজ স্টেশনে আসতে বলেছি—বেলা তিনটায়।'

'কী ঘটবে এরপর?' জিজ্ঞেস করে বিল, ওর অচেনা সেলেকের দিকে তাকিয়ে।

টম হাসল। 'প্রথমে হেফারম্যানকে ধোলাই দেব। তারপর বার ফুল্টনকে বাধ্য করব জামাকাপড় খুলে খালি পায়ে রাস্তা মাপতে। আর সব শেষে,' ভয়াল স্বরে যোগ করল ও, 'তোমরা সবাই আসবে

আমার সঙ্গে। চিরুনি দিয়ে গোটা তল্লাট আঁচড়াব আমরা। এই জায়গাটাকে আবার বাসযোগ্য করে তুলব!'

তিরিক্ষে হয়ে আছে বিল হেফারম্যান। বড়াই করছে। বিরাট শরীর তার, যোদ্ধা, ভয়ডর বলে কিছু নেই। জীবনে অনেক মারামারিতে জিতেছে, যে-কারোকে হারাতে পারবে এ-আত্মবিশ্বাস তার আছে। টম সেলেককে সে একটা কীটেরও অধম ঠাউরাল। বলতে কি, ফুল্টনের সাঙ্গপাঙ্গরা সবাই তামাশা বলে ধরে নিয়েছে ব্যাপারটাকে। পাঁচ-এক বাজি ধরেছে ওরা, টম আসবে না। অর্থাৎ, যদি সে আসে, সেলেকের পক্ষে যারা বাজি লড়ছে তারা প্রত্যেকে পাঁচশ ডলার পাবে। আর না এলে, হেফারম্যানের সমর্থকেরা পাবে একশ ডলার করে।

জেনি গিবসনও আছে বাজি ধরার দলে।

ফুল্টনের দলবল আগেভাগে এসে পড়ল। ওদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল মদের বোতল। টানা ডাইনিং রুমে টলতে টলতে ঢুকে কফি আর বাদামের ফরমাস দিয়ে ধপ করে টেবিলে বসে পড়ল বার।

'ও ঠিক আসবে!' বলল জেনি। হঠাৎ, কেন-যেন, দারুণ নিশ্চিত মনে হয় ওকে। 'তুমি দেখ!'

'কে, টম?' বার সন্দিহান। 'অসম্ভব। যাই হোক, আমারও একটা ছোটখাট ঋণ আছে ওর কাছে, যদি আসে, চুকিয়ে দেব এবার।'

'আলবত আসবে!' জেনি বলল, দৃঢ় কণ্ঠে।

বার চোখ মটকাল। 'বাজি ধরবে? আমি এক ডলার বাজি ধরতে পারি, টম আসবে না।'

'বাটপার নাকি?' মুখিয়ে ওঠে জেনি। 'এক ডলার!' ওর কণ্ঠে

বিদ্রূপ স্পষ্ট। 'আচ্ছা, তুমি কী মনে কর আমাকে, কচি খুকি? বাজি হবে একশয়ে পাঁচশ। ওই হারেই বাজি ধরেছে সবাই। আর আমি তোমার সাথে আরো একটা বাজি ধরব, বিল হেফারম্যানকে পিটিয়ে লাশ বানাবে সেলেক!'

ফুল্টন বিষম খেল, তারপর ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। 'তুমি পাগল হয়েছ?' জানতে চাইল সে। 'কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, ও ব্যাটা একটা ভিতুর ডিম। কারোকে সমান সুযোগ দেয় না!'

'আমি আমার প্রস্তাব দিয়েছি।' জেনির মুখ ফ্যাকাসে, চোখে আগুন। 'তুমি ঠগ নাকি? এত গরম দেখাও টাকার! বুকের পাটা থাকে তো ধর বাজি!'

বার একটু অপ্রস্তুত হাসল। প্রথমত মেয়েলোকের সঙ্গে বাজি ধরে অভ্যস্ত নয় সে, তার ওপর যদিও জেতার ব্যাপারে তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই, তবু···

'টম কাপুরুষ!' বার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। 'যদি বিলকে লাশ বানায়ও, যা সে কখনই পারবে না, আমি ওকে দেশছাড়া করব!'

জেনি ক্রুদ্ধ বলে, 'ঠিক আছে! যদি আমি জিতি, প্রথম দুটো বাজিতে যা জিতেছি তার পুরোটাই আবার বাজি ধরব—টম তোমাকে দেশছাড়া করবে!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বার ফুল্টন, মুখ ক্রোধে সাদা।

'আমাকে?' গর্জন করল সে। 'আমাকে তাড়াবে? তবে রে—!' জেনি মেয়ে এটা মনে হতেই ওর ক্রোধের আগুনে পানি পড়ল। 'বেশ,' বলল বার, 'ধরলাম বাজি!'

'তাহলে টাকা জমা রাখ!' জেনি বলল স্থির কণ্ঠে। 'তোমাকে যদি শেষমেষ পালাতেই হয়, আমার কষ্ট হবে টাকাটা উদ্ধার করতে!

এই যে, বাবা আর কোলমার এসে পড়েছে। বাবার কাছে টাকা জমা রাখব আমরা। আর কোলমার থাকবে সাক্ষী।'

গুনে গুনে টাকা বার করে ফুল্টন। ওর মুখ ক্রোধ আর অসন্তোষে অন্ধকার। তার মনে হয় জীবনে কখনো সে এতটা অপমানিত হয়নি। মনে মনে, নিজেকে সে আরেক বিলি দ্য কিড ভাবে, আর সেই তাকেই কিনা তাড়াবার কথা হচ্ছে! মুখ বিকৃত করে সে।

ঘণ্টার কাঁটা যখন সোজা হল বেলা তিনটার ঘরে, পাহাড় ভেঙে চারজন রাইডার এল স্টেজ স্টেশনে, ঘোড়া থেকে নামল। ওখানকার সবাই চেনে ওদের—বিল নিউটন, জিম ওয়েব, কালি ব্রাউন, আর জ্যাক জোনস। প্রত্যেকেই নিজেদের কাজে দক্ষ, সৎ; ক্যাশ বিলিংসের আমলে স্ল্যাশ বি-র হয়ে বহু ইণ্ডিয়ান আর রাসলারকে শায়েস্তা করেছে। ওদের দেখল গিবসন, পরক্ষণে চোরা চাহনি হানল বারের উদ্দেশে। সন্দেহ আর বিরক্তিতে থমথম করছে ফুল্টনের মুখ।

শার্ট খুলে ফাঁকায় পা রাখল বিল হেফারম্যান। 'হতভাগাটা কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়ল।

'এই যে এখানে!' জবাব মিলল একটা চিৎকারে, এবং সবগুলো মাথা ঘুরে গেল। আস্তাবলের দরজায় টম সেলেক দাঁড়িয়ে। কখন কীভাবে ওখানে এল সে কিংবা কতক্ষণ হল আছে, জানে না কেউ।

জেনির বুক ধড়াস করে উঠল। ও এসেছে, তাহলে! ভয় পায়নি!

উদোম গায়ে, এখন আরো লম্বাচওড়া দেখায় সেলেককে, নিঃসন্দেহে অনেক বেশি রুক্ষ, এবং বলিষ্ঠ। বাইরে এসে টম ওর জামাটা গিবসনের হাতে দিল। দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে সে, নিচু করে বাঁধা।

বুটের ডগা দিয়ে হেফারম্যান যে-বৃত্তটা এঁকেছিল তার ভেতরে

পা রাখল টম, দানবের উদ্দেশে হাসল।

'ঠিক আছে,' ও বলল উৎফুল্ল কণ্ঠে, 'এটাই যখন তোমার ইচ্ছে!'

তালু দুটো পরস্পর ঘষে, বুকের কাছে হাত তুলল সেলেক, কথা বলতে বলতে হেফারম্যানের গোঁফ বরাবর বাঁ-হাতে ঘুসি মারল। টলে ওঠে দানব, ঠোঁট ফেটে রক্তের সরু একটা ধারা নামে। ঘোঁত করে শব্দ করল বিল, রাউণ্ডহাউস জ্যাব হাঁকাল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। টম সেলেকের লেফট কাট ওর গোঁফে পরপর তিনবার ছোবল বসাল বিষধর সাপের মত। তারপর একটা রাইট আপারকাটে পেছনে ঝাঁকি খেল দানবের মাথা, জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

ঘুসি ছুড়তে ছুড়তে, তেড়ে আসে হেফারম্যান। হাত তুলে সেলেক ঠেকাল, মাথা নিচু করে এড়াল আরেকটা, আর তৃতীয়টা ফসকে যাবার পথে ওর থুতনি ছুঁয়ে গেল, কিন্তু সে পড়ে গেল সজোরে। লাফিয়ে আগে বাড়ল হেফারম্যান, বিদ্যুৎগতিতে গড়ান দিয়ে সরে গেল টম, উঠে দাঁড়াল। দানবের মুখে আরেকটা লেফট কাট ঝাড়ল সে, নিজের থুতনিতে একমনি আঘাত পেল একটা, বোঁ করে ঘুরে উঠল ওর মাথা, তারপর ছোট অথচ কাঁধের শক্তি-নিংড়ান বিধ্বংসী ঘুসি ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে পড়ল প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহের ভেতরে।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল বিল, সর্বশক্তিতে ঘুসি ঝাড়ল। সেলেকের থুতনিতে আঘাত করল ঘুসিটা, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, ডিগবাজি খেল একটা, হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল ধুলোয়।

হো করে চেঁচিয়ে উঠল ফুল্টনের পল্টন, একে অন্যের পিঠ চাপড়ে ধেই-ধেই নাচতে শুরু করল। তারপর, আচমকা, উঠে দাঁড়াল সেলেক।

থ হয়ে গেল ওরা। হেফারম্যান, সীমাহীন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি, তেড়ে

গেল। আগের মতই দাঁতে শক্ত লেফট কাটের বাড়ি খেল সে, দিশা হারিয়ে ফেলল। এবং সামলে নিতে পারার আগেই, একটা রাইট আপারকাটে ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলল সেলেক।

লাফিয়ে সোজা হয়ে, ধেয়ে এল হেফারম্যান। খ্যাপার মত লড়তে লাগল ওরা। বেল্ট আর শার্ট চেপে ধরে টমকে শূন্যে তুলে ফেলল বিল, কিন্তু টম হাঁটু দিয়ে আঘাত করল ওর নাকে, থ্যাচ শব্দ হল একটা। হেফারম্যান টলে ওঠে, টম ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। মাটিতে পড়েই পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, বিলের থুতনি বরাবর বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুটো জ্যাব ছুড়ে দিল।

বাজ-পড়া ওকগাছের মত দুলে উঠল দানব, তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। টম সেলেক এগিয়ে এসে লেফট কাট হাঁকাল, এবং তারপর ডান হাতে এত জোরে মারল পেটে, অঁক করে একটা শব্দ বেরোল হেফারম্যানের গলা থেকে, ওর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। বাঁকা হয়ে গেল দানব, আর সেলেক হাঁটুর কাছ থেকে রাইট হুক ঝাড়ল একটা, শূন্যে পাখা মেলল হেফারম্যান, ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

চিত হয়ে মড়ার মত পড়ে রইল হেফারম্যান।

আঙুল মটকাতে মটকাতে, চকিতে পিছিয়ে এল টম সেলেক। হাত ব্যথা করছে না। আঙুলের গিঁটগুলো কেটে ছড়ে গেছে, তবে ওগুলোর নমনীয়তা নষ্ট হয়নি।

'ফুল্টন!' গলা চড়িয়ে ডাকল টম।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল বার। ঈষৎ কুঁজো হয়ে গেছে ওর শরীর, হঠাৎ করেই চোখ ছোট করে ফেলেছে, উল্লাসের আলো জ্বলছে সেগুলোর তারায়। জঘন্য হেসে, হাত নামিয়ে আনল সে।

পরক্ষণে জমে গেল বার, তখনো বাঁট ধরে আছে। চোখ পিটপিট করল সে, ঢোক গিলল। সাক্ষাৎ যমদূতের মত একজোড়া সিক্স-গান বেরিয়ে এসেছে টম সেলেকের হাতে।

'চালাকি!' ফাটা গলায় চিৎকার করল সে। 'নোংরা চালাকি!'

টম স্মিত হাসল। 'বেশ তো, টিনের বাঁশি, আবার নাহয় চেষ্টা কর!'

পিস্তল দুটো হোলস্টারে রেখে হাত সরিয়ে নিল সে। বার ফুল্টন নিজের পিস্তলের বাঁট শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারার আগেই, সেলেকের অস্ত্র দুটো লাফিয়ে উঠে এল খাপ থেকে।

'বার,' সেলেক বলল মৃদু স্বরে, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি আমার সাথে পারবে না। মানুষ তুমি খারাপ নও, একটু বেয়াড়া এই যা, নিজেকে চালু ভাব! যাও, এখনো সময় আছে, প্রাণে বাঁচতে চাইলে পাঞ্চিংয়ের কাজেই ফিরে যাও! তুমি বন্দুকবাজ নও। ওদের তল্পিবাহক হবার যোগ্যতাও তোমার নেই!'

ঢোক গিলল বার ফুল্টন। কথাগুলো হজম করা কঠিন, কিন্তু ওই পিস্তল দুটোর দুর্বার গতি আর ওগুলোর স্থিরতার কথা তার মনে আছে। 'আরেক দফা হোক!' চেঁচাল সে। 'গুলি কর আমাকে! বেকুবের মত বেঁচে থাকার চেয়ে মরতে ভাল লাগবে আমার।' রাগে থরথর কাঁপে ফুল্টন, মুখ সাদা ও আড়ষ্ট।

'বার,' টম ধৈর্যে অবিচল, 'তুমি একটা টিনের বাঁশি, আর আমি বাউন্টি কিলার নই। ড্র করেই দেখ, আমি তোমার কান ফুটো করে দেব!'

জমে গেল বার ফুল্টন। অন্যকিছু সম্ভবত এভাবে নিরস্ত করতে পারত না ওকে। কানে ফুটো! কাপুরুষের চিহ্ন! শেষ হয়ে যাবে

সে। কোথাও মুখ···!

পিছু হটল বার, সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'বেশ,' গলা বসে গেল ওর, 'তুমিই জিতেছ!'

'এখন থেকে,' বলল সেলেক, 'আমিই চালাব স্ল্যাশ-বি। যদি দেখি আমাদের গরু চুরি করছে কেউ, ধরে সোজা লটকে দেব গাছের ডালে! আজ সন্ধ্যার মধ্যে ভাগছ তোমরা। কাল ভোর থেকে আমার লোকজন তল্লাশি শুরু করবে। তখন কারোকে যেন দেখতে না পাই!'

ওয়েব, নিউটন, ব্রাউন, আর জোনস অকস্মাৎ ফাঁকায় বেরিয়ে এল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। চারজনের হাতেই দোনলা বন্দুক।

'তো ঠিক আছে, বাছারা! রওনা হয়ে যাও!' ভরাট স্বরে আদেশ করল টম। ওরা পাততাড়ি গুটাল।

বারান্দায় উঠে জেনির দিকে তাকাল টম সেলেক।

'আমি ফিরে এসেছি,' বলল সে। 'আসছে শনিবার রক স্প্রিংসে আরেকটা নাচের অনুষ্ঠান আছে। তোমার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাও?'

'একমাত্র ওভাবেই ভবিষ্যতে কোন নাচে যাব আমি।' সতেজে জবাব দিল জেনি গিবসন। 'যাক, ভালই হল, টাকাগুলো দিয়ে আমরা জিনিসপত্র কিনতে পারব।'

'টাকা? কিসের?' টম কৌতূহলী।

'বার ফুল্টনের কাছ থেকে যেটা জিতেছি, তোমার পক্ষে বাজি ধরে!' মৃদু হেসে জেনি বলে, ওর চোখ দারুণ উজ্জ্বল দেখায়।

প্রতীক্ষা

ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে গরুর পাল, মাথার ওপর নরকের উত্তাপ, শয়তানের অভিশাপ যেন, চারপাশে ধুলোর মেঘ। ওদের পায়ের নিচে ঘাস খয়েরি ও শুষ্ক ; মরা।

পিঙ্গল আকাশে সূর্য নিখোঁজ। কিলকেনি হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে হাত রেখে দেখে ধরিত্রী আগুন, ছোঁয়া যায় না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, ধুলোর আস্তর আর কদিনের না-কামান দাড়ির জঙ্গলে অস্বাভাবিক রকমের বুড়োটে দেখায় তাকে।

'সত্যটাই জানতে চেয়েছিলে তুমি।' স্বাভাবিকের তুলনায় রুক্ষ শোনায় ওর গলা, রুবি রীড সঙ্গে সঙ্গে সেটা আঁচ করে ঝট করে তাকালো বুড়োর দিকে ; আশৈশব ওই মানুষটিকে ও শ্রদ্ধা করে আসছে। 'ঠিক আছে, এবার সত্যটাই জানবে তুমি। এই ট্রেইল ড্রাইভে তোমার এক আধলাও আয় হবে না। ডজের এপাশেই পটল তুলবে বেশির ভাগ গরু। পিপাসায় আর গরমে। যারা টিকে যাবে, তারাও হবে আধমরার শামিল।-কাজেই তোমার ব্যবসা লাটে উঠতে যাচ্ছে, ম্যাম।'

শক্ত হয়ে গেল রুবির ঠোঁট, রূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করে হতাশায় মন ছেয়ে গেল, অবরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল দুই চোয়াল। শুরু থেকেই

ব্যাপারটা অনুমান করছিল সে, যদিও কর্মচারিরা সবাই গা বাঁচিয়ে চলেছে।

'কিন্তু কেন, রন? সার্কল জি এর আগেও ড্রাইভে বেরিয়েছে, লাভ করেছে প্রচুর। সেসব পুরোন লোকজনই আছে আমাদের, রাস্তাও এক।'

'নেই।' চাঁচাছোলা কণ্ঠ রন কিলকেনির। 'কিছুই এক নেই। রাস্তা খারাপ। খরা চলছে এ-বছর, আমরা বেরিয়েওছি দেরিতে। আগে যেসব দল গেছে, ভাল ঘাস সব খেয়ে ফেলেছে তারা, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল সেগুলো পিষে দিয়েছে খুরের ঘায়ে। গরমও পড়েছে বেশি। আর,' গম্ভীর সুরে যোগ করে সে, 'আমাদের লোকজনও সবাই আগের নয়।'

'রন, তুমি কী বকছো আবলতাবল!' প্রতিবাদ করে উঠল রুবি।

'না, আবলতাবল না।' কিলকেনি আপন বিশ্বাসে অটল। 'দলে নতুনদের সংখ্যাই বেশি, আর তাছাড়া এসময় সবচেয়ে বেশি দরকার যাকে, সে-ই নেই।'

ফের শক্ত হয়ে গেল রুবির ঠোঁট, চিবুক উঁচু করল সে। 'অর্থাৎ, আবার সেই বিল ক্যারির প্রসঙ্গ টেনে আনছ তুমি। আমি জানি ওকে তোমার পছন্দ নয়!'

'ঠিক। অন্যরাও করে না। অত্যন্ত খারাপ লোক, বদমেজাজি—একটা সাক্ষাৎ কয়োট।'

'তারমানে তোমার ধারণা ওই···ওই রেগ্যান লোকটা থাকলে অবস্থা অন্যরকম হত? কিন্তু এরকম গরম আর খরার বিরুদ্ধে একা একজন লোক কী করতে পারবে? ডাকাত পড়লে ঠেকাবে কীভাবে?'

'ধারণা নয়—বিশ্বাস। পথঘাট আমি চিনি না তেমন, কিন্তু রেগ্যান

চেনে। ও থাকলে ঠিকই পারত পরিস্থিতি সামাল দিতে। বিল ক্যারির হম্বিতম্বি খাটত না ওর কাছে। একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখছি, ম্যাম, ক্যারি বিনা মতলবে আসেনি আমাদের সঙ্গে। লেখাপড়া জানা হলে কী হবে, বদলোক হিসেবে বাজারে ওদের দুর্নাম আছে। ওর বাপ-চাচারা আউট-ল ছিল। জান তো, কয়লার ময়লা যায় না ধুলে!'

'মিস্টার ক্যারি সম্পর্কে এ-ধরনের কথা তুমি আর কক্ষনো বলবে না, রন। কক্ষনো না। ওর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। এই ড্রাইভ যখন শেষ হবে, আ···আমি হয়ত ওকে বিয়ে করব।'

রন কিলকেনি ঠাণ্ডা চোখে তাকায় মেয়েটার দিকে। 'তার আগে আমি ওকে খুন করব, নয়ত খুন হয়ে যাব নিজেই। তোমার বাবা আমার বন্ধু মানুষ ছিল। তার মেয়ে ওরকম একটা লোককে বিয়ে করবে এটা আমার বরদাশত হবে না।' এরপর যোগ করল সে, অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে, 'এটাই যদি তোমার মনের কথা হয়, রুবি, টেক্সাসে ফিরে তুমি নতুন লোকের সন্ধান কর।'

'বেশ, তাই করব, রন।' জেদী সুরে বলল বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজের কথায় রুবি নিজেই ভয় পেয়ে গেল। 'তাই করব আমি। সার্কল জি আমার, যেভাবে আমার খুশি সেভাবেই চলবে সবকিছু।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিছুই বলে না কিলকেনি, তারপর উদাস হয়ে যায়। 'সার্কল জি কেবল কিছু গরুবাছুরের গায়ে মার্কাই না, রুবি, তারচেয়েও বড় কিছু—অনেক বড়।

'বহু লোকের ঘামে রক্তে গড়ে উঠেছে এই ব্র্যাণ্ড। জান, সেবার

উভালদেয় উইঙ্কসন ছোকরা কেন মারা গিয়েছিল ? আমাদের আউট-ফিটকে গাল দিয়েছিল একজন, ও বদলা নিতে চেয়েছিল। ব্র্যাণ্ডের সম্মানের জন্য প্রাণ দিয়েছে সে। এবং ওর আগে আরো অনেকে। ফালতু একটা লোককে ভালবেসে তুমি ওদের সেই আত্মত্যাগকে ধ্বংস করতে চাইছ। এসময় রেগ্যানকে এখানে প্রয়োজন ছিল।'

'রেগ্যান!' ফুঁসে ওঠে রুবি। 'যাত্রার শুরু থেকেই তুমি শুধু ওই নাম জপছো! কে সে ? করে কী ? একা একজন লোক কী এমন তেলেসমাতি দেখাতে পারবে ?'

'তোমার বাবা কিন্তু,' গভীর স্বরে বলল কিলকেনি, 'দেখিয়েছিল। সে যদি থাকত এখন, তোমার সাধের বিল ক্যারি পালাবার পথ পেত না লেজ গুটিয়ে! কিংবা রেগ্যান থাকলেও চলত। বলতে কি,' আরও খাদে নেমে যায় ওর কণ্ঠ, 'কালই যদি সুযোগ বোঝে, আমাদের দলে এমন কেউ নেই যে ক্যারিকে নিকেশ করতে চাইবে না। ক্যারি দশটা খুন করেছে, একমাত্র পিস্তলে ছাড়া আর সবকিছুতেই ওইসব লোক ওর চেয়ে যোগ্য ছিল।'

'এর পরেও তোমার ধারণা রেগ্যান হারাতে পারবে ওকে ?' মুখ বাঁকাল রুবি।

'কি জানি। তবে এটা বলতে পারি, রেগ্যান যদি মরেও, তোমার ক্যারিও যাবে তার সঙ্গে! তুমি জানতে চাইছিলে,' বলে চলে সে, 'একা একজন আর কী করতে পারে ? পারে, অনেক কিছুই। রেগ্যান কম কথার মানুষ—কাজের লোক। সবাই সমীহ করত ওকে। যার নুন খায় তার সঙ্গে বেঈমানি করে না। সার্কল জি-কে ও এত ভাল-বাসত, যেন এই র‍্যাঞ্চটা ওর নিজের।'

'তাহলে এই প্রয়োজনের সময়ে কোথায় ঘাপটি মেরেছে লোকটা ?'

রুবি জানতে চাইল তিক্ত স্বরে। 'কোথায় তোমার সেই অতিমানব? তুমি বলেছ কোন ট্রেইল ড্রাইভে কামাই দেয়নি সে, হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে যেত সত্যি, কিন্তু সময়ে ঠিকই চলে আসত। তাহলে এবার আসছে না কেন?'

'হয়ত মারা গেছে।' কিলকেনির কণ্ঠস্বর ম্লান, 'তবে বেঁচে থাকলে, যেখানেই থাকুক সার্কল জি-র সাথেই রয়েছে, এবং আমরাও ওর সঙ্গে।'

ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলে সামনে তাকাল ওরা, রন কিল-কেনির চোয়াল আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঝটিতি নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, বলল, 'আমি গেলাম।'

'কাজ ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?' প্রশ্ন করে রুবি।

'ও থাকলে,' কিলকেনি জেদী, 'আমি চলে যাব।'

'তুমি না থাকলে আমি দুঃখ পাব, রন। তোমার অভাব সার্কল জি পূরণ করতে পারবে না।'

কিলকেনির পোড়-খাওয়া চোখ রুবির চোখে এসে স্থির হল। 'ঠিক। তোমার বাবার একটা ছেলে থাকা উচিত ছিল।'

তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় সে, রুবি অপলকে চেয়ে থাকে পেছন থেকে, নিজেকে ওর ভীষণ রিক্ত মনে হয়। ইতিমধ্যে নবাগত ঘোড়সওয়ার এসে পড়েছিল কাছে, মন্থর হয়ে এসেছে তার চলার বেগ, একটা দার্ঘশ্বাস ছেড়ে রুবি ঘুরে মুখোমুখি হল বিল ক্যারির।

লম্বা-চওড়া মানুষ বিল ক্যারি। কঠিন চোখদুটো ঘোর কাল, ওগুলোর আড়ালে যে-ক্রূরতা আর শাঠ্য খেলা করে তার দেখা কখনো পায়নি রুবি। ক্যারির ঘোড়ায় চড়ার ঢঙটা রাজকীয়, কাজেকর্মে সে দক্ষ।

এই ড্রাইভে এখনো পর্যন্ত সে-ই রুবির ডান হাত, গরুবাছুরের দেখা-শোনা থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে, উৎসাহ কিংবা পরামর্শ জুগিয়ে, সাহায্য করে আসছে ওকে। যে-ট্রেইলে ওরা চলছে সেটাও ওরই নির্বাচিত, এবং পথে একবার রাসলারদের হামলা হবার উপক্রম হলে আগে বেড়ে সে-ই সামলেছে ধাক্কাটা।

'কী হয়েছে বুড়োর?' জিজ্ঞেস করল ক্যারি। 'ঘেউ ঘেউ করছিল কেন?'

'কই, না,' সাফাই গাইল রুবি। 'সার্কল জি-র পুরোন দিনের কথা বলছিল—আর রেগ্যনের।'

'রেগ্যনের?' ক্যারির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, মুহূর্তের জন্যে রুবির মনে হল ওর চোখে সে শঙ্কার ছায়া দেখল। 'কোন খোঁজ পেয়েছে ওর?'

'নাহ্, কেউই পায়নি। অথচ বরাবরই রেগ্যন ড্রাইভে অংশ নিত।'

'নিশ্চয়ই মারা গেছে,' জবাব দিল ক্যারি। 'আমি জানতাম ও-ই বরাবর সামলায় দায়িত্ব, সেজন্যেই ইতস্তত করছিলাম কাজটা নিতে। বনিবনা ছিল না আমাদের মধ্যে।'

'কেমন মানুষ ছিল?' রুবি হঠাৎ প্রশ্ন করে, কণ্ঠস্বরে কৌতূহল।

'কে, রেগ্যন?' একটু দোনোমনো করল ক্যারি, অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকল ওর ঘোড়াটা। 'খুনী। ভয়ঙ্কর বজ্জাত।'

'কিন্তু সকলেই পছন্দ করে তাকে,' প্রতিবাদ করে রুবি।

'করে। কারণ সে ছিল ওদের গর্ব এবং আনন্দ,' তিক্ত সুরে বলল ক্যারি। 'সে-ই চালাত সার্কল জি। এমনকি তোমার বাবারও রাশ ছিল না কারো ওপর। অহঙ্কারী ছিল ভীষণ।'

'তবু নিশ্চয় কিছু একটা ছিল ওর ভেতরে···?'

'ঠিক,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকায় ক্যারি। 'তা ছিল। আর

সেজন্যেই সবাই ভয় করত।'

গরুবাছুরের কাছে ফিরে যায় ক্যারি। আর রুবি রীড এগিয়ে চলে সামনে, ধুলো এড়িয়ে, টিলাটক্করের গা ঘেঁষে, দূর থেকে গরুবাছুর-গুলো দেখতে দেখতে। ওরাই তার সব। বিক্রি করতে পারলে দেনার দায় থেকে মুক্ত করতে পারবে সে র‍্যাঞ্চটাকে। কিন্তু মনে মনে রুবি জানে কিলকেনির কথাই সত্যি, নির্মম সত্যি। অর্ধেক গরুরও সৌভাগ্য হবে না ডজ দেখবার, এবং সে পথে বসবে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নেয় ও, ট্রেইল লাগোয়া একটা শৈলশিরার চড়াই বেয়ে রওনা হয় ওপর পানে। চূড়ায় হয়ত বাতাস মিলবে আরো। বাতাস আছে ওখানে, তবে সামান্যই। ঘোড়া থামিয়ে সামনের খয়েরি, খুরের-ঘায়ে-পিষ্ট তৃণপ্রান্তরের দিকে তাকায় রুবি। ওখানেও এসেছিল গরুর পাল। যারা আগেভাগে রওনা হয়েছিল।

রেগ্যনের উপস্থিত হবার ব্যর্থতাই ওদের বিলম্বে বেরোবার মূল কারণ। বরাবরই জানত সে কেন অপেক্ষা করছে কিলকেনি, কর্ম-চারিরা কেন চেয়ে রয়েছে পথ পানে, আর কেনই-বা নানান ছুতো-নাতায় ঘন ঘন শহরে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু এবারই প্রথম উপস্থিত হয়নি রেগ্যন।

এগিয়ে চলে রুবি, সোজা পশ্চিমে। দিগন্তের দিকে সূর্য এখন ঢলে পড়েছে অনেকটা, তবু গরম কমেনি একতিল। তাপতরঙ্গ ডাকিনী নৃত্য করছে প্রান্তরে, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে নাগাড়ে এগিয়ে চলে ও, গরুর পাল আর দেখতে পায় না এখন, কেবল ধুলোর মেঘে ওদের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।

অবসাদ আর ঘোড়ার দোলায় কখন যেন স্যাডলে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিল রুবি, হঠাৎ মুখে শীতল ছোঁয়া পেয়ে ধড়মড় করে তাকাল চোখ

মেলে। আরেকটা শৈলশিরার মাথায় দাঁড়িয়ে সে, দূরপশ্চিমে সুতোর মতো একটা সবুজের রেখা দেখা যায় আবছায়া। তারপর মাটির দিকে গেল ওর চোখ, একটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পেল। নাল-পরান ঘোড়া, ট্র্যাকগুলোও বেশ তাজা।

ঘণ্টাখানেক আগের ট্র্যাক, সন্দেহ নেই, বড়জোর দুঘণ্টা। এই সময়ে বেশি হলে মাইল তিনেক এগিয়েছে গরুবাছুরগুলো, সুতরাং বাতাসে ওদের ধুলোর মেঘ লোকটা দেখতে পাবার কথা। রহস্যময় ঘোড়সওয়ার ওদের এড়িয়ে গেল কেন?

এখানে, এই শৈলশিরার মাথায়, থেমেছিল ওর ঘোড়া, ট্র্যাকের চেহারা থেকে বোঝা যায় ধুলোর মেঘ লক্ষ্য করেছে সে। এত কাছাকাছি এসেও দেখা না দেয়াটা অস্বাভাবিক। যদি না—ভ্রূকুটি করে রুবি, ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজের—যদি না লোকটা আউট-ল হয়।

সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করে সে, এক্ষুণি দলের কাছে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা কিলকেনিকে তার জানান উচিত। না, বিল ক্যারিকেই। হয়ত রাসলারদের আরেকটা হামলা আসতে যাচ্ছে। তবু, কৌতূহলেরই জয় হয় শেষমেষ, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রহস্যময় অশ্বারোহীর পিছু নিল রুবি।

মাঝে মাঝে থেমে, রেকাবে উঠে দাঁড়ায় ও, সতর্ক নজর বোলায় প্রেইরির চারপাশে, কিন্তু কারোকে দেখতে পায় না কোথাও, যে-ট্র্যাক অনুসরণ করছে সেটা ছাড়া এমন কিছু নেই যা থেকে একজন অশ্বারোহীর অস্তিত্ব বোঝা যেতে পারে। এক্ষুণি ফেরা দরকার এটা বোঝা সত্ত্বেও, এগিয়ে চলে রুবি, দেখে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে তার আশেপাশের ভূ-প্রকৃতি, ভাঙাচোরা পাথুরে রাজ্যে প্রবেশ করছে সে। একটা

চড়াইয়ের মাথায় উঠে থমকে দাঁড়ায় ও, ভুরু কোঁচকায়।

সামনেই সবুজ উপত্যকা, দীর্ঘ, কয়েক মাইল চওড়া, পানি আছে। দূর-পুব থেকে তখন এই সবুজের আভাসই চোখে পড়েছিল ওর। এরকম একটা জায়গা অবহেলায় পড়ে, অথচ ওর গরুবাছুর কষ্ট পাচ্ছে ক্ষুৎপিপাসায়! কেমনতর মানুষ বিল ক্যারি, এই উপত্যকার হদিস জানে না!

ধীর কদমে উপত্যকায় নেমে একটা ওঅটর হোলের দিকে এগিয়ে গেল রুবি, ক্ষণিকের জন্যে বিস্মৃত হল অপর ঘোড়াসওয়ারের কথা। তারপর পানির কিনারে আবার ট্র্যাক দেখতে পেল সে। এখানেও নেমেছিল ঘোড়সওয়ার, বালুতে তার পায়ের গভীর ছাপ রয়েছে। বেশ লম্বা লোক, বুটের গোড়ালি ক্ষয়া, মেক্সিক্যান স্পার লাগান।

উপুড় হয়ে পানি খাচ্ছিল সে যখন চকিত একটা ছায়া দেখে চমকে উঠল। প্রথমে একজোড়া ক্ষয়া বুট আর মেক্সিক্যান স্পার চোখে পড়ল ওর, তারপর কালচে লেদার চ্যাপস, সবশেষে দীর্ঘদেহী এক লোককে, পরনে রঙ-জ্বলা লাল শার্ট, গলায় কাল রুমাল। তার মাথায় ধুসর হ্যাট; ধূলিমলিন, তোবড়ান।

'হ্যালো।' রুবির উদ্দেশে স্মিত হাসল লোকটা। 'তোমার থুতনিতে পানি লেগে আছে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় রুবি, হাতের পিঠে মুখ আর চিবুক মুছে নিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে, 'থাকলই-বা···তোমার কী?'

লোকটার মুখ রোদে আর বাতাসে তামাটে, চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। ওর কোমরে, সচকিত হয়ে লক্ষ্য করে রুবি, দুটো পিস্তল রয়েছে। সিগারেট বানাচ্ছিল আগন্তুক, এবার সযত্নে সেটা ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে ফস করে ম্যাচ জ্বালল। হঠাৎ কী হয়,

এখন বাতাসে কাঠিটা নিভে গেলে, রুবি ভাবে, সে খুশি হবে। কার্যত তা হয় না।

আড়চোখে, পালা করে, রুবির ঘোড়া ও তার মার্কার ওপর নজর বোলায় লোকটা।

'সার্কল জি,' অর্থপূর্ণ সুরে বলে বিড়বিড় করে, 'বোধ হচ্ছে টেক্সাসের আউটফিট।'

'টেক্সাসের লোক হয়ে থাকলে,' মুখিয়ে ওঠে রুবি, 'তোমার সেটা ভালই জানা আছে। টম রীডের সমকক্ষ ক্যাটলম্যান টেক্সাসে আর একজনও ছিল না।'

'তার কোন আত্মীয়?'

'মেয়ে। মাইল কয়েক পুবে আমার গরুর পাল রয়েছে।'

'হাহ্,' এবার সহসা বিদ্রূপ ঝরে পড়ে আগন্তুকের কণ্ঠে, 'মেয়েরা ট্রেইল ড্রাইভার হলে এই হালই হয়। এরকম একটা তরতাজা জায়গা থাকতে, তুমি কিনা না-খাইয়ে মারছ তোমার জানোয়ারগুলোকে।'

'আমি নই,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রুবি, 'ট্রেইল ড্রাইভের দায়িত্ব সামলাবার জন্যে আমার লোক আছে। এখন বুঝতে পারছি, এই উপত্যকার কথা সে জানে না।'

'এবং এ-ও বোঝা যাচ্ছে খোঁজার জন্যে তেমন কষ্টও করেনি। তোমার ট্রেইল বস্ লোকটা অযোগ্য, ম্যাম।'

'আমি সার্টিফিকেট চাইনি তোমার কাছে! মিস্টার ক্যারি—' আগন্তুক চমকে উঠল লক্ষ্য করে মাঝপথে থেমে যায় রুবি।

'কী নাম বললে···ক্যারি? নিশ্চয়ই বিল ক্যারি নয়?'

'সে-ই। কেন···তুমি চেন তাকে?'

'আশ্চর্য! তোমার বাবা মারা গেছেন···নইলে ক্যারিদের কেউ

তাঁর ট্রেইল ড্রাইভার হতে পারত না।'

'কে তুমি?' জানতে চায় রুবি। 'এভাবে কথা বলছ যেন আমার বাবাকে চিনতে?'

কাঁধ ঝাঁকায় লোকটা। 'এ-দেশের রীতি তো তুমি জানই। ভব-ঘুরেরা গল্প ছড়ায় ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে। ফলে জায়গামত না-থেকেও বহুকিছু জানতে পারে মানুষ। আমি আসছি ওয়াইওমিং থেকে।'

হঠাৎ, আকাশের দিকে তাকায় সে। 'মেঘ করছে। বৃষ্টির আগে তুমি ক্যাম্পে পৌঁছুতে পারবে না। ঘোড়ায় ওঠ, কেবিন আছে, আমরা সেখানে আশ্রয় নেব।'

শীতল দৃষ্টিতে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করে রুবি, তারপর ঝট করে আকাশটা দেখে নেয় একবার। 'ঝড়ের আগেই পৌঁছে যাব,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'তবু, তোমাকে ধন্যবাদ।'

'পারবে না পৌঁছুতে,' আগন্তুক বলে। 'প্রেইরির ঝড় কেমন হয় আমি জানি। শিলাবৃষ্টি হতে পারে, তোমার মাথা ছাতু হয়ে যাবে। কেবিনটা কাছেই।'

লোকটার কথা শেষ হবার আগেই, মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে এল দূর থেকে, বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ল ওদের আশেপাশে। উদ্বিগ্ন চোখে, আকাশের দিকে আবার তাকায় রুবি। গাঢ় কাল মেঘ, জলভারে নেমে এসেছে নিচে। ট্র্যাক আর এই উপত্যকা আবিষ্কার নিয়ে এত বিভোর ছিল সে যে টেরই পায়নি কখন মেঘ জমতে শুরু করেছে। এখন দেখে সত্যি সত্যি ঝড় উঠে আসছে প্রচণ্ড, ফিরতি পথের কথা স্মরণ করে বুঝতে পারে ট্রেইল দুর্গম হয়ে থাকবে। রহস্যময় ঘোড়সওয়ারকে আরেক দফা জরিপ করে ও, দোনোমনো

করে একটু, তারপর বলে ওঠে তড়িঘড়ি, 'বেশ, যাচ্ছি।'

'ছুটতে হবে!' দোল খেয়ে স্যাডলে উঠতে উঠতে জানাল লোকটা। 'আর অল্পক্ষণের মধ্যে ছয়লাপ হয়ে যাবে এই জায়গা।'

ওর পেছন পেছন, বেপরোয়া গতিতে ভাটির দিকে ঘোড়া ছোটায় রুবি। কিন্তু কেবিনের অদূরে একটা পাহাড়ি বাঁক ঘুরেই আচমকা হাত ওঠাল লোকটা, ঘাড় ফেরাল রুবির পানে, মুখ থমথমে। কোরালে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া আর চিমনির ধোঁয়ার দিকে ইশারা করল সে।

'ঝামেলা হতে পারে!' ওর কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'ঘণ্টাখানেক আগেও কেউ ছিল না এখানে; নিশ্চয় মতলব খারাপ, নইলে এরকম অসময়ে এখানে ঘুরঘুর করত না।'

'আর তুমি?' আচমকা প্রশ্ন করে রুবি।

মুখ টিপে হাসে আগন্তুক, তাতে চাপা কৌতুক। 'অসম্ভব নয়,' একমত হয় ঘোড়সওয়ার, 'তবে, ওখানে আমি যা যা বলব তুমি সায় দিয়ে যাবে। খারাপ ভাল যা-ই হোক, আমাদের এখন আশ্রয় দরকার।'

ঝটপট স্যাডল খসিয়ে নিয়ে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে ঢোকাল ওরা। এখনো ওখানে আরো গোটা দু-তিনেক ঘোড়া বাঁধার জায়গা আছে দেখে বুঝতে পারল, যারাই রয়েছে কেবিনে, এই অবলা জীবগুলোর ব্যাপারে তাদের তেমন দুখ-দরদ নেই। এরপর রুবিকে নিয়ে কেবিনের উদ্দেশে এগোল রহস্যময় রাইডার। চাপা গলায় ঠোঁটের কোণে বলল, 'আমাকে ড্যানি বলে ডেকো!'

ঠেলে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখে সে, পেছনেই মেয়েটা। ড্যানি জানত আগেই ওদের দেখতে পাবে কেবিনের লোকগুলো, এবং তাদের যদি কোন কুমতলব থাকে একটা কোন ফন্দিও এঁটে রাখবে।

এখন একনজরেই সে বুঝে গেল তার অনুমান ঠিক। 'খাবার হবে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ড্যানি। 'আমরা বৃষ্টিতে ফেঁসে গেছি!'

ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ-দিয়ে-দাঁড়ান বিশালদেহী লোকটা হাসল আকর্ণ। 'খাসা সঙ্গীই পেয়েছ, দেখতেই পাচ্ছি! এসব জায়গায় মেয়েদের সাথে তেমন একটা ফেঁসে যায় না কেউ।'

'বিশেষ করে,' ড্যানি বলল মৃদু কণ্ঠে, 'সেই মেয়ে যদি তার মনিব হয়!'

'মনিব?' তীক্ষ্ণ হল বিশালদেহীর দৃষ্টি। 'কোন মহিলা র‍্যাঞ্চারের কাহিনী আমি শুনিনি তো কখনো।'

'এখন শুনলে।' চারজন লোক রয়েছে কামরায়, দুজনকে তক্ষুণি চিনতে পারে ড্যানি। ওলিন শর্ট আর এলমো শেইনের নাম অজানা নয় পশ্চিমের ল-অফিসারদের। বিশালবপুকে চেনে না সে, বিষণ্ণ চেহারার গালে কাটাদাগঅলা একহারা লোকটিকেও নয়। 'ইনি রুবি রীড, সার্কল জি-র মালিক।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বিশালবপু, চোখ ছোট করে দেখল রুবিকে, তারপর ড্যানির উদ্দেশে ফিরল। 'তোমাকে পরিচিত মনে হচ্ছে না,' বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম জি রাইডারদের সবাইকে আমি চিনি।'

'আমাকে যখন চেন না,' শান্ত গলায় ড্যানি বলে, 'ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় বেশিদিনের নয়।'

ওলিন শর্ট, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যে বেঁটে কিংবা স্থূল কোনটিই নয়, পলক তুলল। 'ম্যাডামের জন্যে কফি,' মৃদু সুরে বলল সে। 'তুমি কাপ নিয়ে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নিতে পার···চাইলে।'

কাপটা নিয়ে বিনা দ্বিধায় দরজায় গিয়ে ওটা ধুয়ে নেয় ড্যানি।

যখন ফিরে এল ভেতরে তার চোখ খুঁজে নিল ওলিনের মুখ। বছর ত্রিশেক হবে বয়স, নীল চোখ, মুখে দাড়ি। এদের কারোকে যদি সামান্যতম বিশ্বাসও করা চলে, ভাবল ড্যানি, সে এই শর্ট।

'জি ক্যাম্প এখান থেকে কতদূরে?' আচমকা প্রশ্ন করে বিষণ্ণ-চেহারা।

ড্যানি তাকাল ওর দিকে। 'ছ-সাত মাইল হবে,' মিথ্যে বলে সে অম্লানবদনে, 'দশের বেশি কিছুতেই নয়।'

'জানে কোথায় আছ তোমরা?'

মাথা ঝাঁকায় ড্যানি। 'আলবত। একাই বেরিয়েছিলেন মিস রীড। ঝড় আসছে দেখে আমাকে পাঠাল ওরা। আমি বলে এসেছি যদি ফিরতে না পারি, আমরা এখানে আশ্রয় নেব।'

'এই ঝুপড়ির খবর তুমি জান কীভাবে?' এবার মুখ খুলল বিশাল-বপু, সহসা কঠিন হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর।

জবাব দেবার আগে ড্যানি তার কাপটা ভরে নিল। 'গত শীতে হপ্তাখানেকের জন্যে আমি থেমেছিলাম এখানে,' বলল সে। 'নিউ মেক্সিকোতে ঘোড়া চালানের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম কয়েক-জনকে।'

'ঘোড়া চালান? নিউ মেক্সিকোয়?' খ্যাকখ্যাক হাসল শেইন। 'আমি জানতাম ওটা বিলি দ্য কিডের একচেটিয়া কারবার।'

'বিলির আউটফিটই ছিল সেটা।' মৃদু সুরে জবাব দিল ড্যানি, অন্যদের চেহারায় আকস্মিক বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে দেখেও না-দেখার ভান করল। আবার যখন মুখ খুলল ওরা, সমীহের সুরে।

'বিলির দল···না? কে কে ছিল সঙ্গে?'

'জেস ইভান্স, হেনরি ব্রাউন, এবং আরো ছজন ভবঘুরে। ঘোড়া ওরাই জড় করেছিল, আমি যাচ্ছিলাম কাইমারনের পথে, কিন্তু পরে ওদের সাথে যোগ দিয়ে রুইডোসোয় চলে যাই।'

সম্ভবত এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয় লোকগুলো, কেননা এরপর আর কেউ কিছু জানতে চায় না। রুবি তার কফিতে চুমুক দেয় ধীরে ধীরে, কামরার উষ্ণতা উপভোগ করে। পশ্চিম টেক্সাসের হালহকিকৎ সে ভালই জানে, তাই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওরা কঠিন বিপজ্জনক চরিত্রের লোক। এক কথায় আউট-ল। এবং তার সঙ্গীও সম্ভবত এ-ধরনেরই মানুষ। বিলি দ্য কিডের কথা ও শুনেছে, সুকণ্ঠের অধিকারী বছর আঠারোর সে-ছোকরা ইতিমধ্যেই ভয়ঙ্কর নাম কিনেছে পিস্তলে। এবং ওর বন্ধু জেস ইভান্সের।

কাপ নিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়েছিল ড্যানি। মেঝেয় ওটা নামিয়ে রেখে, দক্ষহাতে একটা সিগারেট বানিয়ে নেয় সে।

'কী ঘটবে,' আচমকা প্রশ্ন করে বিষণ্ণচেহারা, 'সকালে মেয়েটাকে নিয়ে তুমি যদি ফিরে না যাও?'

'কী আবার, টেক্সাসের দুর্ধর্ষতম আটদশজন রাইডার খুঁজতে আসবে এই দিকে,' শান্ত কণ্ঠে জানায় ড্যানি। পরক্ষণে উঁচু হয় ওর চোখ, ওগুলো তখন জ্বলছিল ধক্‌ধক্ করে। শান্তভাব মিলিয়ে গেছে দৃষ্টি থেকে, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং কাটাকাটা। 'খামোকা দুশ্চিন্তা কর না···সকালে আমরা ঠিকই ফিরে যাব ক্যাম্পে। কেউ,' এবার গলা আরো খাদে নেমে যায় ওর, 'কোনকিছুই আটকাতে পারবে না আমাদের।'

কাঠের বাংকে শুয়েছিল শেইন. উঠে চোখ পাকাল ওর দিকে। 'তমি খুব বড় বড় কথা বলছ, ভবঘুরে। নাম কী তোমার? তুমিই

কিড নও তো?' বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে।

হঠাৎ, ফিক্ করে হাসল ড্যানি। 'আমি ধরে নিচ্ছি এর আগেও তোমরা এসেছ এখানে,' ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় বলল সে। 'যদি তাই হয়, আমাকে তোমাদের মনে থাকা উচিত। শোন, লিংকন আর রুই-ডোসোতে ঘোড়া পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে এসেছিলাম এ-পথে··· এবং কিছু স্মৃতি রেখে যাবার সুযোগও পেয়েছিলাম।'

জাদুবলে যেন অবজ্ঞার ভাব দূর হয়ে গেল এলমো শেইয়েনের মুখ থেকে। ফায়ারপ্লেসের-কাছে দাঁড়ান-বিশালবপুর দিকে চকিতে শঙ্কিত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল সে। কে জানে কেন, ওই মন্তব্যে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় লোকগুলোর মাঝে। রুবি অনুভব করে ওদের মধ্যে একমাত্র শর্টই আমোদ পাচ্ছে।

কথাবার্তা ফের বন্ধ হয়ে যায় ঘরে, ড্যানি ওর কফি শেষ করে আবার ভরে নেয় নিজেদের কাপ দুটো। 'শেইন,' আচমকা বলে ওঠে সে, 'ভদ্রমহিলার কফি খাওয়া হয়ে গেলে তুমি ওঁকে বাংকটা ছেড়ে দাও না কেন? উনি খুব ক্লান্ত।'

নিজের নাম শুনে চমকে ওঠে শেইন। প্রায় মিনিটখানেক কোন কথা জোগায় না তার মুখে, তারপর সে মাথা ঝাঁকায় ওপরে-নিচে। 'বেশ।'

সুখটান দিয়ে সিগারেটের গোড়াটা নিভিয়ে ফেলল ড্যানি। যে-মতলবই ওরা ভেজে থাকুক, ওর কথায় সেটা ভেস্তে গেছে, কিংবা সাফল্যের ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে মনে। এখন হয় ওরা তার পরিচয় জেনে গেছে, নয়ত অনুমান করছে সে উঁচুদরের কেউ হবে যাকে হেলাফেলা করা চলে না। যতক্ষণ না কোন অজুহাতে ওদের দু-একজন বাইরে যাচ্ছে দুশ্চিন্তার বিশেষ কিছু নেই ওর। তবে যখন

ফিরে আসবে আবার, অত্যন্ত হুঁশিয়ার থাকতে হবে তাকে।

শোবার আদৌ ইচ্ছে না থাকলেও, রুবি সহসা আবিষ্কার করে সে এতই অবসন্ন যে বাংকে গা ঠেকিয়েই ঢুলতে শুরু করেছে। ওর গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে বাংকের পায়ের কাছে জোড়াসনে বসে পড়ে ড্যানি, পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে।

মন্থর একটা ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। বিষণ্ণ চেহারার লোকটা উঠে বিড়বিড় করে জ্বালানির কথা কী যেন বলে বেরিয়ে যায় বাইরে। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঘুমায় শেইন। বিশালবপু কাঠ আনতে পিছু নেয় বিষণ্ণ-চেহারার, আর ওলিন শর্ট আগুনে শেষ কুটোটা নিক্ষেপ করে সরে আসে ড্যানির কাছে, ফিসফিস করে বলে, 'সাবধানে থেক্। বিশালবপুটার নাম ক্যাসেলম্যান। তবে খোদ শয়তান ওই যেটা আগে গেল···পাপাগো ব্রাউন।'

'তুমি কোন্ পক্ষে?'

শক্ত হয়ে যায় শর্টের চোয়াল। 'আমি বেঁচে থাকতে কোন মেয়েকে বেইজ্জত হতে দেব না। বিশেষ করে রীডের মেয়েকে তো নয়ই।'

'গুড।'

খুলে গেল দরজা, দুই আউট-ল ভেতরে এসে ধপ করে আগুনের পাশে নামিয়ে রাখল লাকড়ির বোঝা। মেয়েটার দিকে তাকাল ক্যাসেলম্যান। 'খাসা মাল।'

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ায় ড্যানি, ঠোঁটের কোণে নতুন সিগারেট। 'ওর থেকে দূরে থাক,' বলল সে।

ক্যাসেলম্যানের বিরাট মাথাটা পেছনে ঘুরে গেল কাঁধের ওপর দিয়ে। খিকখিক হাসল সে, অবজ্ঞার হাসি। 'তুমি বাধা দেবে

আমাকে ?'

পাপাগো তখনো দরজায়। আলতো মাথা ঝাঁকায় ড্যানি, 'অবশ্যই, ক্যাসেলম্যান। ধরার চেষ্টা করেই দেখ ওকে, আমি খুন করবো তোমাকে। তোমার পেটে গুলি করবঁ, ক্যাসেলম্যান। আমার মিস্ হয় না।

'আর পাপাগো যদি,' শান্ত কণ্ঠে যোগ করে ও, 'পিস্তলের বাঁট থেকে হাত না সরায়, ওকেও নিকেশ করবো—এখুনি।'

ক্যাসেলম্যান হাসল সশব্দে, আর ব্রাউন ড্যানির দিকে চেয়ে রইল স্মিত মুখে। 'তিন কঙ্কালের ব্যাপারে তোমার ওই গপ্পে আমরা ভুলিনি, দোস্ত,' বলল পাপাগো। 'আমরা এটাকে ধাপ্পা বলেই ধরে নিচ্ছি।'

'বেশ,' বলল ড্যানি, 'কিন্তু রেগ্যান মিস্ করে এরকম কথা কখনো শুনেছ তোমরা ?'

'রেগ্যান ?'

নামটা কানে যেতেই, সহসা জেগে যায় রুবি রীড, চোখ বিস্ফারিত হয়। কে বলল কথাটা ? কাকে ? পাপাগো ব্রাউনের মুখ ছাই, ক্যাসেলম্যান ধীর পায়ে সরে গেল আগুনের কাছ থেকে।

'হতেই পারে না !' জেগে গিয়েছিল শেইন। 'আমরা শুনেছিলাম···'

'চুপ করে থাক !' ওর উদ্দেশে ফুঁসে উঠল ক্যাসেলম্যান।

'আমি জানি তোমরা কী শুনেছ,' মৃদু স্বরে বলল ড্যানি, 'তোমরা শুনেছিলে এই যাত্রায় আমি ওদে সঙ্গে থাকব না। তোমাদের সাথে বেঈমানি করা হতে পারে একবারও ভেবে দেখেছ সেটা ? কিংবা নিজের চামড়া বাঁচাতে তোমাদের বন্ধু আগেভাগেই হুঁশিয়ার করে দিতে পারে সার্কল জি-কে ?'

কথা জোগাল না কারো মুখে, খানিক বাদে গোটা দুই লাকড়ি তুলে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করল ক্যাসেলম্যান। শেইন পালা করে ওর আর পাপাগো ব্রাউনের দিকে তাকাল। 'আমি ঘুমোতে যাচ্ছি,' বলল সে, তারপর অর্থপূর্ণ সুরে যোগ করল, 'সত্যি সত্যি।'

'আমার মনে হয়,' মৃদু স্বরে বলল শর্ট, 'সেই ভাল। আমাদের সবার জন্যেই।'

মিনিট কয়েক কেউ কিছু বলল না আর, রুবি শ্বাসহীন শুয়ে, কামরার উত্তেজনা অনুভব করে। পট্‌পট্ করে উঠল আগুন, কুটো পড়ল একটা, স্ফুলিঙ্গ ছড়াল কিছু। তুচ্ছ একটা ভুলের কারণেই এখন নরক ভেঙে পড়তে পারে এই ঘরে যা থেকে হয়ত ওদের কেউই বেরোতে পারবে না প্রাণ নিয়ে। ব্রাউন আর ক্যাসেলম্যান উভয়েই জানে সেটা, কেননা গোলাগুলি যা কিছু হবে তা পয়েন্ট-ব্ল্যাংক।

ধপ করে বসে পায়ের বুট খসাতে শুরু করল ক্যাসেলম্যান। 'আমার বিশ্বাস,' বলল সে, 'বিশ্রামটাই এখন সবচেয়ে জরুরি।'

সে-রাতে দুবার হালকা তন্দ্রামত এল ড্যানির, কিন্তু ছায়ায় বসে-ছিল সে, কেউই বুঝতে পারলো না ও ঘুমিয়ে, নাকি কপালের ওপর টেনে-দেয়া হ্যাটের কানার নিচে চোখজোড়া সতর্ক।

সবে ফিকে হয়েছে পুবাকাশ যখন ড্যানি স্পর্শ করল রুবির বুট। অশরীরীর মত বাংকের পাশে চলে এল সে। 'এস!' বলল ফিসফিস করে, এবং রুবি ওকে অনুসরণ করল।

অপরিসর কামরার গুমট পরিবেশের পর ভোরের সতেজ হাওয়া সঞ্জীবনীর কাজ করে রুবির ফুসফুসে। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, পুব সীমান্তে আগুন নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ। ঝটপট

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ট্রেইল ধরল ওরা।

ড্যানির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল রুবি। শেষমেষ একসময় জিজ্ঞেস করে, 'কাল রাতে কি রেগ্যানের কথা বলছিল কেউ? মনে হল নামটা যেন শুনলাম।'

'হতে পারে,' জবাব দিল ড্যানি, ওর মুখে উদিত সূর্যের ঝলক। 'নামটা আমি শুনেছি, এবং,' স্মিত হাসল সে, 'সম্ভবত ওরাও।'

ট্রেইলে খটাখট্ ঘোড়ার খুরের আওয়াজে সাবধান হয়ে গেল ওরা, চোখ তুলে দেখল কিলকেনি আর লারেডো লী এগিয়ে আসছে। রুবি একা নয়, লক্ষ্য করে থমকে দাঁড়াল ওরা, কেন যেন রুবির মনে হয় পেছন থেকে ড্যানি কোন ইশারা করল।

'তুমি ঠিক আছ?' জানতে চাইল কিলকেনি। 'আমরা খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।'

'আছি,' বলল রুবি। 'এ হচ্ছে ড্যানি। সার্কল জি-কে ও জানে।'

'হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে,' বলল কিলকেনি। 'লারেডো, তুমি বস্‌কে নিয়ে এগোও। আমি ড্যানির সাথে কিছু জরুরি কথা সেরে আসছি।'

ওরা যখন দূরে চলে গেল অনেকটা, ঘুরে ড্যানির মুখোমুখি হয় কিলকেনি। 'ব্যাটা খচ্চর। কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? জান না, তোমাকে আমাদের ভীষণ দরকার?'

'তুমি ভাবতেও পারবে না কতটা,' বলে রাতের ঘটনা সংক্ষেপে জানাল ড্যানি। 'ওদের আগে আরো লোক গিয়েছিল ওখানে। আমরা যখন যাই সাত-আটটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পেয়েছি আমি।'

'তোমার পরিচয় জানে বস্?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল ড্যানি। 'বোধহয় না। গত রাতে আমার প্রসঙ্গ উঠেছিল, তবে আমার মনে হয় না ও কিছু আঁচ করতে

পেরেছে। অবশ্য কিছু আসে-যায় না এতে। ক্যারি আমাকে চিনবে।'

'নাও পারে। অনেক বদলে গেছ তুমি, রেগ্যান। মাঝে বহুদিন ও তোমাকে দেখেনি। পুবে ছিল। তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, লম্বাও হয়েছ বেশ। তাছাড়া···চেহারায় পরিবর্তন এসেছে একটা। মনে হয় না চিনতে পারবে।'

গরুর পালের দেখা পেয়ে চড়াইয়ের মাথায় রাশ টানে ওরা, তাকায় ওগুলোর দিকে। 'আচ্ছা, ক্যারি জানে ওই ঘাসপানির খবর?' প্রশ্ন করে কিলকেনি।

'জানে। দিন দুয়েক আগে গিয়েছিল ওখানে। আরো আগেই তোমরা আমার চোখে পড়েছ, কিন্তু ভুল ট্রেইল ধরেছ দেখে সন্দেহ হল, তাই পিছু নিয়েছিলাম দূর থেকে। তারপর যখন দেখলাম বুড়ো মালিক নেই তোমাদের সঙ্গে, মেয়ে রয়েছে একটা, তখন অপেক্ষায় রইলাম—ব্যাপার বোঝার জন্যে।'

'তাহলে গরুগুলো ছিনতাই করাই ওর মতলব?'

'না···সস্তায় কিনতে চায়। প্রথমে মেয়েটার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবে সে লোকসানের, তারপর কেনার প্রস্তাব দেবে। বাধ্য না হলে ছিনতাই করবে না। তবে কেনার পর টাকা মেরে দেবার পাঁয়তারা করা বিচিত্র নয়। গরুগুলোকে কাহিল করার মতলবে ইচ্ছে করেই এই রাস্তা ধরেছে ব্যাটা।'

সোনা রোদে এগিয়ে চলল গরুর পাল, বিল ক্যারির কাছ থেকে সর্বক্ষণ দূরে সরে রইল রেগ্যান। কিলকেনি রুবির কাছাকাছি ছিল, সুযোগ বুঝে এগিয়ে গিয়ে সাবধান করে দিল, সে যেন নবাগত রাইডার সম্পর্কে কিছু না জানায় ক্যারিকে। ঝট করে ওর পানে তাকাল রুবি, অসন্তোষের ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করল। তারপর চলে গেল

সামনে।

তবে, ভেতরে ভেতরে ঠিকই দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে থাকে ও। কেবিনে কী করছিল ওই রহস্যময় লোকগুলো? এতদিন যা শুনে এসেছে সে তা কি সত্য নয়? এসব অঞ্চলে ঝাড়া হাতেপায়ে অকারণে যারা ঘুরঘুর করে তারা সন্দেহজনক চরিত্রের লোক। বিশেষত ওই দলটা তো বটেই! বিলক্ষণ বোঝে সে, শুধুমাত্র ড্যানির উপস্থিতিই তার সর্বনাশ ঠেকিয়েছে। জানে কেবিনের লোকগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত কোন বোঝাপড়া হয়েছিল ওর। কোনরকম আঁতাত নেই তো ওদের মধ্যে? লোকটাকে রুবির দলে ভিড়বার সুযোগ করে দেবার জন্যে গোটা ব্যাপারটাই সাজান নয়ত?

মাঝারি কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ওর কাছে এল ক্যারি, তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। 'তুমি ঠিক আছ তো? আমি অন্যদিকে খুঁজছিলাম, মাত্র ফিরেছি। সবাই খুব চিন্তায় ছিলাম আমরা।'

'আমার কিছু হয়নি। আচ্ছা, বল তো,' আচমকা জিজ্ঞেস করে রুবি, 'আমরা এই পথে যাচ্ছি কেন? পশ্চিমের ওই উপত্যকায় গেলে কী অসুবিধে? ঘাস আছে ওখানে।'

বিস্মিত হবার ভান করে ক্যারি। 'ঘাস? সত্যি? আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না! শেষ যেবার এদিকে এসেছিলাম ধুলোর ক্যানিয়ন হয়ে ছিল জায়গাটা।' একটু থামে সে, তারপর বলে, 'ঘাস যদি থাকে, আমরা ওখানেই যাব। গরুর পাল ঘুরিয়ে নিচ্ছি আমি।'

'থাম।' ইতস্তত করল রুবি, তারপর ঝেড়ে ফেলল সমস্ত সন্দেহ! 'বিল, আমাদের দলে একজন নতুন রাইডার এসেছে।'

'কী?' থমকে দাঁড়ায় ক্যারি, চোয়াল শক্ত। 'কোথায় পেয়েছ

ওকে ?'

'কাল রাতে পরিচয় হয়েছে। আমরা যে-কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে আরো কজন লোক ছিল। ওদের সে চেনে মনে হল। একজনের নাম ক্যাসেলম্যান, আর অন্যজন পাপাগো ব্রাউন।'

'এই লোক চেনে ওদের ?' নিশ্চিন্ত দেখাল ক্যারিকে, সন্দিগ্ধ মনে ওর হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল রুবি। 'তাহলে কাজের লোকই হবে সম্ভবত। ঠিক আছে, আমি পরে ওর সঙ্গে কথা বলবখন। বাড়তি সাহায্য পেলে আমাদের সুবিধেই হবে।'

মেঘ কাটে না, আনত হয়, ক্রমশ স্ফীত আর অশুভ রূপ ধারণ করে। তবু শীতল হয় না আবহাওয়া, বরং আরো ভ্যাপসা গরম পড়ে। আবার চড়াইয়ের মাথায় অবস্থান নেয় রুবি ; তবে হুড়মুড়িয়ে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গরুবাছুরের প্রথম দলটা যখন ছুটে গেল ঝরনা অভিমুখে প্রশান্ত হয়ে উঠল ওর মন। ঝরনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, প্রায় পৌনে মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে পানি খেল কিছুক্ষণ, তারপর সবুজ ঘাস খেতে উঠে এল ডাঙায়।

ঘোড়া হাঁকিয়ে রুবির পাশাপাশি হল কিলকেনি। 'এখানেই ক্যাম্প করছ না কেন ?' বলল সে। 'একটু ধাতস্থ হবার সুযোগ পাক বেচারারা, কাল আবার সহজভাবে এগোবে।'

পিছিয়ে চাক ওয়াগনের দিকে এগোয় রুবি, দেখে লারেডো লী ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে, বাবুর্চির কফি বানান লক্ষ্য করছে। লারেডো তাকায় ওর দিকে। রোদে-পোড়া কৃশ চেহারা তার, চোখ দুটো গভীর নীল। তিন বছর হল সার্কল জি-তে রয়েছে ও, গত ড্রাইভে রুবির বাবার সঙ্গে ছিল।

'শুনলাম তুমি ক্যারিকে ফোরম্যান করবে বলে ভাবছ,' আড়চোখে

ওর দিকে তাকিয়ে বলল লী। 'যদি কর, নতুন কারোকে দেখে নিয়ো আমার জায়গায়।'

'তুমি চলে গেলে আমি দুঃখ পাব, লারেডো,' আন্তরিক স্বরে বলল রুবি। তারপর জানতে চাইল, 'ঠিক আছে, তুমিই বল না কাকে তোমার পছন্দ ফোরম্যান পদে?'

একগাল হাসল লী। 'কেন, ওই নতুন রাইডারকে। মানে আমি ড্যানির কথা বলছি। সবাই ওকে পছন্দ করে।'

'না না! অসম্ভব।' বাবুর্চির হাত থেকে কফি কাপ নিল রুবি, দেখল বিল আসছে সেদিকেই। ওর চেহারা গম্ভীর, স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমে, হনহন করে এগিয়ে এল সে রুবির কাছে।

'দেখ,' বলল বিল, 'ঘাস-পানি পেয়ে উপকার হয়েছে ঠিক, কিন্তু আমি জানি খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ডজ এখনো বহুদূরে, সামনে রাস্তা আরো খারাপ। পদে পদে বিপদ। এই ড্রাইভের আর কোন অর্থ হয় না। আমি তোমার গরুগুলো কিনতে চাই।'

'তুমি?' চমকে ওঠে রুবি। 'কেন?' ক্যারির দিকে তাকায় সে, চোখে রাজ্যের বিস্ময়। 'দাম কী দেবে?'

'মাথাপিছু চার ডলার। এখুনি মিটিয়ে দেব পাওনাগণ্ডা। নগদে।'

'চার ডলার?' মাথা নাড়ায় রুবি। 'অসম্ভব! ডজে অন্তত পাঁচ গুণ বেশি পাব।'

'যদি মোটা-তাজা হত এবং গরুগুলো যদি পৌঁছুত ওখানে। কিন্তু তোমাকে যদি তিন-চারশ গরু হারাতে হয় তখন?'

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে লারেডো লী, উৎসুক চোখে দেখে রুবিকে। মুখ খুলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এটুকু বোঝার বুদ্ধি আছে তার যে এখন উপযুক্ত সময় নয়। রুবি রীডের সমস্যা এটা। এক মুহূর্ত বাদে কফি

কাপের আড়ালে হাসি চাপল সে।

'না, বিল,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় রুবি, 'আমি হাল ছাড়ব না। ওই গরুবাছুরগুলো ডজে যাত্রা করেছে, ডজেই যাবে। আমার বাবা কোনদিন মাঝপথে ট্রেইল ড্রাইভ বন্ধ করেননি—আমিও করব না।'

শক্ত হয়ে গেল ক্যারির মুখ, অসহিষ্ণুতা বাড়ল। 'রুবি, তুমি জান না তুমি কিসের ভেতর পা বাড়াচ্ছ! এখনো সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় ঢুকিইনি আমরা! সামনে কিওয়া আর কোম্যাঞ্চিরা আছে, রাসলারদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'বস্,' এবার মৃদু সুরে কথা বলে ওঠে লী, 'মিস্টার ক্যারি এর আগে কখনো আমাদের সাথে ট্রেইলে বেরোননি। উনি জানেন না আমরা কী ধরনের মানুষ।' বিলের দিকে তাকাবার সময় নীল চোখজোড়া এখন অকারণে কোমল হয়ে আসে। 'সার্কল জি,' ব্যাখ্যা করে সে, 'ব্যাপারটাকে আনন্দের মনে করে। ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে আমাদের কোনদিনই আপত্তি নেই। আর গরুচোরদের কথা বলছ, ওদের আমরা বেমালুম হজম করে ফেলতে পারি। বুড়ো মালিক,' সমীহের সুরে যোগ করে ও, 'লড়াই জিনিসটা পছন্দ করতেন। গেল দু-দুটো ড্রাইভে এসব দায়িত্ব তিনি রেগ্যানের কাঁধেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু,' খেঁকিয়ে ওঠে ক্যারি, 'রেগ্যান এখন নেই এখানে! আর যদি থাকতও,' এত কুৎসিতভাবে সে বিদ্বেষ প্রকাশ করে যে হতবাক হয়ে যায় রুবি, 'কিস্যু করতে পারত না!'

'হতে পারে,' বলে উঠল নতুন একটা কণ্ঠস্বর, 'তোমার ধারণাই ঠিক। আবার, তা নাও হতে পারে।'

ঘুরে দাঁড়ায় সবাই। কিলকেনি এসে পড়েছে, এবং আরো জনা-কয়েক, তবে কথা বলেছিল ড্যানি রেগ্যন। ওয়াগনের অদূরে এক-ফালি খোলা জমির মধ্যখানে একা দাঁড়িয়ে সে ; দীর্ঘদেহী যুবক, কোমরের কাছে সরু এবং কাঁধে চওড়া। দুই পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক, একটা হাঁটু ঈষৎ বাঁকান। হাত দুটো সিগারেট বানাতে ব্যস্ত।

কটমট করে চেয়ে থাকে বিল ক্যারি। ধীরে ধীরে, সন্দেহ হতাশা আর অনিশ্চয়তার রঙ ধরে তার চেহারায়। 'কে তুমি?' খেঁকিয়ে ওঠে সে।

'কেন, আমাকে তো তোমার চেনা উচিত, বিল,' মৃদু সুরে বলে রেগ্যন, 'নাচের আসরে একবার তোমাকে ধোলাই দিয়েছিলাম। তুমি পুবে যাবার আগের ঘটনা সেটা। তখন তুমি ক্যাসেলম্যানের মোসাহেবি করতে, তাই ভেবেছিলে নিজেও কম যাও না কোন অংশে। তোমার মনে থাকার কথা, ওই বিশ্বাস তোমার কোনই উপকারে আসেনি।'

টান পড়ল ক্যারির ঠোঁটে, চোখে শীতলতা ঘনাল। 'অ, তাহলে ফিরে এসেছ তুমি? কিন্তু এখন এখানে আমিই বস্। সুতরাং জি-তে কাজ করার অর্থ আমার অধীনে কাজ করা।'

'না,' শান্ত কণ্ঠ রেগ্যনের, 'আমার মনিব মিস রীড। উনিই সার্কল জি, ক্যারি। এবং যেভাবে সামলালেন তোমাকে, বুঝতে পারছি ওঁর সঙ্গে কাজ করা যায়। বুড়ো মালিক,' বলল সে, 'খাঁটি জিনিসেরই জন্ম দিয়েছেন। আমি ওঁর অধীনে কাজ করব, ক্যারি। তোমার নয়।'

'একদম আমার মনের কথা,' ফোঁড়ন কাটে লারেডো লী।

'আমারও,' সুর মেলায় কিলকেনি।

ক্রোধে জ্বলে ওঠে বিল ক্যারির চোখ। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সে। 'বেশ, বেশ! আমিও চাইছিলাম তোমাদের তাড়াতে! লোক ঠিক করাই আছে আমার, সন্ধ্যের মধ্যেই নিয়ে আসব তাদের। তোমরা তোমাদের মালসামান গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে পার।'

'না।'

স্পষ্ট, কর্তৃত্বের সুরে এবার হাল ধরে রুবি রীড। সবগুলো চোখ ঘুরে যায় তার দিকে। 'কিলকেনি সেদিন খুব দামি কথা বলেছে আমাকে। ও বলেছিল কর্মচারিরাই একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ, যাদের ঘামে-রক্তে গড়ে ওঠে সবকিছু। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের বিরাট স্বার্থ জড়িত থাকে, মালিকানার চেয়েও যেটা অনেক বড় কিছু। কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।

'বিল, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। তোমাকে ফোরম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই তুমি থাক আমাদের সঙ্গে, তবে ফোরম্যানের দায়িত্বে নয়। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এবং সেটা মেনেও চলব।' ঘাড় ফেরায় রুবি। 'কিলকেনি, তুমি দায়িত্ব বুঝে নাও। ড্রাইভের বাকি অংশটুকু তুমিই কাজ চালাবে ফোরম্যানের।'

'তা কী করে···?' প্রতিবাদ করতে নেয় কিলকেনি, কিন্তু রেগ্যন থামিয়ে দিল ওকে।

'রাজি হয়ে যাও,' সংক্ষেপে বলে সে। 'চল, এগোই।'

'বেশ,' বলে হাত ইশারা করে কিলকেনি, 'ওয়াগনটাকে ওই পাহাড়ি খাঁজের ভেতর নিয়ে যাও। আজ এখানেই বিশ্রাম নেব আমরা। ট্রেইল ধরব কাল সকালে।'

পাঁই করে ঘুরেই গটগট করে চলে গেল বিল ক্যারি। ওর পিছু নিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মত বদলে রুবি ওয়াগনের কাছে ফিরে

এল। রেগ্যনের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। 'আমাকে তোমার পরিচয় দাওনি কেন?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'তোমার কথা আমি শুনেছি।'

'কী বলতাম?' কাঁধ ঝাঁকায় রেগ্যন। 'যাইহোক, ফিরে তো এসেছিই আবার এবং জি-তেই কাজ করছি।' পরিহাসতরল দৃষ্টিতে ও তাকায় রুবির দিকে। 'নাকি?'

'কিলকেনিকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে,' সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে ওঠে রুবি। 'লোক রাখার দায়িত্ব ওর!'

সারাদিন আর ক্যারির দেখা পায় না রুবি, যদিও অনুভব করে কাছেপিঠেই আছে সে। যখন কোন কাজ থাকে না সবাই বিশ্রাম নেয়, কিন্তু ড্যানি রেগ্যন এর ব্যতিক্রম। পিস্তল দুটো সযত্নে সাফ করে সে, তারপর রাইফেল। এরপর হাত লাগায় কাঠের একটা বালতি মেরামতে যেটা ভেঙে গিয়েছিল গতদিন, এবং দড়ির ফাঁস তৈরি করে। বার কয়েক ঘোড়ায় চেপে ক্যানিয়নের মাথায় ওঠে সে, ওখান থেকে জরিপ করে চারপাশের এলাকা। সন্ধ্যার মুখে রুবির কাছে আসে কিলকেনি। 'তোমার কী ধারণা, রন? আমরা সফল হব?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে কিলকেনি, তারপর মাথা ঝাঁকায় ধীরে ধীরে। 'তোমার প্রত্যাশা বাড়াতে চাইছি না, তবে আমার বিশ্বাস হব। এই ঘাসে হয়ত কুলোবে না, তবু একটা চেষ্টা নেব আমরা, যদিও বৃষ্টি হলে আমাদের উঁচু জায়গায় সরে যেতে হবে। এরকম ঘাস যদি আরো থাকে, আমরা উৎরে যাব। তবে কাহিল হয়ে পড়বে জানোয়ারগুলো, তুমি বেশি লাভ করতে পারবে না।'

ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসে রেগ্যান, কাছে এসে টুপিটা সরায় মাথা থেকে। 'ম্যাম,' বলে সে, 'তোমাদের আলাপ আমি শুনে ফেলেছি। তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার একটা পরামর্শ আছে।'

'আমার ধারণা,' ঔদার্যের সুরে বলে রুবি, 'সুপরামর্শ নিতে আমি কখনোই আপত্তি করি না। হ্যাঁ, বল—তুমি কী বলবে?'

'গরুগুলো আদপেই না বেচলে কেমন হয়!' শান্ত কণ্ঠে বলে রেগ্যান। 'ধরে রাখ আপাতত। ডজে তুমি একদম শেষ মরশুমে যাচ্ছ; এখন দাম পড়তির দিকে হবে, তার ওপর গরুগুলোর অবস্থাও ভাল না। আমি বলি কি, আগামী বসন্তের আগে পর্যন্ত নেব্রাস্কার ঘাসে রেখে দাও ওদের, তারপর তরতাজা করে বাজারে নিয়ে যেয়ো।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ায় রুবি রীড। 'তোমার পরামর্শটা ভাল,' স্বীকার করে সে, 'কিন্তু আমার জন্যে সম্ভবপর নয়। গরু বেচতে না পারলে আমি তোমাদের কারো বেতন দিতে পারব না। তাছাড়া র‍্যাঞ্চের বন্ধক ছাড়াতে হবে।'

'কোন চিন্তা কর না,' মৃদু হাসে রেগ্যান। 'ডজে আমি এক লোককে জানি, ভাল দাঁও চিনতে কখনো তার ভুল হয় না। গরু বন্ধক রেখে ওর কাছ থেকে তুমি টাকা নিতে পারবে। এভাবে কিন্তু সমস্যাটার সমাধান করা যায়। বিশ্বাস কর, ভাল অবস্থায় নিয়ে গেলেও এখন যা পেতে, বসন্তে প্রথম বাজার ধরতে পারলে অন্তত তার দ্বিগুণ মুনাফা হবে তোমার। তাছাড়া,' একটু থেমে যোগ করে ও, 'বাড়তি লাভ হিসেবে বাছুরও পাবে কিছু।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' মৃদু সুরে বলে বিল ক্যারি। সবার অলক্ষ্যে এসে পড়েছে সে। 'বলতে কি, আমারও পরিকল্পনা ছিল এটাই···আর

এখনো তা-ই করব।'

চারজন লোক দাঁড়িয়ে ওর পেছনে, চারজনই রাইফেলধারী। আরো দুজন রয়েছে ওয়াগনের কাছে, গরুবাছুরের দিকে মুখ করে। সম্ভাব্য হানাদার ঘোড়সওয়ারদের আগমন রুখতে সার্কল জি-র রাইডাররা যখন পাহারা দিচ্ছে বাইরে, সেই অবসরে ওরা ইণ্ডিয়ান কায়দায় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে হাজির হয়েছে এসে।

রাইফেলগুলোর ওপর নজর বোলায় রেগ্যান, তারপর রাইফেলধারীদের দিকে তাকায়। 'তোমার দেখছি মরার শখ হয়েছে, বিল। যাও, এখনো সময় আছে, এদের নিয়ে কেটে পড় শিগগির।'

মুচকি হাসে ক্যারি। 'খেপেছ! তোমাদের গরু না নিয়েই! আমাদের হাঁকডাক যখন শুনবে, ছুটে আসবে তোমার রাইডাররা। এবং টেরও পাবে না কী ঘটেছিল!'

'মানে,' হালকা সুরে বলে রেগ্যান, 'এরকম?' বিদ্যুৎবেগে ওর দুই হাত ছুটে গেল কোমরের পিস্তল দুটোর দিকে, এবং মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল প্রতিটা লোক। তারপর সবাই একযোগে, রুবি ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে আর ক্যারি, কিলকেনি, এবং লী পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরল।

বস্তুত রেগ্যানের তড়িৎ সিদ্ধান্তই ফয়সালা করে দিল সমস্যার। ওর প্রথম দুটো গুলি নিকেশ করল ক্যাসেলম্যানকে, তৃতীয়টায় ধরাশায়ী হল শেইন। 'শর্ট, হাতিয়ার ফেলে দাও!' আদেশ করেই পাপাগো ব্রাউনের উদ্দেশে জোড়া পিস্তলের গুলিবর্ষণ করল রেগ্যান।

তারপর, শুরু হয়েছিল যেভাবে, আচমকা থেমে গেল গোলাগুলির আওয়াজ, কবরের স্তব্ধতা নেমে এল জি ক্যাম্পে, এবং অদূরে কোথাও ঘনায়মান অন্ধকারে অর্থপূর্ণ সুরে ডেকে উঠল একটা কোয়েল।

পোড়া বারুদের কটু গন্ধ সদ্য-জ্বালান ক্যাম্পফায়ারের লাকড়ির ধোঁয়ার মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

চোখ নামিয়ে বিল ক্যারির দিকে তাকাল ড্যানি রেগ্যন। কিলকেনি আর লীর ক্রসফায়ারে পড়ে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর শরীর, একটার বেশি গুলি ছোড়ার সুযোগই পায়নি সে।

রুবি, শুয়ে উপুড় হয়ে, রাইফেল তাক করে আছে ওয়াগনের-কাছে-দাঁড়ান হতচকিত লোক দুটোর দিকে। বাবুর্চির হাতেও রাইফেল শোভা পাচ্ছে একটা।

মৃদু খিস্তি করে কিলকেনি। 'একটা হুঁশিয়ারি অন্তত দেয়া উচিত ছিল তোমার, রেগ্যন,' অভিযোগ করে সে। 'ভীষণ আচমকা হয়ে গেছে ব্যাপারটা। আমরা সবাই মারা পড়তে পারতাম!'

'নাহ্,' একগাল হাসে রেগ্যন, 'আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম ওদের একটা রাইফেলও কক্ করা নেই। বিশ্বাস ছিল ওরা লেভার টেনে নিশানা করতে পারার আগেই বেশ কটা গুলি ছুড়তে পারব আমি।'

'তা না হয় মানলাম,' বলে লারেডো, 'কিন্তু ক্যারি? সে কী করবে ভেবেছিলে?'

'যা করছে এখন,' জবাব দেয় রেগ্যন। 'শোন, আমি আগেও পথ চলেছি তোমাদের সঙ্গে। কাজেই আমার জানাই ছিল কী ঘটবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওলিন শর্টের দিকে তাকায় ও। 'তুমি,' রেগ্যন বলে, 'সেদিন রাতে কেবিনে মিস রীডকে সাহায্য করতে আমার পক্ষ নিয়েছিলে। তোমাকে আমি মেরে ফেলতে চাই না। তোমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাও। আর যারা আছে তাদেরকেও নিয়ে যাবে। দেখ,

ফের যেন কেউ এদিকে আসতে না পারে। আর, শর্ট, তোমার মনটা কোমল, আউট-ল হিসেবে বেমানান। আবার যদি কখনো টেক্সাসে আস, আমাদের র‍্যাঞ্চে থেমো।'

শর্ট যখন চলে গেল, রেগ্যন ঘুরে মুখোমুখি হয় রুবির। মেয়েটা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে হাঁচড়েপাচড়ে, লাশগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না। হাতে ধরে ওকে বেশ খানিকটা তফাতে নিয়ে গেল রেগ্যন।

'তোমার কথামতই কাজ করব আমরা,' অবশেষে বলে রুবি। 'নেব্রাস্কায় নিয়ে যাব গরুগুলোকে। তুমি নেবে,' একটু দ্বিধা করে রুবি, 'ফোরম্যানের পদটা? মানে কিলকেনির জায়গায়?'

'না।' ঘাড় ফিরিয়ে রেগ্যনের দিকে তাকায় রুবি, কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা ক্ষোভে। 'কিলকেনিকে আমি পছন্দ করি, ফোরম্যান হবার যোগ্যতা ওর আছে। অন্যরাও ভালবাসে ওকে। তাছাড়া, আমার পরিকল্পনা ভিন্ন।'

'ও!' কেমন যেন ফাঁকা নিঃসঙ্গ শোনায় রুবির কণ্ঠ। 'আ···আমি ভেবেছিলাম আরো দেখা-সাক্ষাৎ হবে আমাদের মধ্যে। জানই তো, বাবা···'

'অবশ্যই দেখা-সাক্ষাৎ হবে, বরং বেশি করেই হবে। তুমি যেভাবে বিলের জায়গায় কিলকেনিকে ফোরম্যান বানালে, এবং তখন মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেল তুলে নিলে, তাতে আমি বেশ বুঝেছি আমার ধারণাই ঠিক—বুড়ো মালিক খাঁটি জিনিসেরই জন্ম দিয়েছেন। তাঁর সব গুণই তোমার মধ্যে আছে। তুমি সাহসী: সহজে বুদ্ধি হারাও না। এই ধারাটা বজায় রাখা দরকার, তাই আমি তোমার ফোরম্যান হচ্ছি না। তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

চোখের পাতা নড়ে যায় রুবির।

'স্রেফ এইভাবে ? কোনরকম···

'প্রেম নিবেদনের কথা বলছ ?' ভাঁজ পড়ে রেগ্যানের গালে। 'প্রিয়া, ডজের এপাশে কোনো-পাদ্রি নেই। বিশ্বাস কর, ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকই প্রেম কবর আমরা, নইলে আমার নাম রেগ্যানই নয় !'

'আমি কি হ্যাঁ-না বলার সুযোগও পাব না ?' প্রতিবাদ করে রুবি।

''হ্যাঁ'' বলতে পার,' ড্যানি হাসে, 'তবে খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে, কারণ আগামী আধঘণ্টা ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে তোমার—অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে।' রুবির চিবুক উঁচু করে ধরে ও, বুকের ভেতর ওকে টেনে নেয়।

উপত্যকার অদূরে কোথাও ডেকে ওঠে একটা কোয়েল, পাথরে পাথরে চুম্বন দিয়ে কলকল করে ঝরনাস্রোত ছুটে চলে।

বিদ্বেষ

এক

বাফেলো কোটের নিচে কান ঢেকে নিয়ে রক্তের দাগটার দিকে তাকায় জেমস জয়েস। নিশ্চয় মিনিট খানেক বড়জোর দুয়েক আগে পড়েছে, নইলে বরফে ঢেকে যেত। রক্তের দাগের পাশে বেশকিছু ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে, ওগুলো কোন মানুষের।

স্যাডল থেকে তুষার ঝেড়ে আবার ঘোড়ায় চাপে সে, গ্রুলা মাস্ট্যাংটাকে ঘুরিয়ে নেয় গিরিপথের দিকে। লোকটা, যে-ই হোক না কেন, আহত এবং হাঁটছে। অথচ এদিকে এখন স্মরণকালের ভয়াবহ তুষারঝড় চলছে, গিরিখাতগুলো দ্রুত ঢেকে যাচ্ছে বরফে।

ট্র্যাকগুলো যেদিকে গেছে তাতে বোঝা যায় লোকটা বাইরের কেউ। ব্ল্যাক রকের আধিবাসী হলে, মারাত্মক আহত অবস্থায় ওই পথে যেত না। ওদিকে তিরিশ মাইল জুড়ে মরুভূমি, আর তার শেষ প্রান্তে, ভুতুড়ে এক শহরের ভগ্নাবশেষ।

জোর কদমে ঘোড়া ছোটায় জেমস, চোখ বরফে। হঠাৎ করেই, আহত লোকটাকে পলকের জন্যে দেখতে পেল সে। আর ঠিক তক্ষুণি গুলির আওয়াজ হল একটা। মাস্ট্যাংয়ের পাশে ট্রেইলের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়েস, হাতে সিক্স-গান। কিছুই দেখতে পায় না সে, শুধুই আবছা তুষার, মৃদু শিস দিয়ে ঝরে পড়ছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, নড়াচড়াও না। তারপর, যেই চোখ সরাতে নিয়েছে, অমনি গিরিপথের মুখ থেকে একদলা বরফ খসে পড়ল।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জেমস, চারপাশ জরিপ করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর গিরিপথের খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে, দেখল ট্র্যাকগুলো। কেউ একজন এসেছিল এখানে, কিনারে ওত পেতে বসেছিল, বরফে তার হাঁটুর দাগ আছে। লোকটা চলে গেছে এখন, আর সিকি মাইলের মধ্যে তার সমস্ত ট্র্যাক মুছে যাবে।

পিছলে গিরিপথে নেমে এল জেমস জয়েস, মাটিতে পড়ে-থাকা লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল। ওর পরনে ভারি কোন কোট নেই, ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তবে নাড়ি আছে।

'এই নড়াচড়ায় হয়ত তুমি পটল তুলবে, বুড়ো খোকা, কিন্তু এখানে বরফের মধ্যে থাকলে এমনিতেও অক্কা পেতে,' বলল জেমস।

লোকটাকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। বহু কসরতের পর আহত লোকটাকে তুলে দিল স্যাডলে, তারপর নিজেও চড়ে বসল ওর পেছনে। রক্তের গন্ধ পছন্দ হল না মাস্ট্যাংয়ের, দুজন সওয়ারি বইতে সে আপত্তি জানাল। ঘাড়ে আদর দিয়ে ওকে শান্ত করল জেমস। তুফান মাথায় করে ছুটে চলল গ্রুলা, আস্তাবলের উদ্দেশে, এবং এই মূর্খতার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে।

এক ঘণ্টা বাদে, আহত লোকটাকে উদোম করে, ওর শুশ্রূষায় লেগে পড়ল জয়েস। সীমান্তের মানুষ সে, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে, একটু-আধটু জানে কীভাবে জখমের চিকিৎসা করতে হয়। দুবার গুলি করা হয়েছে লোকটাকে। প্রথম বুলেটটা উঁচুতে লেগেছে,

বাঁ-কলারবোনের ঠিক নিচে, কিন্তু প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছে ওটা। আর দ্বিতীয় গুলিটা ঢুকেছে হৃৎপিণ্ডের একচুল ওপরে।

ওই মানুষটার জীবন বাঁচাতে তিনটে দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ল সে, আর এই তিনদিনই টানা বইল তুষারঝড়। এরপর ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করল আহত লোকটা, এবং চতুর্থ দিন ভোরে মারা গেল।

ডাক্তারের খোঁজে বেরোন সম্ভব ছিল না। ব্ল্যাক রক বার মাইল দূরে, আশেপাশের সমস্ত গিরিপথ বরফে ঢাকা, বাইরে যাবার ঝুঁকি নিতে সাহস পায়নি সে। আর তাছাড়া, শহরে যে-একজন ডাক্তার আছে জয়েস কিংবা ওর মত কারোকে সাহায্য করতে সে রাস্তাটি পর্যন্ত পার হবে না।

ভুরু কুঁচকে, মৃত লোকটিকে জরিপ করে জেমস। কারো কাছে, কোথাও, এই লোকের অনেক গুরুত্ব ছিল। পশ্চিমে আসার পেছনে যে-কারণই থাক, ওকে হত্যা করাটা সেই লোকের জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছিল।

ঘটনাটা সাধারণ কোন ডাকাতি বা খুন নয়। মৃত লোকটির পরিচয় মুছে ফেলতে সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ওর জামাকাপড়ের লেবেলগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কোন চিঠি বা কাগজপত্র নেই, ওয়ালেট অথবা টাকাও না। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

'এর পরিচয় যাতে কোন লোক জানতে না পারে সেজন্যে বহু কাঠখড় পুড়িয়েছে কেউ একজন,' আপনমনে বলল জেমস। 'আমার জানতে হবে কেন সে করতে গেল এমনটা!'

লোকটার বয়স এমন কিছু নয়, তিরিশ পেরোয়নি। সুদর্শন, সাহসী চেহারা। কিন্তু রোদ আর বাতাসে পোড়া নয়, হাতগুলোও

বেশ নরম।

বোঝা যায়, খুনী ভেবেছিল প্রথম গুলিতেই মারা গেছে ও। সর্বস্ব অপহরণ করে গা থেকে পরিচয়ের সমস্ত চিহ্ন খুলে নিয়ে ওকে ফেলে রেখে চলে যায় সে। আহত লোকটি জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল এবং পালাতে চেষ্টা করেছিল। খুনী ফিরে আসে, অনুমান করতে কষ্ট হয়নি তার আহত লোকটা গিরিপথের আংশিক বর্মের আড়ালে চলবে। এবার উলটো পথে এসে অপেক্ষা করেছে সে, যখন রাইফেলের আওতায় পেয়েছে লোকটাকে, শেষ করে দিয়েছে।

'বন্ধু, এই হত্যার রহস্য আমাকে উদঘাটন করতে হবে,' মৃদু স্বরে বলল জেমস। 'তুমি আর আমি, আমাদের কোন বন্ধু নেই এখানে। তফাত শুধু, তোমার ভাগ্যটা আমার চেয়ে খারাপ। আর নয়ত, পিস্তলে তুমি চালু ছিলে না।'

ঘুরে, টেবিলের দেরাজ থেকে গজফিতে বার করে সে। ওদিকে, বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে পুরোদমে, জানালায় পুরু হয় তুষার-কণা, বাতাসে পেঁজা তুলোর মত তুষার ওড়ে। লাশের মাপ নিল জেমস। উচ্চতা, কোমর, বুক, হাতের ঘের। মৃতের চিবুকে ছোট্ট সাদা পুরোন একটা ক্ষতচিহ্ন আছে; ওটা টুকে নিল সে। ডান কাঁধে জন্মদাগ চোখে পড়তে, সেটার কথাও লিখে রাখল ডায়েরিতে।

'কেউ একজন চায়নি তোমার পরিচয় অন্যে জানুক। সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেটাই জানব।'

পরদিন, পরিত্যক্ত এক মাইন টানেলে লোকটাকে কবরস্থ করার পর, ওর জামাকাপড় খুঁটিয়ে পরখ করল সে। একটা-একটা করে, দিনের আলোয়, প্রতিটা জিনিস দেখল। দুপাটি জুতোর গোড়ালিতেই লাল মাটির ছোপ রয়েছে। তলির কিনারেও আভাস মিলছে কিছুটা।

প্যান্টের পেছনে আর কোটের পিঠে লম্বা লম্বা ধুসর পশম লেগে রয়েছে। 'লোকটা সম্ভবত ফার-লাগান কোট পরেছিল, আর নয়ত চামড়ার সিটে বসেছিল। যদি সিট হয়ে থাকে, সেটা বাকবোর্ড কিংবা ওয়াগনের হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

প্যান্টের হাঁটুতে আরো লাল মাটি পাওয়া গেল। 'গুলি খাওয়ার পর বোধহয় হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল,' বিড়বিড় করে জেমস। 'নইলে যে-রকম ফিটফাট ছিল, নিশ্চয় ঝেড়ে ফেলত ময়লা।'

লাল মাটি। ম্যাসাকার রকসের আশেপাশে, সালফার স্প্রিংস স্টেজ ট্রেইলে প্রচুর লাল মাটি আছে।

'নরম ছিল মাটিটা, সেজন্যেই লেগে গেছে,' বলল সে। 'তারমানে যখন গুলি খায় তখনো বরফ জমেনি। আমি যেদিন ওকে পেলাম, সেদিন দুপুর থেকে ঝড় শুরু হয়। এর অর্থ, সেদিন সকালেই লোকটা গুলি খেয়েছিল।'

সহসা একটা বুদ্ধি খেলে যায় ওর মাথায়। কাপড়গুলো পুটুলি করে একটা থলেয় ভরল, থলেটা একটা বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে বাক্সটা লুকিয়ে রাখল মেঝের তলকুঠুরিতে। এরপর কোমরে জোড়া পিস্তল ঝোলাল সে, গায়ে বাফেলো কোট চাপিয়ে এর সুপরিসর পকেটে বাড়তি একটা পিস্তল রাখল, তারপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

ভোরে থেমে গেছে ঝড়, তাই মাস্ট্যাংয়ের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে যখন রওনা হল সে, রিজ ট্রেইল ধরে এগোল, যেখানে বাতাস তুষার জমতে দেয়নি।

দুমাস আগে জেমস জয়েস যখন ব্ল্যাক রকে আসে তখন এই এলাকায় সে ছিল সম্পূর্ণ নবাগত। টেক্স বর্ডারের রেঞ্জ আর বিষয়-আশয়ের

উত্তরাধিকারী হিসেবে এখানে এসেছিল সে—কিন্তু বাস্তবে দেখল একই সঙ্গে অনেকের তিক্ত বিদ্বেষের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, প্রকাশ্যে তাকে অপছন্দ করছে অন্যরা, এবং কোথাও তার কোন বন্ধু নেই।

টেক্স বর্ডারকে জানত বলে এর হেতু সে বুঝতে পেরেছিল কিছুটা। ব্ল্যাক রক এলাকার মানুষদের মধ্যে আঞ্চলিকতা খুব বেশি। দল করে সবাই, উচ্ছৃঙ্খল, এবং বহিরাগতদের সন্দেহের চোখে দেখে। অন্যদিকে টেক্স ছিল গোঁয়ার, স্পষ্টবাদী, নিজে যা বুঝত সেটাকেই বিশ্বাস করত মনেপ্রাণে। চওড়া চোয়াল আর প্রশস্ত কাঁধের লোক ছিল সে, ব্ল্যাক রকে এসে একটা অনাবাদি জমিতে বসত করেছিল। কিন্তু অচিরেই ওটার কদর বুঝে ফেলে অন্যরা। টেক্সকে তাড়াবার চেষ্টা করে ওরা, আর ও রুখে দাঁড়ায়।

যেহেতু জাত যোদ্ধা ছিল, ভালই লড়ে যায় সে, এবং বিপক্ষের অনেকে মারা পড়ে। তারপর, ওর সময় ফুরিয়ে আসছে টের পেয়ে, এবং একাকী জেতা সম্ভব হবে না বুঝে, জেমস জয়েসকে ও একখানা চিঠি লেখে :

নিজের জিনিসের জন্যে যদি তোমার
লড়াই করার সাহস থাকে, চলে এস।

আপনজন চিনতে টেক্স বর্ডার কখনো ভুল করেনি। ওর ব্যবসার অর্ধেক টাকাই জয়েসের। জন চিসামের বাথানে একসঙ্গে পাঞ্চিং করত ওরা। ট্রেইল ড্রাইভে উত্তরে ডজ আর হে সিটিতে গেছে। একসঙ্গে

যোগ দিয়েছিল টেক্সাস রেঞ্জার্সে।

বর্ডার, বয়সে দশ বছরের বড়, র‍্যাঞ্চ শুরু করার জন্যে চলে এসেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে। আর জেমস জয়েস পেছনে রয়ে যায় কুখ্যাত এক ট্রেইল টাউনের মার্শাল হতে। পরে সেখান থেকে ও সীমান্তের কয়েকটা ডাকাত দলকে ধাওয়া করে।

ভয়ে কিংবা ঘুষের লোভে ওর রাইডাররা বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেয়ায়, সঙ্গে শেষ যে লোকটি ছিল তার মারফতে টেক্স খবর পাঠিয়েছিল দক্ষিণে। তলব পেয়ে একমুহূর্ত দেরি করেনি জেমস জয়েস, উত্তরে রওনা হয়েছিল। কিন্তু র‍্যাক রকে পৌঁছে সে জানল টেক্স বর্ডার মারা গেছে।

কী ঘটেছে জানতে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন হয়নি। শত্রুপক্ষ অবরোধ করেছিল টেক্সকে, আর টেক্স মাটি কামড়ে লড়ে গিয়েছিল। তিনজন মারা যায়, আহত হয় দুজন। বেগতিক বুঝে হামলাকারীরা পিঠটান দেয় এরপর। যা ওরা জানত না, কেবিনের মেঝেয় পড়ে তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকছিল বর্ডার। দিনকতক বাদে সেটা জানল ওরা যখন খবরটা নিয়ে এক চাক লাইন রাইডার শহরে এল।

আর তখন, অশ্রুসজল চোখে, জেমস জয়েসও শুনল ঘটনাটা। কারো কারো মধ্যে সন্তোষ দেখেছিল সে, অন্যদের ভাবলেশহীনতা, এবং জনা কয়েকের কর্কশ হাসি।

পুটনি, দশাসই এক লোক, ছিপছিপে এক মেক্সিকানের উদ্দেশে তাকিয়েছিল।

'ঘোড়া বার কর, গোমেজ!' বলেছিল সে। 'আমরা এক্ষুণি গিয়ে দখল নেব জায়গাটার!'

'চুপ করে বসে থাক।' জয়েস, তখন নবাগত, গলা চড়িয়ে বলে

যেন ঘরের সবাই শুনতে পায়। মুহূর্তে থমথমে হয়ে ওঠে পরিবেশ। 'আমি বর্ডারের পার্টনার। আমি যাচ্ছি দখল নিতে!'

'আরেক চিড়িয়া, হাহ্?' ভেংচি কাটে পুটনি। 'ওর লড়াইয়ের ভাগও নিচ্ছ?'

'আমার বন্ধু ছিল টেক্স,' সংক্ষেপে বলে জয়েস। 'তোমরা যদি ওর শত্রু হয়ে থাক, দুটো রাস্তা আছে তোমাদের সামনে: সন্ধ্যের মধ্যে চলে যাবে শহর ছেড়ে, নয়ত লড়বে!'

ক্ষিপ্র হিসেবে পুটনির খ্যাতি ছিল। ব্ল্যাক রককে সেদিন তার স্পিড রেটিং ঢেলে সাজাতে হয়েছিল। পুটনির সিক্স-গান খাপ থেকে বেরোবার সুযোগ পায়নি। জেমস জয়েস, এক কনুই বারে রাখা অবস্থায়ই, প্রথম বুলেটটা পাঠায় পুটনির পেটে, দ্বিতীয়টা গলায়।

গোমেজ ছিল মহা ধূর্ত, কিন্তু গুলির আওয়াজে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। প্রথম গুলির শব্দ হওয়ামাত্র পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সে। জয়েসের ডানে দেয়ালের ধারে ছিল ও, আর পুটনি দাঁড়িয়েছিল প্রাক্তন রেঞ্জারের মুখোমুখি। তবু কীভাবে যেন বাঁ-হাতেও, কনুই তখনো বারে, পিস্তল বেরিয়ে এসেছিল একটা। পলকের জন্যে মাথা ঘোরায় জয়েস, একদলা আগুন উগরে দেয় দ্বিতীয় পিস্তলটা, গোমেজ দুহাতে বুক চেপে ধরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে জয়েস, চঞ্চল চোখে নজর বোলায় সারাঘরে। এরপর শান্ত ভঙ্গিতে একটা পিস্তল হোলস্টারে রেখে, বুড়ো আঙুলের সাহায্যে অন্যটায় কার্তুজ ভরেছে। তারপর পলক তুলেছে।

'আমার নাম জেমস জয়েস,' খোশমেজাজে ও জানিয়েছে। 'আমি এখানে অনেকদিন থাকছি। যদি,' বলেছে সে, 'আমার বন্ধুর মৃত্যুতে তোমাদের কারো হাত থেকে থাকে, সে মেঝেয় তার দুই বন্ধুর সঙ্গে

যোগ দিতে পারে, কিংবা পালাতে। দুদিন আগে বা পরে, আমি ঠিকই জানব তোমরা কে কে জড়িত ছিলে ওই হত্যাকাণ্ডে।'

বর্ডারের বাথানে এসে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে ও। পরের হপ্তায় দুবার আড়াল থেকে গুলি করা হয় ওকে। দ্বিতীয় শার্পশুটার গুলি করার পর তড়িঘড়ি পালাতে পারেনি। বন্ধুরা ওকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে। একটা পাথরের পেছনে কপালে বুলেট নিয়ে সে পড়েছিল।

একাকী চলাফেরা করে জেমস জয়েস। তার না আছে কোন বন্ধু, না ঘনিষ্ঠ কেউ। শুহরে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারে। একবার ওরা দ্বিগুণ দাম হেঁকেছিল। সে ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিয়ে, মালপত্র নিয়ে চলে এসেছে। তবু সেদিনই টেক্সাসে কয়েকজন বন্ধুর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে ও।

এরপর সে মৃত্যুপথযাত্রী লোকটাকে পায়। ম্যাসাকার রকসের দিকে যেতে যেতে, জয়েস বিষণ্ণ হাসে। শত হলেও, আইনের লোক ছিল সে। ওই লোকের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, এক অর্থে, এটা তারও লড়াই। উভয়েই শত্রু পরিপূর্ণ এক দেশে এসেছে।

দুবার, স্টেজ ট্রেইলে পৌঁছাবার পর, রাস্তার বরফ পরিষ্কার করতে স্যাডল থেকে নামল জয়েস। প্রত্যেকবারেই বাকবোর্ডের ট্র্যাক দেখতে পেল, জমে গেছে শক্ত হয়ে। প্রান্তর পেরিয়ে সোজা ম্যাসাকার রকসের কাল দেয়াল অভিমুখে চলে গেছে ওগুলো।

অ্যামবুশ করা এখানে সোজা। বিশ মাইলের মধ্যে যেদিকেই যাক, ঘোড়াগাড়িসহ পাহাড়ি দেয়াল পেরোবার একটামাত্র পথ আছে:

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ম্যাসাকার রকসের ফাটল।

জায়গাটা সাবধানে জরিপ করল জয়েস। যখন বুঝল কেউ নেই, সামনে এগোল ফাটলের ভেতর দিয়ে। এখানে আবার চাকার দাগ দেখতে পেল। এরপর, পঞ্চাশ গজ সামনে, আর নেই। পেছনে খুঁজতে গিয়ে, পাতলা বরফের নিচে রহস্যময় দুটো বৃত্ত চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে লাথি মেরে ওগুলোর গা থেকে বরফের চাদর খসিয়ে ফেলল সে। বাকবোর্ডের লোহার চাকা। সন্দেহ নেই কাছেপিঠে কোথাও বাকি দুটোও আছে।

খানিক বাদে আংশিক দগ্ধ হুইল হাবের সন্ধান পেল ও। তারপর, আরেক জায়গায়, বরফের নিচে বাকবোর্ডের সিট। এর গদি বহু ব্যবহারে জীর্ণ, প্রায় পোড়া একটা নেকড়ের চামড়া দিয়ে মোড়া। হাব আর সিটখানা তুলে নিয়ে পাহাড়ের কিনারে ফিরে এল জয়েস, যাতে কোন ট্র্যাক না থাকে সেজন্য বরফ নেই এমন জায়গা বেছে লুকিয়ে রাখল।

সিটে কাদা লেগে আছে। নিহত লোকটা পড়ে গিয়েছিল। লাল মাটিতে ট্র্যাক থাকা উচিত। পরিস্থিতি বিচার করে, গুপ্তঘাতকের লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য স্থানটা অনুমান করে নিল জয়েস, এবং সেটা আর ভস্মীভূত বাকবোর্ডের ধ্বংসাবশেষ থেকে ট্র্যাকের শেষ খুঁজে পেল। এর অদূরে, কয়েক বর্গগজ বরফ সরান পর, ও আবিষ্কার করল আহত লোকটা কোথায় লাফিয়ে পড়েছিল বাকবোর্ড থেকে, এবং তারপর কোথায় পড়ে গিয়েছিল হাঁটু ভেঙে। সবকিছুই ফুটে আছে স্পষ্ট, ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ে মাটিতে জমে গিয়ে।

পরক্ষণে একজোড়া বুটের ছাপ চোখে পড়ল ওর, আহত বাক-বোর্ডযাত্রী যেখানে পড়ে গিয়েছিল তার পাশে। হাঁটু গেড়ে বসল

জেমস জয়েস। ঠিক এ-জিনিসের খোঁজই সে করছিল। হান্টিং নাইফের সাহায্যে প্রতিটা ট্র্যাকের চারপাশ সযত্নে খুঁড়ল সে, তারপর জমি থেকে জমাট মাটির চাকাগুলো তুলে নিল্। পাহাড়ের আরেকটা গর্তে লুকিয়ে রাখল সেগুলো।

আবার স্যাডলে চাপল জেমস, পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে শর্টকাটে সালফার স্প্রিংসে চলে এল। সেখান থেকে দুটো ম্যাসেজ পাঠাল প্রথমে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে লিভারি স্ট্যাবলে হাজির হল গিয়ে। মাস্ট্যাংকে পানি খাওয়াবার ছুতোয়, অসল্যারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ল ও। কথায় কথায় জানতে চাইল, 'বাকবোর্ড ভাড়া পাওয়া যাবে?'

'যাবে! তবে একটা। দিনকতক আগে এক ছোকরা এসে অন্যটা ভাড়া নিয়ে গেছে। হপ্তাখানেকের জন্যে। দুটো ধূসর ঘোড়া সমেত। বলছিল ব্ল্যাক রকে কী এক কাজ আছে ওর। কোন র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে।'

'নিজের নাম বলেনি, বোধহয়?'

'নাহ্। বেশি কথাবার্তা হয়নি। সম্ভবত ইয়াংকি, উচ্চারণে টান থেকে মনে হয়েছে। তবে জানে কীভাবে ঘোড়া সামলাতে হয়! সেকেলে একটা পিস্তল ছিল সাথে। বেশ কয়েক বছর আগে রেঞ্জাররা যে-ধরনের প্যাটারসন ব্যবহার করত সেই জিনিস।'

দুই

মরুভূমিতে হাড়-কাঁপান বাতাস বইছে এই সময়ে পাহাড়ের নিচে নেমে, পড়োজমির পাশ দিয়ে ঘুরে, বাসার উদ্দেশে এগোল জয়েস। কেবিনের কাছাকাছি এসে জানালায় আলো চোখে পড়ল ওর। ঘোড়া থেকে পিছলে নামল সে, উবু হয়ে পা টিপে টিপে সবচেয়ে কাছের জানালায় গেল। ভেতরে যে-দৃশ্য দেখতে পেল তাতে ওর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

ঘোড়া আস্তাবলে রেখে ঘরে গেল সে, ঠেলে দরজা খুলল।

'হাউডি!' একগাল হেসে বলল জয়েস। 'টেক্সাসের খবরাখবর ভাল?'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দুজন লোক, তারপর ওর মুখ দেখতে পেয়ে, তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হল হাসি।

'জেমস! খোদার কসম! কেমন আছ, বস্?'

বার্নি কুইল, নীল চোখ আর বেপরোয়া চেহারার একহারা যুবক, হ্যাম আর ডিমের প্লেটটা ঠেলে দিল জয়েসের দিকে।

'নাও, আরাম করে খাও আর সব বল আমাদের। এখানে আমরা এসেছি লড়তে। এখন যদি শুনি তুমি একাই সেরে ফেলেছ, তা হবে না!'

সংক্ষেপে, খুলে বলে সে। সিগারেট বানাতে বানাতে, মন দিয়ে শোনে হোসে মোরালেস।

'তাহলে, সিনর,' শেষমেষ বলল মেক্সিক্যান পাঞ্চার, 'আমরা জানি না কার সঙ্গে আমরা লড়ছি?'

'ব্যাপারটা তাই,' স্বীকার করল জয়েস। 'আমি আসার আগেই টেক্স মারা গেছে। কারা ওকে খুন করেছে, আমি জানি না। পুটনি আর গোমেজ সম্ভবত ছিল সেই দলে, কিন্তু তারাও মারা গেছে। তবু, কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি।

'এই জায়গাটা পাহাড়ের একটা ফাটলে পড়েছে। পাহাড়ের উত্তরে বিশ হাজার একর ঘেসো জমির দখল নিয়েছিল বর্ডার। পাহাড়ের দক্ষিণের প্রায় সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে বার এম আর লেজি এস। শুধু ব্ল্যাক রক শহরটা বাদে। টেক্স এখানে এসে গিরিপথের সন্ধান পায়, যেটা ব্ল্যাক রক থেকে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ওই পাহাড়গুলো ভীষণ খাড়া, ডিঙান একটা ছাগলের পক্ষেও দুষ্কর হবে। তবে এই একটা রাস্তা আছে। কাজেই ও এসে পাহাড়ের উত্তরে সেই স্প্রিংগার হিলস পর্যন্ত যত জমি আছে সব দখল করে নিল। এ-সময়ে লেজি এস আর বার এম-য়ে চালু একটা রসিকতা ছিল, বেশির ভাগ বৃষ্টিপাত হয় পাহাড়ের উত্তরে।

'বার এম-এর মালিক পুবের এক সিণ্ডিকেট, ওরা মুনাফার অংশ নিয়েই খুশি থাকে। লেজি এস-এর মালিক স্প্রিংগার বব ওয়েকম্যান, বহুকালের পুরোন লোক, প্রচুর অর্থ উপার্জন করে পুবে গিয়ে বসবাস করছে। বার এম চালায় আর্ট ব্রেনার। আর লেজি এস বুচ মোগেলো।'

'বুচ মোগেলো?' সংকুচিত হয় কুইলের চোখ। 'উভালদে শহরে বিল প্রিন্টকে যে খুন করেছিল?'

'ঠিক,' একমত হল জয়েস। 'আর্ট ব্রেনার দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ; আমি যতটুকু বুঝেছি চালু মাল। পুটনি আর গোমেজকে আমি ওদের কারো পাশে মেলাতে পারিনি।'

তবু, বব ওয়েকম্যানের নামোল্লেখ স্মৃতির স্তব্ধ কোঠায় আলোড়ন তোলে। সজ্ঞানে যা ওর কাছে বোধগম্য হচ্ছে না তা মনের অন্দর-মহলে কাজ করতে থাকে। স্প্রিংগার বব একসময় বন্ধু ছিল ওর, ট্রেইল ড্রাইভে শরিক হয়েছে ওরা। নেশনে কোম্যাঞ্চিদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করেছে। জেমসের বয়স তখন সতের, কিন্তু কাজ করত পূর্ণ বয়স্কের মত।

রাতের খাওয়া যখন শেষ হল, উঠে দাঁড়াল জেমস। 'মোরালেস, তুমি এস আমার সাথে।' সহাস্যে, কুইলের দিকে নজর ফেরাল ও। 'তুমি এখানেই থাক। মন খারাপ কর না। তোমারও বিপদ ঘটতে পারে। গোলমাল আশা করছি আমি। কাজেই চোখকান খোলা রেখ।'

দুঘণ্টা বাদে, জেমস জয়েস হোটেলের বারান্দায় উঠে চারপাশে নজর বোলাল। শহরটা ঝিমিয়ে পড়েছে। হোসে মোরালেস, নির্দেশমত, রাস্তার ওপাশের হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধছে। এই শহরে ওরা এসেছে পরস্পর অপরিচিতের মত।

ভেতরে পা রাখল জয়েস, হাসি এবং সেই সাথে বিনম্র একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'নিশ্চয়ই, মিস ওয়েকম্যান,' কণ্ঠস্বরটা বলছে, 'কাল সকালে র‍্যাঞ্চ দেখাটাই ভাল হবে সবদিক থেকে—যদি অবস্থার উন্নতি হয় কিছুটা। যে-রকম বরফ পড়ছে, বুঝতেই পারছ তুমি—' জেমসকে দেখতে পেয়ে ছেদ পড়ল লোকটার কথায়।

আর্ট ব্রেনার, কিন্তু জেমস জয়েস তাকে দেখছিল না। সে দেখছিল বার এম-এর দীর্ঘকায় ফোরম্যানের পাশে-দাঁড়ান মেয়েটিকে। আর মেয়েটি ওকে।

লম্বা, সুগঠিত তনু ওর। সুন্দর মুখ জয়েসের স্থির দৃষ্টির সামনে যে-মুখের হাসি এখন মিলিয়ে যাচ্ছে। খুব পরিচিত একটা আদল রয়েছে ওই মুখে। কিন্তু সেটা কী মনে করতে পারে না জয়েস—

ঠিক! অবিকল বাপের চেহারা পেয়েছে মেয়ে!

'হাউডি, ব্রেনার,' বার এম ফোরম্যানের নিস্পৃহতা উপেক্ষা করে সম্ভাষণ জানাল জয়েস। 'আমি কি ঠিক শুনেছি, ভদ্রমহিলাকে তুমি মিস ওয়েকম্যান বলে সম্বোধন করলে?'

'ঠিক।' ব্রেনারের কণ্ঠ কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। 'এখন যেহেতু জানা হয়ে গেছে, তুমি যেতে পার। খুনী, বন্দুকবাজ এসব লোকের সাথে পরিচিত হবার কোন ইচ্ছে নেই মিস ওয়েকম্যানের!'

'আছে!' আচমকা প্রতিবাদ করে উঠল মেয়েটা। 'আমি এখানকার সবার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই! আর তুমিই না বলছিলে একটু আগে, আমাদের বাথানে কয়েকজন বন্দুকবাজ নিয়োগ করা দরকার?'

লাল হয়ে গেল ব্রেনারের মুখ। আর জেমস হাসি চেপে সামনে এগোল।

'মিস্টার ব্রেনার যখন আমার পরিচয় দিতে চাইছে না, মিস ওয়েকম্যান,' সকৌতুকে বলল ও, 'অগত্যা আমাকেই নিজের ড্রাম পেটাতে হচ্ছে। আমি জেমস জয়েস।'

বিস্ফারিত হয় মেয়েটার চোখ। 'আলবত! মনে পড়েছে। বাবার ডেস্কে যে বড় ছবিটা রয়েছে তার মধ্যে তুমি আছ! তাঁর ক্যাটল

ড্রাইভের ছবি। তোমার নাম আছে ওতে। অবশ্য আমি তোমাকে চিনতে পারতাম না এখন।'

'বদলে গেছি খানিকটা। বয়সটাই বোধহয় দায়ী।' জয়েস লক্ষ্য করে মেয়েটা দ্রুত অথচ হিসেবি চোখে জরিপ করছে তাকে। এই মেয়ে, অনুভব করে সে, অবলা অসহায় কোন কুমারী নয়। বাপেরই বেটি।

'আমাদের কাছাকাছি বাবার পুরোন এক বন্ধুকে পেতে আশা করি ভালই লাগবে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ওয়েকম্যান-দুহিতা।

'জয়েস বন্ধু না ছাই,' বাধা দিয়ে বলল ব্রেনার। ওর চোখ দুটো শীতল। 'যে-জায়গাটা আমাদের দরকার হবে তোমাকে বলেছিলাম, সেটাই দখল করে আছে ও। অথচ তোমার বাবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল ওটা নেয়ার।'

'তাই? কিন্তু, মিস্টার ব্রেনার, আমার তো মনে পড়ছে না তিনি কখনো বলেছেন এমন কথা!'

সহজ হাসল ব্রেনার। 'হয়ত মেয়েদের সঙ্গে ব্যবসার আলাপ করা তার পছন্দ না। তবে আমাদের বলেছিলেন।'

জেমস সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে ভুল করল ব্রেনার। অড্রে ওয়েকম্যান, এবার মেয়েটির নাম মনে পড়ে ওর, ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কেউ তাকে অসহায় ভাববে এটা সে বরদাশত করবে না।

'আমরা বসতি করার আগে পর্যন্ত ওই জায়গাটাকে সবাই ফালতু মনে করত,' শান্ত কণ্ঠে বলল জয়েস। 'আমাদের নিয়ে তোমার বাবাকে কোন ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'তুমি বলেছ "আমরা"?' তড়িঘড়ি বলল অড্রে। 'তোমার স্ত্রী?'

'পার্টনার, টেক্স বর্ডার। আমি বিয়ে করিনি।' এরপর মৃদু সুরে

যোগ করে জেমস, 'আমার সেই পার্টনারও এখন নেই। কেবিন ঘেরাও করে ওকে হত্যা করা হয়েছে।'

'হত্যা?'

'জায়গাটা বর্ডার জবরদখল করেছিল।' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাল ব্রেনার। 'একটা আউট-লয়ের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না সে!'

'জমিটা ও পশ্চিমের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দখল করেছিল,' স্পষ্ট সুরে বলল জয়েস। 'টেক্স বর্ডারের রেকর্ড যে-কোন লোকের চেয়ে ভাল। তোমার চেয়েও, ব্রেনার! সৎ লোক ছিল সে, যেখানেই গেছে সবসময় আইনের পক্ষে লড়াই করেছে।'

এটা কি তার কল্পনা? নাকি যখন সে রেকর্ডের কথা উল্লেখ করল তখন টান পড়েছিল ব্রেনারের মুখের পেশিতে?

'কে খুন করেছে ওকে?' চকিতে প্রশ্ন করল অড্রে।

'আমি জানি না।' কাঁধ ঝাঁকাল জেমস জয়েস। 'এখনো।'

'হাউডি, ব্রেনার। হ্যালো, মিস ওয়েকম্যান।' ভরাট কণ্ঠস্বরে গমগম করে উঠল কামরা। ঘুরে দাঁড়াল জয়েস, জানত কী দেখবে, উত্তরে আসার পর থেকেই জানে এ-রকম একটা সময় আসবে ওর সামনে।

বুচ মোগেলো, লেজি এস-এর বস্, লম্বায় জেমসের সমান না হলেও, অনেক বেশি চওড়া এবং পুরু। চোকো নিষ্ঠুর চোয়াল, ঘাড়টা ষাঁড়ের। নাক ভাঙা, বাম ভুরুর ওপর কাটা দাগ। লোকটার চেহারায় আসুরিক শক্তির আভাস আছে, যা আর কারো মাঝে আজ পর্যন্ত দেখেনি জয়েস।

ওর কুঁতকুঁতে চোখজোড়া আটকে গেল জেমস জয়েসের ওপর,

এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল সেখানে। 'আচ্ছা!' ব্রেনারের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার জয়েসের পানে।

'তুমিই তাহলে জয়েস্? আমি তোমার নাম জানতাম না।'

'তোমরা দুজন চেন একে অপরকে?' ব্রেনারের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

'চিনি,' মোগেলো ঝাঁঝিয়ে ওঠে। 'একসময় রেঞ্জার ছিল ও। টেক্সাসে দেখেছিলাম।'

'রেঞ্জার?' এবার আর কোন সন্দেহ নেই। ব্রেনারের কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ। 'জেমস জয়েস—রেঞ্জার?'

'বর্ডারও তাই ছিল,' মৃদু গলায় জানাল জেমস। ব্রেনারের ওপর থেকে মোগেলোর দিকে সরে গেল ওর চোখ। অড্রে ওয়েকম্যান, খেয়াল করে সে, গোগ্রাসে গিলছে সব কথা, সতর্ক চোখে।

'শেষ তোমাকে যেবার দেখেছিলাম, বুচ,' বলল জয়েস, 'উভালদে থেকে ঠিক সময়ে সরে পড়েছ তুমি। একটা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জেরা করার জন্যে তোমাকে তখন খোঁজা হচ্ছিল।'

নগ্ন বিদ্বেষ প্রকাশ পেল মোগেলোর চোখে। 'তুমি অভিযুক্ত করছ আমাকে?' গরগর করে উঠল সে। 'আমি তোমাকে খুন করব, যদি কর!'

জয়েস বেপরোয়া হাসল। 'কোন খুনের ব্যাপারে তোমাকে যখন আমি অভিযুক্ত করব, বুচ,' চাঁচাছোলা কণ্ঠে বলল সে, 'প্রমাণ হাতে নিয়েই করব!'

মাথা দুলিয়ে অড্রে ওয়েকম্যানকে বিদায় জানাল ও, গোড়ালির ওপর ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তার ওপাশে সিলভার বার। ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল জয়েস।

সামনে সুরার গ্লাস নিয়ে বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মোরা-

লেস। কাছেপিঠে চারজন লোক পেছন ফিরে আছে দরজার দিকে। ওরা সকলেই লেজি এস রাইডার। কেলার, লুবি, ক্যাবানিস, আর রস। বড় র‍্যাঞ্চ ছুটোয় কারা কাজ করে, এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নিয়েছে জয়েস।

কেলার এদের মধ্যে ট্রাবলমেকার। ক্যাবানিস সবচেয়ে বিপজ্জনক। প্রত্যেকেই বন্দুকবাজ।

ও বারে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ তুলল বার্ট কেলার, পাশে-দাঁড়ান ম্যাস লুবিকে নিচু স্বরে বলল কী যেন।

মোরালেস তার গ্লাস উঁচু করে আড়চোখে তাকাল জয়েসের দিকে, একটা ভুরু বাঁকা করল ওপর পানে। পিস্তলে মোরালেস অসম্ভব ক্ষিপ্র, আর নাইফ থ্রোয়িংয়ে ওর তুলনা চলে কেবল বিজলিচমকের সাথে।

জয়েস চার লেজি এস রাইডারের কথা ভাবছে না, সে ভাবছে অড্রে ওয়েকম্যানের কথা। ব্ল্যাক রকে কী করছে মেয়েটা? কেন এসেছে এখানে? সে জানে মেয়ের পেছনে কত টাকা খরচ করেছে স্প্রিংগার বব, জানে ববের ইচ্ছে ছিল পুবের সম্ভ্রান্ত কারোকে বিয়ে করবে মেয়ে। জয়েস এও জানে অড্রে উচ্চশিক্ষিত, এবং তার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে।

নিঃসন্দেহে, আজ বিকেলের স্টেজে এসেছে ও, কেননা গত কদিনের ভেতর ওটাই ছিল প্রথম স্টেজ। মোগেলোর সঙ্গে মেয়েটা বাথানে যাবে মনে হতেই শিউরে ওঠে জেমস্। লোকটাকে জানে সে। উভালদের অদূরে সংঘটিত নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ডে ও জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। প্রমাণের অভাবে আটক করা যায়নি

ওকে। জনতা খেপে উঠেছিল, কিন্তু তারা সংঘবদ্ধ হবার আগেই মোগেলো পালিয়েছে।

বার্ট কেলার সরে এল ওর দিকে।

'তুমি দেশ ছাড়ছ কবে?' ধমকের সুরে জানতে চাইল সে।

জেমস জয়েস পলক তুলল। 'আমি যাচ্ছি না, কেলার। তুমিও না।'

'তুমি ঠিক···,' বাক্য অসমাপ্ত রেখে, জয়েসের দিকে তাকাল ট্রাবলমেকার। 'এ-কথার মানে?' প্রশ্ন করল, দৃষ্টি হতভম্ব।

'আমার সাথে কথা বলার সময়ে যদি পিস্তল থেকে হাত দূরে না রাখ, তুমি কখনোই কোথাও যেতে পারবে না। এখানেই তোমার কবর হবে।

'আর একটা কথা,' কেলার কিছু বলতে পারার আগেই আবার মুখ খুলল সে, 'আমার রেঞ্জ থেকে দূরে থাকবে, বোঝা গেছে? তোমার ওই কুচ্ছিত ঘোড়াটার ট্র্যাক আমি দেখেছি, যদি ধরতে পারি কখনো তোমাকে আমার রেঞ্জে, জুতো খুলে হাঁটিয়ে বাড়ি পাঠাব।'

থ হয়ে গেল কেলার। ঝামেলা বাধাবার ফিকিরে ছিল সে, এখন আচমকা সেটার মুখোমুখি হয়ে ঘাবড়ে গেল। তিনজন কঠিন লোকের মদত পেয়ে, ও ভেবেছিল জয়েসকে একটু টাইট দেবে। খেলাটা আচম্বিতে কেড়ে নেয়া হয়েছে ওর কাছ থেকে, এবং সে উপলব্ধি করল সহসা যদি গোলাগুলি শুরু হয়, তাকেই মরতে হবে আগে।

পালাবার পথ না পেয়ে, হম্বিতম্বি শুরু করল বন্দুকবাজ। 'কিস্যু করতে পারবে না তুমি,' ভেংচি কাটল সে। 'বরং আমিই—'

এক পা সামনে এগোল জেমস জয়েস, সোজা তাকাল কেলারের চোখে। হঠাৎ করে বরফশীতল হয়ে উঠেছে ওর দৃষ্টি, কেলার অনুভব করে তার গলা শুকিয়ে আসছে।

'খামোকা দেরি করছ কেন, কেলার? এখনই চেষ্টা করতে বাধা কোথায়?' এক কদম পিছু হটে কেলার, ঠোঁট ভেজায়।

'চালিয়ে যাও, কেলার,' উস্কানি দিল রস। 'আচ্ছা প্যাঁদানি লাগাও শালাকে!'

ঘুসি চালাল কেলার। কিন্তু কী গতি হল সেটার কিছুই বুঝতে পারল না সে। বজ্র একটা মুষ্টি আছড়ে পড়ল ওর দাঁতে, পরক্ষণে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল সে, তারপর লোহার মত শক্ত একটা মুঠি ওর চোয়ালের হাড়ে আঘাত হানল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল কেলার।

ঘটনার আকস্মিকতায় সম্পূর্ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ক্যাবানিস এবং তার সঙ্গের অন্য দুজন একটা গোলমাল আশা করেছিল তারা, তৈরিও ছিল সেজন্যে। জয়েসকে এখানে কোণঠাসা করার প্রত্যাশায় ওরা অপেক্ষা করছিল। অথচ এখন বাগে পেয়েছে, কিন্তু নিজেরা পড়েছে বেকায়দায়।

পা ফাঁক করে দাঁড়াল জেমস জয়েস, হাত দুটো কনুই থেকে ঈষৎ বাঁকা, সোজা তাকাল ক্যাবানিসের দিকে।

'ঠিক আছে, স্টিভ,' মোলায়েম সুরে বলল ও। 'তোমার যদি মরার শখ হয়ে থাকে, সুযোগ নিতে পার।'

ম্যাস লুবি সরে গেল স্টিভের কাছ থেকে, ওর চোখ সতর্ক। রস সরে গেল আরেকটু তফাতে। অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল তিন বন্দুক-বাজ, জেমসের মুখোমুখি হল। চেহারায় একটুও ভাবান্তর না ঘটিয়ে, মৃদু হাসল ও।

'তোমার কাকে পছন্দ, হোসে?' বলল সে। 'মাত্র একটাকে সাবাড় করতে পারবে।'

স্টিভ ক্যাবানিস, হাত তৈরি, অকস্মাৎ জমে গেল। আতঙ্কে অন্ধকার হল তার মুখ, আর ম্যাস লুবি পায়ের পাতার ভর বদল করল গোড়ালিতে।

'এই স্টিভ ব্যাটাকে দিয়ে দাও আমায়, যদি তোমার দয়া হয়,' মিহি সুরে বলল মোরালেস। 'ওকে ঝাঁঝরা করতে আমার ভালই লাগবে।'

লাকি চান্স, স্যালুন মালিক, প্রশংসার ভঙ্গিতে হাসছিল নীরবে। এবার মুখ খুলতে নিল সে, কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই, জেমস জয়েস ভেলকি দেখাল। বিদ্যুৎগতিতে নড়ে উঠল সে, এত যে বন্দুকবাজ তিনজন আবার ধরা খেল অপ্রস্তুত অবস্থায়।

এক লাফে সামনে এগোল জয়েস, পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে সজোরে বাড়ি মারল লুবির মাথায়। লুবি কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল মেঝেয়, ডানে-বাঁয়ে হাত ঘোরাল জেমস, এমনভাবে ধরাশায়ী হল রস যেন মাথায় বাজ পড়েছে, আর ক্যাবানিস কপালে একটা বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে গেল টলতে টলতে, ধাক্কা খেল বারের গায়ে, চোখ রক্তে ভিজে গেল।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে নিল স্টিভ, কিন্তু তার আগেই ওর ওপর চড়াও হল জয়েস। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে, থুতনি বরাবর রাইট হুক চালাল সে, ভাঁজ হয়ে গেল ক্যাবানিস, ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

'চমৎকার, জয়েস,' তারিফ করল লাকি চান্স। 'অনেকদিন থেকেই এ-রকম কিছু একটা দেখার আশায় ছিলাম আমি।'

ওকে মধুর হাসি উপহার দিল জয়েস, চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। দরজার ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে বুচ মোগেলো।

বিস্ময়ে তার মুখ সাদা, তারপর রক্ত জমা হল।

'কী হচ্ছে এখানে?' ঘেউ করে উঠল সে।

'তোমার লোকেরা বেয়াড়ামি করছিল,' সতেজে জবাব দিল জেমস। 'আরেকটু হলেই আমি ভেবে বসেছিলাম ওরা আমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।'

'ওদের মেরেছ তুমি?' ক্রোধে অন্ধকার হল মোগেলোর মুখ। 'কেন!' তারপর, হঠাৎ করেই, কেটে গেল মেঘ। 'হাহ্,' ভরাট সুরে বলল সে, 'হয়ত এটা পাওনা হয়েছিল ওদের।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে জয়েসকে পাশ কাটিয়ে হ্যাঁচকা টানে রসকে দাঁড় করাল ও। তারপর লুবি আর ক্যাবানিসকে। টলতে টলতে তিন বজ্জাত অনুসরণ করল সর্দারকে।

'সত্যি!' বলল চান্স। 'তুমি একদম বোকা বানিয়ে ছেড়েছ শালাদের।'

'না,' ধীর কণ্ঠে জবাব দিল জয়েস, 'পারিনি।' চিন্তিত চোখে, মোগেলোর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল সে। লোকটা হঠাৎ এভাবে সুর বদলাল কেন? বুচ মোগেলো কাপুরুষ নয়। হতে পারে নিষ্ঠুর, কিন্তু সেটা দেখাবার মত সাহস রাখে। এর পেছনে কোন রহস্য আছে।

জেমস দরজার বাইরে পা রাখতেই ওর পাশে চলে এল হোসে মোরালেস।

'একটা কোন গোলমাল আছে, না?' মন্তব্য করল সে।

মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'মোগেলো আর ব্রেনার গভীর পানির মাছ। নিশ্চয় কোন ফন্দি এঁটেছে।'

বাথানে ফেরার পথে সারাক্ষণ ভ্রূকুটি করে রইল জেমস। ওই

নিহত লোকটার পরিচয় কী? ব্ল্যাক রকে অড্রে ওয়েকম্যান কী করছে? ব্রেনার আর মোগেলোর মধ্যে এত মাখামাখি কিসের?

যেভাবেই হোক, অড্রের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাকে। কেন-যেন ওর মন বলছে মেয়েটার সাথে কথা বললে সম্ভবত ধাঁধার উত্তর মিলবে। এখন ওর বিশ্বাস হচ্ছে না, ঈর্ষা বা রেঞ্জ সম্পর্কিত রেষারেষির কারণেই মারা পড়েছে টেক্স বর্ডার। বাইরে থেকে যা-ই দেখাক, ভেতরে গভীর কোন চক্রান্ত লুকিয়ে আছে।

সত্যি, কতটুকু জানে সে? টেক্স বর্ডারকে এমন কিছু লোক হত্যা করেছে যারা ওর কেবিন ঘেরাও করেছিল। তবু ওদের নেতা কেউ একজন ছিল নিশ্চয়। বর্ডার চমৎকার একটা রেঞ্জের মালিক ছিল শুধু এটাই কি তার মৃত্যুর কারণ?

কে ওই আগন্তুক? ব্ল্যাক রকে সে স্টেজে আসেনি কেন? কেন সালফার স্প্রিংসে স্টেজ ছেড়ে দিয়ে বাকবোর্ড ভাড়া নিয়েছিল? কে খুন করেছে ওকে?

সামান্য যা কিছু আলামত ছিল সেগুলো-সহ নিহত লোকটার জামাকাপড় নিজের কাছে রেখে দিয়েছে জয়েস। পোড়া হাব, আংশিক দগ্ধ গদি আর জমাট-বাঁধা ট্র্যাকগুলো লুকিয়ে রেখেছে। তবু, এতকিছুর পরেও, ও কেবল এটুকু প্রমাণ করতে পারবে যে লোকটা খুন হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে বাকবোর্ড, এবং মৃতের পরিচয়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। খুনীকে চেনা যায় এ-রকম কিছু নেই ওর হেফাজতে।

বুচ মোগেলো খুনে, কিন্তু বুচ কারো জামাকাপড়ের লেবেল ছেঁড়া এবং অন্যান্য প্রমাণ ওরকম যত্নের সাথে নষ্ট করার মত ধূর্ত নয়। একসময় আউট-ল এবং রাসলার ছিল মোগেলো। তার সাথে এই ঘটনার যোগসূত্রটা কী?

তিন

পরদিন রাতে, দুই কাউহ্যাণ্ড শহরে রওনা হয়ে যাবার পর, জেমস মেঝের চোরকুঠরি খুলে কাপড়গুলো বার করল আবার। সযত্নে, ওগুলো পরীক্ষা করল সে, কিন্তু নতুন কোন সূত্র পেল না। শেষমেষ নিরাশ হয়ে জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখল ফের।

বারনি কুইল আর মোরালেস যখন ফিরে এল, দরজায় তাদের সাথে মিলিত হল সে। 'খবর আছে,' বলল কুইল। 'শহরে দুজন লোক এসেছে। ইউএস মার্শাল, আর একজন পিংকার্টন ডিটেকটিভ। আর্ট ব্রেনার ডিনার খাচ্ছে ওদের সঙ্গে।'

পরদিন ভোরে জেমস জয়েস ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল শহর পানে। গন্তব্য যখন আরো মাইলটাক সামনে, ও দেখল অড্রে ওয়েকম্যান স্যাডলে চেপে একটা পাহাড়ি ঢাল থেকে নেমে এগিয়ে আসছে তার দিকে। রাশ টেনে অপেক্ষা করতে লাগল জেমস।

'হাউডি!' সে উৎফুল্ল বলল।

ঈষৎ মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, কিন্তু ওর হাবভাব শীতল মনে হল।

'মিস ওয়েকম্যান,' জিজ্ঞেস করল জয়েস, 'জানতে পারি তুমি কেন এসেছ পশ্চিমে?'

ঝট করে ওর দিকে তাকাল অড্রে, চোখে বিস্ময় আর সন্দেহ।

'তা জেনে তোমার লাভ?' প্রশ্ন করল ও।

'হয়ত এর ফলে কয়েকটা সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে।'

'বেশ,' ধারাল সুরে জবাব দিল মেয়েটা, 'বলছি; আমি এসেছি কারণ বেশ কিছুদিন হল আমরা গরুবাছুর হারাচ্ছি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই কমে গেছে র‍্যাঞ্চের আয়, আর মিস্টার মোগেলো বলছে আমাদের গরু চুরি যাচ্ছে।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল জয়েস। 'আমিও তাই আঁচ করেছিলাম। তা চুরিটা কে করেছে সে-ব্যাপারে কিছু বলেছে?'

দোনোমনো করল স্প্রিংগার-দুহিতা, তারপর ওর চোখ জ্বলে উঠল। 'ও বলছে টেক্স বর্ডার এখানে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে চুরি। এবং তুমি আসার পরও থামেনি!'

জেমসের দৃষ্টি কঠোর হল। 'তা মোগেলো এটা বলেনি, টেক্সাসে রাসলিং ওর পেশা ছিল? এজন্যে কয়েদ খেটেছে কিছুদিন?'

'আমার ফোরম্যানকে আমি বিশ্বাস করি, মিস্টার জয়েস।' অড্রের ব্যবহার রুক্ষ। 'আমার বাবার একজন বন্ধু হিসেবে তোমার উচিত ছিল আমাদেরও বন্ধু হওয়া।'

'কীভাবে বুঝলে আমি তা নই?' ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল জেমস। 'সব গল্পেরই দুটো দিক থাকে।'

অড্রে জেদী চিবুক তুলল, দৃষ্টি দূরে। 'বেশ তো, শোনাও তোমার কাহিনী।'

কাঁধ ঝাঁকাল জয়েস। 'আমি জীবনে কখনো গরু চুরি করিনি, ম্যাম। টেক্স বর্ডারের মত সৎ লোক দুটি নেই। আমার আগে থেকে তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল ওর, একসাথে কাজও করেছে বহু-দিন। যেভাবেই হোক, একটা চোর এবং আউট-ল তোমার ফোরম্যান

হয়েছে, এবং ব্যক্তিগতভাবে, ব্রেনারকে আমি কোন অংশে ভাল মনে করি না।'

অড্রে ওয়েকম্যানের মুখ লাল হল। 'নিশ্চয় অভিযোগগুলোর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

'না,' অকপটে স্বীকার করল জেমস, 'নেই।'

'তাহলে চুপ করে থাক! আমার মনে হয় না এসব কথা পছন্দ করবেন মিস্টার ব্রেনার!' ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল মেয়েটা।

ধুলোর মেঘের দিকে তাকায় জয়েস, বিষণ্ণ চোখে অড্রের যাওয়া দেখে।

'হুম,' বিড়বিড় করে সে, 'সেদিন তাহলে ওর ওপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারিনি আমি!'

আর্ট ব্রেনার কথায় পটু, মেয়ে ভজাতে পারে। হতাশা বোধ করে সে। বোঝাই যায়, ওর সম্পর্কে যা কিছু আগ্রহ মেয়েটার মনে জেগে থাকুক আগে, এখন তা ঝিমিয়ে পড়েছে। আর্ট ব্রেনার আর বুচ মোগেলো সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছে।

তবু, কয়েকটা জিনিস সে জানে। জানে কোন গরু সে চুরি করেনি। জানে টেক্স বর্ডার কখনো কারো গরু চুরির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। জানে বুচ মোগেলো একসময় পেশাদার রাসলার ছিল। কাজেই, বুচ নিজেই রাসলিং করছে এমনটা হবারই সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু গরুগুলো গেল কোথায়?

ও যখন পৌঁছুল শহর তখন নীরব হয়ে আছে। ঘোড়া থেকে নেমে স্যালুনে গিয়ে ঢুকল সে। বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল চান্স, মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাগত জানাল। তারপর জেমস যখন পানীয়ের ফরমাস

দিল, চোখ তুলল স্যালুন মালিক।

'সাবধান, বন্ধু। ওরা সাংঘাতিক কোন ফন্দি আঁটছে। সম্ভবত তোমার ব্যাপারে।'

'অসম্ভব নয়।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চান্সের দিকে তাকাল জয়েস। 'আচ্ছা, ব্রেনার সম্বন্ধে কিছু জান তুমি?'

চান্সের ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল। 'না। আমি ফালতু প্যাচালে থাকি না।' এক ঢোক হুইস্কি পান করল সে। 'তবে প্রথম যখন শহরে আসে, বিরাট একটা ঘোড়ায় চেপে এসেছিল। এবং ঘোড়াটা ভীষণ ক্লান্ত ছিল, বহু পথ পাড়ি দিলে যেমন হয়।'

ঘুরে নিজের অফিস-কামরায় ঢুকে গেল স্যালুন মালিক। ভ্রূকুটি করে তথ্যটা সম্পর্কে ভাবে জয়েস। বিরাট ঘোড়া? এর মাধ্যমে লোকটা কী বোঝাল? পরক্ষণে একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। উত্তরে যেখানে তুষারপাত বেশি হয়, লোকজন দক্ষিণের তুলনায় বড় ঘোড়া ব্যবহার করে। এই অঞ্চলটা ঠিক শীতপ্রধান নয়। এখন যে-ঝড় চলছে সেটা নিতান্তই অস্বাভাবিক, এবং সম্ভবত তুষারপাত দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

তাহলে? আর্ট ব্রেনার উত্তর থেকে এসেছে, দ্রুত পথ চলছিল। চোখ তুলতে বারনি কুইলকে দেখতে পেল জেমস।

ছোকরা চেহারার কাউহ্যাণ্ড ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'বস্, সম্ভব হলে পালাও। শুনলাম ওরা নাকি হুলিয়া জারি করেছে তোমার নামে। খুনের দায়ে।'

'বারনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল জয়েস, 'সালফার স্প্রিংসে গিয়ে দেখ আমার জন্যে কোন খবর আছে কিনা। আর এই পাঁচটি শহরে মেসেজ পাঠাবে।' ঝটপট একটা চিরকুটে মেসেজ আর শহরগুলোর

নাম লিখে দিল ও। 'তারপর তুমি আর হোসে পাহাড়ে যাবে, আমাদের রেঞ্জেই পাবে মনে হয়, বেশকিছু চোরাই গরুর হদিস।'

কুইল ঘুরে দাঁড়াল, আর ঠিক তখনই খুলে গেল দরজা। আর্ট ব্রেনার দাঁড়িয়ে সেখানে। পাশে দুজন অচেনা লোক। ওদের পেছনে ম্যাস লুবি, তার চেহারায় পুঞ্জীভূত ক্রোধ, এবং স্টিভ ক্যাবানিসের হাড্ডিসার বিষাদ-মাখা মুখ।

'আমি স্পিলম্যান,' বলল প্রথম লোকটা। মাঝবয়সী, একহারা গড়ন তার, চোখ দুটো ঠাণ্ডা। 'এই এলাকার ডেপুটি ইউ এস মার্শাল। তোমাকে গ্রেফতার করছি খুনের দায়ে।'

'খুন?' প্রশ্ন করল জয়েস। 'কাকে খুন করেছি?' তারপর হঠাৎ, মোগেলোকে ঢুকতে দেখল সে, পাশে অড্রে ওয়েকম্যান। ওর মুখ ফ্যাকাসে, ঘৃণায় আড়ষ্ট।

'বিলি ওয়েকম্যান,' স্পিলম্যান শীতল কণ্ঠে জানাল। 'বব ওয়েকম্যানের ছেলে।'

'অসম্ভব!' বলল জেমস। 'আমি খুন করিনি। আমি তাকে চিনতাম না।'

'এসলিঞ্জার,' গোয়েন্দার উদ্দেশে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল স্পিলম্যান, 'ব্যাখ্যা কর ওকে!'

'তোমার রেঞ্জের পরিত্যক্ত একটা নালার ভেতর ওর লাশ পেয়েছি আমরা। এবং তোমার মেঝের তলকুঠুরি থেকে ওর জামাকাপড় উদ্ধার করেছি।'

জেমস জয়েসের মনে হয় ওর ভেতরটা খালি হয়ে গেছে, শুকনো শুকনো লাগছে। এ-রকম হতে পারে সে ভাবেনি। ওরা তাকে

বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে।

'আমি খুন করিনি!' প্রতিবাদ জানাল সে। 'জানতামই না লোকটা কে!'

'জানতে না?' এসলিঞ্জারের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'অস্বীকার করছ, তুমি কবর দাওনি ওকে?'

'না,' বলল জয়েস, 'অবশ্যই কবর দিয়েছি। বরফের মধ্যে ওকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। কেউ ওকে অ্যামবুশ করেছিল। বাসায় নিয়ে গিয়ে আমি ওর শুশ্রূষা করি। কিন্তু লোকটা আর জ্ঞান ফিরে পায়নি।'

ব্রেনার শীতল হাসল। 'বেড়ে গপ্পো! ওর কাপড়চোপড় লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? মৃত্যুর খবরটা এখানকার কারোকে জানাওনি কেন তুমি?'

'কারণ আমি খুনীকে পাকড়াও করতে চেয়েছিলাম,' জেমস বলল আস্তে আস্তে, কেউ বিশ্বাস করবে না জানা সত্ত্বেও। 'আমি আন্দাজ করেছিলাম,' বলতে বলতে ব্রেনারের মুখ জরিপ করে ও, 'খুনীর গোপন করার মত আছে কিছু। যেটা চোরাই গরুবাছুরের চাইতেও দামি।'

জয়েসকে কামরা থেকে নিয়ে যাবার সময়ে অড্রে মুখ ঘুরিয়ে রাখল অন্যদিকে। বারনি কুইলকে ঘোড়ায় চাপতে দেখল জেমস, তারপর ওরা তাকে সোজা হাজতে নিয়ে পুরল। আইনের লোক দুজন এরপর চলে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও একটু,' পিছু ডাকল জয়েস। স্পিলম্যান আর এসলিঞ্জার ঘুরে দাঁড়াল।

'মার্শাল, আমার একটা অনুরোধ, তুমি এল প্যাসোয় মিস্টার

র‍্যানসমের সঙ্গে যোগাযোগ কর,' বলল সে। 'তাকে টেক্স বর্ডার আর আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে।'

'রেঞ্জার ক্যাপ্টেন র‍্যানসম?' স্পিলম্যান শীতল জরিপ করল ওকে। 'কেন যোগাযোগ করব?'

'আমরা দুজনেই রেঞ্জার ছিলাম। সাদা চোখে যা মনে হয়, এখানে তারচেয়েও গভীর কোন রহস্য আছে, স্পিলম্যান। সালফার স্প্রিংসে স্টেজ থেকে নামার বদলে, ওয়েকম্যান সোজা ব্ল্যাক রকে চলে আসেনি কেন? নিজেকে একবার জিজ্ঞেস কর এটা। আর আমাকে এবার বল, আমার কাছে যে কাপড়গুলো আছে এটা তুমি জানলে কীভাবে?'

'মোগেলোর কাছে। তোমার কেবিনে গিয়েছিল সে। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেছে তুমি লুকিয়ে রাখছ ওগুলো। তারপর তোমার অনুপস্থিতিতে আজ আমরা লাশের খোঁজে গিয়েছিলাম।' এসলিঞ্জার জরিপ করে ওকে। 'ওয়েকম্যান কেন স্প্রিংসে নেমেছিল বলে তোমার ধারণা?' এরপর যোগ করল গোয়েন্দা, 'আর তুমি-বা সেটা জানলে কীভাবে?'

'আমার বিশ্বাস বিল চায়নি তার আসার খবর র‍্যাঞ্চ ফোরম্যান জানুক। সম্ভবত গোপনে নিজে একবার সরজমিনে তদন্ত করতে চেয়েছিল। ওর নামার ব্যাপারটা আমি জানি কারণ সে স্প্রিংসে বাকবোর্ড ভাড়া করেছিল।' এবার ওর আবিষ্কারের ঘটনা সংক্ষেপে ওদের খুলে বলল জয়েস।

এসলিঞ্জার তাকাল স্পিলম্যানের দিকে। 'খুনটা কীভাবে হয়েছে সেটাই বলছে আমাদের।'

স্পিলম্যানের ওপর চোখ রাখল জয়েস। 'আরো একটা জিনিস

সম্পর্কে ভাবতে পার তোমরা। লিভারি স্ট্যাবলের লোকটা আমাকে বলেছে বিলের কাছে একটা প্যাটারসন থার্টি-ফোর ক্যালিবার ছিল। কিন্তু ওকে যখন উদ্ধার করি তখন আমি ওটা পাইনি। হয়ত খুনী কোথাও ফেলে দিয়েছে। আবার, নিজের কাছেও রেখে দিয়ে থাকতে পারে।'

ধীরে ধীরে, বিলি ওয়েকম্যানকে খুঁজে পাওয়ার ইতিহাস এবং শেষ গুলিটার কথা এবার ওদের জানাল সে। 'তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ,' ইতি টানল জয়েস, 'আমি যদি খুনী হব তাহলে লেবেল ছিঁড়ে ফেলে কাপড়গুলো নিজের কাছে রাখতে গেলাম কেন? পুড়িয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। যেভাবেই ঘটনাটা দেখ না কেন, এই লেবেল ছেঁড়ার কোন অর্থ খুঁজে পাবে না। বিলি ওয়েকম্যানকে যে-লোক খুন করেছে সে চেয়েছিল ঝড় থেমে যাবার পর লাশটা যেন পাওয়া যায়—কোনরকম পরিচয়-চিহ্ন ছাড়া।'

শার্টের পকেটে হাত ঢোকাল জেমস জয়েস, মৃতের কাছ থেকে সে যে-চিরকুটটা রেখে দিয়েছিল বার করল সেটা।

'দেখেছ? আমি এটা রেখে দিয়েছি কারণ খুনীকে খুঁজে বার করার ইচ্ছে আছে আমার।'

গলা খাঁকারি দিল স্পিলম্যান। 'বেশ গুছিয়ে বলতে পার তুমি,' বলে গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল সে। এসলিঞ্জার ওর পেছন পেছন অদৃশ্য হল।

গরাদ আঁকড়ে ধরে ওদের যাওয়া দেখল জয়েস। তার কথায় কোন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমে বিচার কত তড়িঘড়ি সারা হয়, এবং বহিরাগতদের কী নজরে দেখা হয় এখানে জানা থাকায়, সে উপলব্ধি করে তার বাঁচার আশা কম। বিশেষ করে, অড্রে ওয়েক-

ম্যান তাকে অপরাধী ভাবছে এই চিন্তা আরো বিমর্ষ করে তোলে জয়েসকে। আর্ট ব্রেনার বেশ মোক্ষম চাল চেলেছে।

কেন ঘটছে এসব আঁচ করতে পারে সে, কিন্তু নিছক অনুমানে কোন কাজ হবে না।

গরুচুরি এবং খুনখারাপির পেছনে ব্রেনারের হাত আছে বলে সে যতই চেঁচাক, প্রমাণ হাজির করতে না পারলে কোন লাভ হবে না। মোগেলো আউট-ল ছিল এ-সত্যেরও কোন মূল্য নেই। পশ্চিমে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা তাদের প্রথমজীবনের কুখ্যাতিকে ম্লান করে সমাজে গণ্যমান্য নাগরিকের মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে।

ওর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে কুইল আর মোরালেস কী তথ্য উদ্‌ঘাটন করে তার ওপর। তবে এ-রকম তল্লাশিতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে, কারণ ওর রেঞ্জের পুব আর পশ্চিমের পাহাড়গুলো উভয়ের কেউই চেনে না।

উৎকণ্ঠার সাথে, দুটো দিন হাজতের ভেতর পায়চারি করে কাটাল সে। মাঝে-মধ্যে স্পিলম্যান এসে খাবার দিয়ে গেল। আর কারোকে সে দেখতে পেল না। তৃতীয় দিনের মাথায় হোসে এল, স্পিলম্যানের সঙ্গে। মার্শাল একটুক্ষণ নজরে রাখল ওদের, তারপর নিজের অফিস-ঘরে ফিরে গেল।

'এসলিঞ্জারকে মনে আছে? সে পাহাড়ে গেছে। আমি দেখেছি। দুদিনের মধ্যে ফিরে আসেনি। বারনি কুইল ওর পিছু নিয়েছে, সেও আসেনি।'

ভুরু কোঁচকায় জয়েস। এবার কী করবে? এসলিঞ্জার যদি পাহাড়ে গিয়ে থাকে, এর অর্থ হতে পারে পিংকারটন গোয়েন্দা তাকে বিশ্বাস

করেছে। কিন্তু পাহাড়ে কেন? লোকটাকে সে তার ধারণার ব্যাপারে সামান্যতম ইঙ্গিতও দেয়নি। মাথা নাড়ায় জেমস।

'হোসে,' বলল সে, 'ছইঞ্চি লম্বা, দুইঞ্চি পুরু দুটো কাঠের টুকরো এনে দাও আমাকে। তারপর র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে পাহারায় থাক।'

'দুটো কাঠের টুকরো?' কাঁধ ঝাঁকাল হোসে, চোখে বিস্ময়। 'কী হবে!' ঘুরে বার হয়ে গেল মেক্সিক্যান কাউহ্যাণ্ড।

চেঁচিয়ে মার্শালকে ডাকল জেমস জয়েস, তারপর যখন মাঝবয়সী একহারা লোকটা এল গরাদের সামনে, একগাল হাসল ও।

'শোন,' বলল জয়েস, 'এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। একটা কিছু করলে কেমন হয়? রাঁদা কিংবা করাত পাওয়া যাবে?'

'বাজে বোক না!' ধমক লাগাল স্পিলম্যান। 'তুমি এই ফাটক থেকে পালাচ্ছ না, বাছা! এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার!'

'অন্তত কিছু খোদাই করতে তো দেবে? দুটো কাঠের টুকরো আর ছুরিই নাহয় দাও।'

স্পিলম্যান কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, বাপু, ঠিক আছে! আমি তোমার ওই মেক্স কাউহ্যাণ্ডকে ডেকে বলছি।'

মিনিট কয়েক বাদে, দরজা খুলে গেল এবং হোসে, স্পিলম্যানের ছায়ায়, দুটো কাঠের টুকরোসহ হাজির হল।

'মার্শাল এগুলো আনতে বলল।' চোখ মটকাল মোরালেস।

পরে সন্ধ্যায়, দুবার, গরাদের ধারে এল স্পিলম্যান। একটা কাঠের ঘোড়া খোদাই করছিল জেমস। স্পিলম্যানকে দেখে অনাবিল হাসল।

'মার্শাল,' বলল সে, 'এই ঘোড়াটা যখন বানান হয়ে যাবে, ওর পিঠে চেপে আমি উড়াল দেব।'

হাসল স্পিলম্যানও, তার কঠিন চোখজোড়া নরম হল কিছুটা।

'কাঠের ঘোড়ায় চেপে যদি পালাতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। 'ঘোড়াটা মন্দ না, কী বল?' যোগ করল মার্শাল।

স্পিলম্যান যখন বিদায় হল, জয়েস কম্বলের নিচ থেকে কাঠের অপর টুকরোটা বার করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে। তিন ঘণ্টা বাদে, অফিসের দরজা বন্ধ করে স্পিলম্যান বেরিয়ে যাবার এক ঘণ্টা পর, জেমসের প্রস্তুতি সম্পন্ন হল।

'এখন, ভালয় ভালয় তালাটা তেল দেয়া হলেই হয়!' বলল সে।

ওর হাতে ছইঞ্চি লম্বা একটা কাঠের চাবি, দ্বিতীয় টুকরোটা থেকে নিখুঁতভাবে কেটে বানান।

'ভাগ্যিস খাবার দেয়ার সময় যখন দরজা খুলেছিল, চাবিটার চেহারা দেখে নিয়েছিলাম,' আপনমনে বলল জয়েস। 'এখন কাজ করলেই হয়।'

ভারি তালার ফুটোয় সাবধানে চাবিটা ঢোকাল সে। ঘোরাল আস্তে আস্তে। ঠিক যেন আসল চাবিটি, তালা ঘুরে গিয়ে দরজা খুলে গেল। বাইরে এসে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

সহাস্যে, কাঠের ঘোড়াটা তুলে নিয়ে অফিস ঘরে পা রাখল জয়েস। দেয়ালের একটা পেরেকে গানবেল্টসহ ওর পিস্তল দুটো ঝুলছিল। ওগুলো কোমরে জড়িয়ে নিয়ে, গায়ে বাফেলো কোট চাপাল সে, হাত বুলিয়ে দেখে নিল বাড়তি পিস্তলটা আছে কিনা। কাঠের চাবিখানা পকেটে পুরে, কাঠের ঘোড়াটা নামিয়ে রাখল মার্শালের ডেস্কের ঠিক মাঝখানে। তারপর ওর রাইফেলটা তুলে নিয়ে, আলগোছে দরজা ফাঁক করে বাইরে বেরিয়ে এল।

আবার শুরু হয়েছে তুষারপাত। জেলখানার দেয়ালের সাথে মিশে গিয়ে দালানের কোনা ঘুরল জেমস, সামনের গাছপালার দিকে এগোল। সবে কয়েক কদম গেছে এমন সময়ে নিচু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'এদিকে, সিনর!'

'হোসে?' বলল জয়েস। 'তুমি এখানে?'

'দুটো ঘোড়াও আছে, সিনর বস্। হোসে মাথা খাটাল, হয়ত বসের কোন মতলব আছে, ঠিক? এবং কাজ হবে তাতে।'

স্যাডলে চেপে বনের ভেতর ঢুকে গেল ওরা, ঘোরাপথে এগোল পাহাড়ের দিকে। যেতে যেতে অনেক কিছু বলল মোরালেস। পাহাড়ে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এখনো নিখোঁজ কুইল। ডিটেকটিভ এসলিঞ্জারও ফিরে আসেনি। কুইল কোন্ পথে গেছে ও জানে কিনা?

'সি, সিনর। বেরোবার আগে রোজ ম্যাপ দেখেছি আমরা, চিহ্ন দিয়েছি কতটা জায়গা ঘুরব। এখন আর সামান্য এলাকাই বাকি আছে।'

অবিরাম তুষার পড়ছে, তবে বাতাস আগের বরফ উড়িয়ে নিয়ে গেছে ট্রেইল থেকে, আর সামান্য যেটুকু রয়ে গিয়েছিল সেটা শক্ত হয়ে গেছে জমে। দ্রুত এগোল ওরা। জেমস জয়েসের মনে কোন সংশয় নেই স্পিলম্যান পিছু নেবে। জেলখানায় ফিরে প্রথমেই সে তার কয়েদির খোঁজ করবে, যখন দেখবে পালিয়েছে, সকালের অপেক্ষায় থাকবে না। তবু, জয়েস যদি পাহাড়ে পৌঁছুতে পারে, হয়ত ট্রেইল করতে পারবে বারনি কুইলকে। তরুণ পাঞ্চার মারা গেছে এটা বিশ্বাস হয় না তার।

পাহাড়ে এখন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, কোন মানুষের বাইরে রাত কাটাবার মত আবহাওয়া নয়। এসলিঞ্জারও নিখোঁজ।

ট্রেইলের শেষ বাঁকটা মোড় নিল ওরা, পরমুহূর্তে মোরালেস ওর হাত টেনে ধরল।

'সিনর, বাতি!'

কেবিনের জানালায় আলো জ্বলছে। বারনি, সম্ভবত? দরজায় স্যাডল থেকে পিছলে নেমে গেল সে।

'হোসে, তাজা দুটো ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও—বাকস্কিন আর গ্রুলা!' দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল জেমস।

অড্রে ওয়েকম্যান দাঁড়িয়ে, মুখ সাদা, ঘরের মাঝখানে।

'তুমি?···এখানে?' মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল সে, বাফেলো কোটখানা খুলে ছেড়ে দিল খাটের ওপর।

'হ্যাঁ।' অড্রে সামনে এগোল। 'আমাকে ক্ষমা করা যায় না? আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার ভাইকে খুন করেছ, তারপর এটা পেলাম।' প্যাটারসন পয়েন্ট থ্রি-ফোর পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরল ও।

'কোথায় পেয়েছ?' জানতে চাইল জয়েস।

পরক্ষণে ওর গলা ছাপিয়ে একটা বাজখাঁই কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'একদম নড়বে না, জয়েস! চালাকির চেষ্টা করলে ফল ভাল হবে না! আমি বেন্ট রাইলার!'

'জানি, ব্রেনার!' বলল জেমস। 'রেঞ্জারদের ব্যাপারে তোমার ভয় দেখেই সন্দেহ করেছিলাম। তারপর যখন শুনলাম তুমি উত্তর থেকে এসেছ, দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে অসুবিধে হয়নি। বাহউটে হত্যার দায়ে বেন্ট রাইলারের নামে হুলিয়া ঝুলছে।'

দাঁত-মুখ খিঁচাল রাইলার। 'তাতে তোমার কোন ফায়দা হচ্ছে

না···নাকি? গ্রেট জেমস জয়েস আমার পিস্তলের মুখে, হাহ্!' আমুদে হাসল দুর্বৃত্ত। 'গান ফাইট হলে কিন্তু জবর এক দৃশ্য হত, জয়েস। রাইলার বনাম জয়েস। সবাই বলে আমরা দুজনই নাকি পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজ।'

'তাই?' কাঁধ ঝাঁকায় জেমস। 'রাইলার, তুমি হচ্ছ গিয়ে টিনের বাঁশি, আর সেটা তুমি ভাল করেই জান। আমার সঙ্গে তুমি পারবে না। হাতে পিস্তল আছে, তাই বোলচাল ঝাড়ছ, কিন্তু সমান সুযোগ যদি পেতাম···কিস্যু করতে পারতে না তুমি।'

'পারতাম না?' বেন রাইলারের চোয়াল শক্ত হল। 'শোন, ওসব ছেঁদো কথায় ভবী ভুলছে না। যদি ভেবে থাক সমান সুযোগ পাবে, সেটি হচ্ছে না। কেউ জানে না আমার পরিচয়, তুমি আর ওই ছুকরি ছাড়া। এখানে সবাই আমাকে ব্রেনার নামেই ডাকে। আর কতক্ষণের ভেতর তোমাকে খতম করতে যাচ্ছি আমি, তারপর যা হাল করব ছুকরির, ওর আর মুখ দেখাতে হবে না কারোকে।'

দরজা খুলে কেলার আর রস ঢুকল। জয়েসকে ভেংচি কাটল ওরা, পিস্তল তাক করল।

কেলারের নীচ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উল্লাসে। 'বাগে পেয়েছি তোকে!' বলে সে।

রাইলার ওকে খুন করবে এ-বিষয়ে এতটুকু সংশয় নেই জয়েসের। লোকটা ভয়ঙ্কর, বরাবরই তাই। ইস, যদি অড্রে এখন না থাকত এখানে! একটা ঝুঁকি সে নিতে পারত। তবে, মরে গেলেই হয়ত বেঁচে যাবে ও। বেস্ট রাইলার কোন মেয়ের জীবনে সুখকর অভিজ্ঞতা হতে পারে না।

হোসে কোথায়? ওরা কি শেষ করে দিয়েছে ওকে?

'আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি, জয়েস,' বলে রাইলার পিস্তল দুটো ফেরত পাঠাল হোলস্টারে। সরু হয়ে গেছে ওর ঠোঁট। হাতের ছড়ান আঙুলগুলো নিশপিশ করছে পিস্তলের ওপরে। 'যখন করব, আমি চাই তুমি দেখে যাও চালু ড্র কাকে বলে!'

হঠাৎ, ঝনঝন শব্দ হল কাচ ভাঙার, হোসের মসৃণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল :

'দয়া করে তোমরা হাতগুলো একটু ওঠাও মাথার ওপরে!' পালা করে কেলার আর রসের দিকে ঘুরতে লাগল ওর রাইফেলের ব্যারেল।

খিস্তি করল রাইলার, ঝট করে নামিয়ে আনল দুই হাত। পলকের জন্যে ওগুলোর বিদ্যুৎগতি দেখতে পেল জয়েস; পরক্ষণে বুলেটের আওয়াজে ব্যাঘাত ঘটল রাতের স্তব্ধতায়, রাইলারের পিস্তল-ধরা হাতটা থেমে গেল মাঝপথে। টলে উঠল ওর পা, চেহারায় নিপট বিস্ময় ফুটল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই বলা যায়, জেমস জয়েস ড্র করে গুলি করেছে। এখন, আবার গুলি ছুড়ল সে। বেন্ট রাইলারের পিস্তল মেঝের দিকে গর্জন করল, এবং তারপর কাঠের পাটাতনে লুটিয়ে পড়ল সে।

'তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ!' ফুসফুসে বাতাসের অভাবে খাবি খেল দুর্বৃত্ত, একটা খিঁচুনি দিয়েই চিরতরে স্থির হয়ে গেল তার শরীর।

অন্যদের দিকে নজর ফেরাল জেমস জয়েস। কেলার দেয়ালের ওপর পড়ে, ডান হাত থেকে টপটপ রক্ত ঝরছে। রস অক্কা পেয়েছে। জেমস টেরও পায়নি কখন ঘটে গেছে এত কিছু।

চার

চকিতে হাট হয়ে গেল দরজা। মোরালেস ভেতরে ঢুকল। ওর পেছনে তিনজন লোকসহ মার্শাল স্পিলম্যান আর লাকি চান্স, প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

লাশ দুটো একঝলক দেখল স্পিলম্যান, তারপর জয়েসের উদ্দেশে তাকাল।

'কী ঘটেছে এখানে?' জানতে চাইল সে কঠোর সুরে।

দ্রুত, সব খুলে বলল জয়েস। যখন শেষ হল তার, অড্রে মাথা ঝাঁকাল।

'ও সত্যি কথাই বলছে, মিস্টার স্পিলম্যান। আমি এখানে পৌঁছুবার পরপরই ব্রেনার হামলা করে—মানে রাইলার আরকি।

'আমার সঙ্গে লেজি এস-য়ে যাচ্ছিল ও। পথে ওর ওখানে থেমেছিলাম আমরা। আমি বাসায় অপেক্ষা করছিলাম, আর রাইলার জরুরি কোন কাজ সারতে বাইরে গিয়েছিল। হঠাৎ দেয়ালে-ঝোলান ভারি একটা কোট চোখে পড়ে আমার। ওটার পকেট থেকে একটা পিস্তলের বাঁট উঁকি দিচ্ছিল। পরিচিত মনে হওয়ায় পিস্তলটা টেনে বার করি আমি। তারপর দেখলাম ওটা বিলির প্যাটারসন। বাঁটে ও চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল।

'এরপর আর একমুহূর্ত দেরি করিনি আমি, ঘোড়ায় চেপে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে এসেছি এখানে। সাহায্যের দরকার আমার, তাছাড়া,' জেমসের পানে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে ও, 'মিস্টার জয়েসের কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। আমার বাবার বন্ধু ছিল সে এটা জানা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ওর দুই রাইডারকে সঙ্গে করে শহরে গিয়ে আজ রাতেই ওকে হাজত থেকে বার করে আনব।'

আনমনে স্পিলম্যান তাকাল লাশ দুটোর দিকে, তারপর চোখ তুলল জয়েসের উদ্দেশে।

'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল,' বলল সে। 'মনে হচ্ছিল তুমি সত্যি কথাই বলছ। এসলিঞ্জার অবশ্য তোমাকে দোষী ভেবেছে। কিন্তু তারপর বলল একটু খোঁজখবর করতে যাচ্ছে সে। সেই থেকে আর কোন পাত্তা নেই ওর।'

বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা চিৎকার ভেসে এল, জয়েস এক লাফে দরজার দিকে এগোল। ঝটপট পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল সবাই, জয়েস কবাট হাট করে দিল। ক্লান্ত একটা ঘোড়া অতিকষ্টে এগিয়ে আসছে বরফ মাড়িয়ে। তার পিঠে একজন রাইডার, আর তার সামনে স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে এক লোক পড়ে আছে। রাইডার লোকটা বারনি কুইল।

'জলদি!' ক্ষীণ সুরে বলল কুইল। 'আ···আমি আর পারছি না!'

পড়ে যাচ্ছিল বারনি, চট করে মোরালেস ধরে ফেলল। দ্বিতীয় লোকটা এসলিঞ্জার। দুটো গুলি লেগেছে গোয়েন্দার গায়ে। কুইলের পায়ে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে একটা, প্যান্ট সপসপ করছে রক্তে।

পোস্সি বাহিনীর একজন স্যাডলে চেপে শহরে ছুটল ডাক্তার

ডাকতে। জয়েস ব্যস্ত হয়ে পড়ল এসলিঞ্জারের শুশ্রূষায়, আর অড্রে ওয়েকম্যান প্যান্টের ঝুল কেটে বাদ দিয়ে কুইলের পায়ের ক্ষত সাফ করতে লাগল।

পিটপিট করে চোখ মেলল কুইল। 'স্বপ্নেও ভাবিনি, ম্যাম, তুমি কখনো আমার জখম পরিষ্কার করবে,' ম্লান হেসে বলল ও। স্পিলম্যানের দিকে তাকাল পাঞ্চার। 'এসলিঞ্জার আর আমি একই সময়ে চোরাই গরুর হদিস পাই। তারপর ক্যাবানিস আর লুবি তাড়া করে ওকে। গুলি করে। আমি পাথরের আড়ালে ছিলাম, পালটা আক্রমণ চালিয়ে ভাগিয়ে দিলাম ওদের।

'এসলিঞ্জারকে বনের ভেতর নিয়ে যাই আমি, একটা গুহায় আশ্রয় নিই। খুব খারাপ অবস্থায় ছিল ও, আর আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল ওরা, ফলে কোন সাহায্য করতে পারিনি। তবে লোকটা সাহসী, মারাত্মক আহত হয়েও এতটুকু ঘাবড়ায়নি। ওর মুখে আমি সব শুনেছি।'

ব্যথায় মুখ কোঁচকাল বারনি। 'জেমস হাজতে ওর সাথে কথা বলার পরপরই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। জেমসের কথা সত্যি তা ভাবেনি, তবু খোঁজ নেয় সালফার স্প্রিংসে, তারপর ম্যাসাকার রকসে। তারপর, হালে এখান থেকে কোথায় কোথায় গরুর চালান গেছে জানতে চেয়ে জয়েস যেসব জায়গায় মেসেজ পাঠিয়েছিল, সেটার হদিস পায় ও। এরপর নিজেই হিসেব মিলিয়ে নিয়েছে, জেমসের মতই আন্দাজ করেছে, পাহাড়েই কোথাও লুকোন আছে চোরাই গরুবাছুর।'

জেমস উঠে দাঁড়াতে স্পিলম্যান ঘাড় ফেরাল। 'রক্ত হারিয়েছে অনেক। অবস্থা কেমন সেটা আমার চাইতে ডাক্তারই বলতে পারবে ভাল। মনে তো হয়, এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে যাবে। তবে রক্তের প্রয়োজন পড়বে।'

'আমি কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না, জয়েস,' নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল মার্শাল।

'আমি যতটুকু বুঝেছি, মোগেলো আর রাইলার নিজেদের মধ্যে একটা রফায় এসেছিল। বর্ডার ভেবেছিল গিরিপথটা সে-ই আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আসলে মোগেলো আর রাইলার বহু আগে থেকেই চোরাই গরু পাচারের জন্যে ব্যবহার করছিল ওটা। পাহাড়ের ওপাশে কোথাও গোপন আড্ডা ছিল ওদের, যেখানে গরুগুলো লুকিয়ে রাখত, এবং পরে চালান দিত বাইরে।

'যখন টেক্স এল, সরাসরি ওদের ট্রেইলের পাশে ক্যাম্প করল সে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল, ওরা না পারে চোরাই গরুর কাছে যেতে, না গিরিপথ দিয়ে আরো গরু পাচার করতে।

'সম্ভবত ওদের মতলব ছিল ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে বাথান দুটো সস্তায় কিনে নেয়া। আর সেজন্যেই জরুরি হয়ে পড়েছিল বর্ডারকে সরানর।'

আবার খুলে গেল কুইলের চোখ। 'ইণ্ডিয়ান ভ্যালি,' বলল সে। 'প্রায় ছশ গরু আছে। আর চমৎকার দুটো গ্রে।'

'দুটো গ্রে?' মার্শালের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল জয়েস। 'ওগুলোই, স্পিলম্যান। স্প্রিংসে লিভারি স্ট্যাবল থেকে ওই ঘোড়া দুটোই ভাড়া করেছিল বিলি ওয়েকম্যান।'

ঘুরে দাঁড়াল মার্শল। 'এস, চান্স। আমরা এবার বুচ মোগেলো আর তার দলবলকে পাকড়াও করব।'

যখন চলে গেল ওরা, জয়েসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অড্রে ওয়েকম্যান, ওর আস্তিনে হাত রাখল।

'আমি দুঃখিত, জেমস। বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু বিলির লাশ আর তার কাপড়চোপড় যখন পাওয়া গেল এখানে…এত বড় প্রমাণ, তার ওপর কানে ফুসমন্তর দিল রাইলার। এমন ভাবে বোঝাল, যেন তুমিই খুনী।'

পলক তুলল অড্রে। 'বাবা তোমাকে সবসময় পছন্দ করতেন, জেমস। তুমি ছিলে তার প্রিয়পাত্র। প্রায়ই ভাবতেন তোমার কথা। মনেপ্রাণে চাইতেন বিলি যেন তোমার মত সাহসী হয়।'

কুইল চোখ খুলল। 'বাবা আমার কথা কিছু বলেনি। এটা কিন্তু একপেশে বিচার হচ্ছে।'

'চোপরাও,' সহাস্যে বলল জয়েস। 'তুমি আহত।'

জমাট বরফের ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ হল। বাইরে তাকিয়ে, ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেমসের মুখ।

'অড্রে,' তড়িঘড়ি বলল সে, 'সরে যাও। বুচ মোগেলো।'

দ্রুত, নিজের অস্ত্রগুলো পরখ করল ও, এগোল দরজার দিকে, কবাট খুলে বাইরে পা রাখল।

ধূসর দিন: বৈচিত্র্যহীন ভারি মেঘের আনাগোনা আকাশে, পাইন বনে হিমেল হাওয়ার ফিসফাস। বুচ মোগেলো এরই মাঝে নেমে পড়েছে স্যাডল থেকে। স্টিভ ক্যাবানিস আর ম্যাস লুবি এখনো তাদের ঘোড়ায় বসে।

'মোকাবেলাটা এখানেই হবে মনে হচ্ছে,' ভাঙা দাঁতের ফাঁকে হেসে বলল মোগেলো। 'আমাদের সুন্দর দাঁওটা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, জয়েস। এবার আমরা তোমাকে খতম করব!

'ওখানে অপেক্ষা করছিলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বনের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'তারপর মার্শাল চলে যেতেই বুঝলাম তুমি এখন একা।

তোমাকে শেষ করে, ওই টিকটিকি আর পুঁচকে পাঞ্চারটাকে জাহান্নামে পাঠাব।'

'জেমস,' দরজা থেকে কুইলের গলা শোনা গেল, 'গোলাগুলির সময়ে তুমি যদি একটু সরে যাও, মোগেলোকে আমি দেখিয়ে দেব এই পুঁচকে পাঞ্চার সিক্স-গানের ব্যবহার জানে।'

দরজার কবাটে হেলান দিয়ে, বারনি কুইল সহাস্যে তাকিয়ে আছে তিন তস্করের দিকে।

আস্তাবলের দরজায় মচমচ করে উঠল বরফ, হোসে মোরালেসের অলস অবয়বখানা ধরা পড়ল জেমসের চোখের কোণে। 'সি, সিনর,' বলল সে। 'লড়াইয়ের জন্যেই কুইল আর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে তুমি। এখন সেই লড়াইটাই হবে!'

বুচ মোগেলোর মুখ বেঁকে গেল। 'সমানে সমানে, হাহ্! বেশ, তাই হোক, তবে।' ওর বিশাল হাত দুটো ছোঁ মারল নিচে।

একপাশে সরে গেল জেমস, ডান হাতে গুলি ছুড়তে লাগল। ওর প্রথম বুলেটের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল মোগেলো, তারপর কোনমতে স্থির হয়ে পালটা হামলা চালাল দানব। জেমসের টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট, বরফের মধ্যে ফেলে দিল। জয়েস আরো দুটো গুলি ছুড়ল, নিচু নিশানায়।

অন্যদের বন্দুকের গর্জন শুনতে পায় ও, দেখল ক্যাবানিস ছিটকে পড়ে গেল বরফে, প্রয়াস পেল উঠবার, তারপর এভাবে লুটিয়ে পড়ল যেন অতিকায় একটা কিছু আঘাত করেছে ওকে। আরেকটা গুলি ছুড়ে মোগেলোর দিকে এগিয়ে গেল জেমস। বিশালদেহীর মুখ বেঁকে আছে বিদ্বেষে।

ওর বিরাট পিস্তলখানা উঁচু হল ওপর পানে, ভেংচি কাটল

লোকটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, ফের উঠল কষ্টেসৃষ্টে। হিমেল হাওয়া ঝাপটা মারল জেমসের মুখে, ঘাম শুকিয়ে দিল। পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, হাতের পিস্তল অদলবদল করল। বাঁয়ে আধপাক ঘুরল জয়েস, দ্রুত গুলি ছুড়ল দুটো। পাণ্ডুর হয়ে গেল মোগেলোর মুখ, তারপর আকস্মিক পাণ্ডুরতা ছাপিয়ে দেখা দিল রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা। মন্থর গতিতে, প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত, এক পা এগোল সে, সামনে-পেছনে দোল খেল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গিয়ে হঠাৎ কবরের স্তব্ধতা নামল চারপাশে। জেমস, অক্ষত, ঘাড় ফেরাল হোসে মোরালেসের দিকে। মেক্সিক্যান পাঞ্চার আস্তাবলের কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

'সামান্য আঁচড়!' বলল সে। 'চমৎকার শুটিং, না?'

'কুইল,' পেছন ফিরল জয়েস।

'ঠিক আছি, বস্,' জবাব মিলল। 'চোখে কাঠের কুচি পড়েছে কয়েকটা। ছোকরাগুলো নেহাত বোকা। ওদের উচিত ছিল আগেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়া।'

বুচ মোগেলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেমস। মারা গেছে আউট-ল। তিনটে বুলেট ভেদ করেছে ওর দেহ, একটা কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগ-স্থলে ঢুকেছে, আর শেষটা দুই চোখের মাঝখানে।

ক্যাবানিস আঘাত পেয়েছে তিনটা। অন্তত দুটো জখম, মোরালেস আর কুইলের সৃষ্টি, ওর মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ম্যাস লুবি তখনো বেঁচে, বরফের মধ্যে বসেছিল। জয়েসের দিকে তাকাল সে। 'আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে,' বলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তস্কর।

থুতনির রক্ত মুছতে মুছতে, কেবিনের দিকে এগোল মোরালেস।

'তুমি অনেক ফ্যাসাদ কিনেছ, সি ?'

জেমস জয়েস ঘাড় ফিরিয়ে, পাইনে-মোড়া দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'অনেক ফ্যাসাদ, তবে জায়গাটা চমৎকার—পুরুষমানুষের উপযোগী !'

'মেয়েদের জায়গা নেই ?' দরজা থেকে বলল অড্রে।

ওর পানে তাকাল জেমস, হাসল মৃদু। 'পশ্চিমের মেয়ে হলে আছে।'

তড়িঘড়ি বলল অড্রে, 'আমার মা কোলের ওপর রাইফেল রেখে আমাকে দোলনায় ঘুম পাড়াতেন।'

'বিলকুল পশ্চিমী কায়দা !' বলে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল জয়েস, ঘরের ভেতর দুজনা ঢুকে গেল একসঙ্গে।

প্রতিশোধ

সূর্যাস্তের পরপরই মিলার্স ক্রসিংয়ে পৌঁছুল লোকটা। স্টেজ স্টেশনের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল এক মুহূর্ত, তারপর উল্টো দিকের স্যালুনে গিয়ে ঢুকল।

ব্যাট উইংডোর খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল বারটেণ্ডার। আগন্তুককে দেখেই বড়সড় ঢোক গিলল একটা, পরক্ষণেই মাথা নিচু করে বার পরিষ্কারে লেগে গেল। পশ্চিমের স্যালুনগুলো সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, এটাও তেমনি নাতিপ্রশস্ত ঘর, তাতে একটা বার আর খানকতক চেয়ার-টেবিল পাতা। খদ্দেরদের অধিকাংশই মজুরশ্রেণীর। আসর জমিয়ে গল্প করছে। নবাগতকে দেখে পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। একজন কাঁপা কাঁপা হাতে তাস ফেটতে লাগল।

ওরিন চ্যান্সির প্রশ্ন শুনেই ওরা বুঝল, ওদের অনুমান ভুল হয়নি। 'জ্যাক ডেভিসকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?'

বারটেণ্ডারের কণ্ঠমণি নড়ে উঠল। 'সে···ওরা···ওরা তাকে খুন করেছে।'

'খুন!'

চ্যান্সির চোখজোড়া শীতল হয়ে উঠল। ডান গালে কাটা দাগ-

অলা লোকটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার ঢোক গিলল বারটেণ্ডার। ওর কঠোর মুখভাব অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে।

'অ্যারন ফব্‌স্-এর কাজ, মিস্টার চ্যান্সি,' বলল সে। 'ব্যালার্ড গ্রুপের লোক।'

ওর পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল চ্যান্সি।

'আজ দুপুরের ঘটনা। দুটোর দিকে। মোট পাঁচজন, তার মধ্যে চারজন এখানে আসে। অপরজন বাইরে ঘোড়া পাহারায় ছিল। নীচপ্রকৃতির চেহারা সব। ঘোড়াগুলোর হাল দেখে বোঝা যাচ্ছিল বহুদূর থেকে আসছে।

'স্যালুনে ঢুকেই চারপাশটা একনজর দেখে নেয় ওরা, তারপর আর মনোযোগ দেয়নি কোনোদিকে। আমরাও চিনি ওদের, যেবার বেন্টনে ব্যাংক ডাকাতির সময়ে একজন ক্যাশিয়ারকে খুন করেছিল, তারও আগে থেকে। সবাই জানে, ব্যালার্ডরা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এ-অঞ্চলে ওরকম ভয়ঙ্কর দল আর একটিও নেই।

'ওদের মধ্যে দীর্ঘদেহী লোকটাকে দেখেই চিনতে পারি আমি। কপালের কাছে এক গোছা সাদা চুল। ওই লোকই ক্লাইড ব্যালার্ড। টেক্সান। রিও গ্র্যাণ্ড থেকে কাইম্যারন পর্যন্ত প্রায় সবাই চেনে ওকে।

'ওর সঙ্গের ঝাঁকড়া চুলোটা ছিল নিঃসন্দেহে বিল নর্থাপ, ব্যালার্ড-দের চাচাত ভাই। অল্প বয়সী শ্যামবর্ণ ছেলেটা টম ব্যালার্ড। বাকি দুজন অ্যারন ফব্‌স্ আর লুথার ডয়েল।'

'মনে হচ্ছে ওদেরকে ভালো করেই চেন তুমি,' বলল চ্যান্সি। 'পুরো ঘটনাটা খুলে বল আমাকে।'

'ব্যালার্ডরা আসার মিনিট চারেক আগে ডেভিস আসে এখানে। ওর স্বভাব-চরিত্র বোধ করি জানা আছে তোমার; চমৎকার লোক

ছিল, কোন ঝামেলায় থাকত না, তবে একটু বাচালপ্রকৃতির ছিল, এই যা। ব্যালার্ডরা এখানে ঢোকার পর ওদেরকে তেমন আমল না দিয়ে কথা চালিয়ে যায় সে।

'"কাল রাতে জন এসেছিল। ওর কাছে খবর পেলাম ব্যালার্ড গ্রুপ আবার মাঠে নেমেছে। ফব্‌স্‌ও নাকি যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।" চোখ মটকে ওকে সাবধান করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা, কিন্তু ও থামল না। "ঐ ফব্‌স্‌," ও বলল, "একটা আস্ত ছ্যাঁচড়। বরাবরই ওরকম।

'"তবে আশার কথা, সুদিন আসছে, এদের দৌরাত্ম্য আর বেশি-দিন থাকবে না।" ডেভিস সবসময় এ-সব কথা বলত। কিন্তু এবার ওর দুর্ভাগ্য, পেছন থেকে ফব্‌স্‌ শুনে ফেলেছিল সেটা। ওর কাঁধে মৃদু চাপড় দেয় সে। "তুমি খুব বেশি কথা বলো, হে," নিচু অথচ হিসহিসে গলায় বলল ফব্‌স্‌।'

নীরবে শুনতে লাগল ওরিন চ্যান্সি, পুরো ব্যাপারটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। ঠিকই বলছে বারটেণ্ডার, ওরকমই ছিল ডেভিসের স্বভাব : সর্বদা খই ফুটত মুখে, কিন্তু ভুলেও কখনো কারো ক্ষতি কামনা করেনি লোকটা। দিলখোলা, পরিশ্রমী ছিল। বউ অনেক আগেই গত হয়েছে। সংসারে আপন বলতে আছে এক মেয়ে—জনি। মেয়েটার কথা মনে পড়তেই চ্যান্সির মুখের সমস্ত পেশি শক্ত হয়ে উঠল, একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল তলপেটে, মনে হল গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে আছে।

'ফব্‌স্‌ জিজ্ঞেস করল ডেভিসকে, ব্যালার্ডদের উৎপাত সে বন্ধ করতে চায় কি-না।

'ওকে তো জানতেই তুমি, বাচাল হলেও ডেভিস ভীরু ছিল না।

"চাই-ই তো!" জোরের সঙ্গে বলল সে। "দেশটা খুনে-বদমাশে ভরে উঠুক, এটা তো কারো কাম্য হতে পারে না।"

'এই পর্যায়ে ক্লাইড ব্যালার্ড মুখ খোলে। "বাদ দাও, অ্যারন। আসলে ও জানে না যে ও কী বলছে। চল, রওনা হই।" টম ব্যালার্ড উঠে দরজার দিকে রওনা দেয়, পেছন পেছন নর্থাপ। জ্যাক ডেভিস সব চুকে গেছে মনে করে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকায়।

'ওরকম করা উচিত হয়নি ওর, কিন্তু ডেভিস ছিল অভ্যেসের দাস। যখনই চিন্তিত থাকে, বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তামাক চিবোয়। তামাক বের করতে পকেটে হাত ঢোকাল ও, আর অমনি গুলি করল ফব্‌স্‌।

'ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেছে যে, কেউ কিছু করা বা বলার সময় পর্যন্ত পায়নি। ক্লাইড ব্যালার্ড খিস্তি করে ওঠে, তারপর ওরা সদলে কেটে পড়ে। গুলিটা ডেভিসের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গিয়েছিল। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের ওপর পড়েছিল সে, হাতে তামাকের কৌটোটা নিয়ে। অথচ ওর কাছে কোন পিস্তল ছিল না।'

চ্যান্সি চুপ করে রইল। গ্লাসের লাল তরল পদার্থের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আনমনে ভাবছে জনির কথা। মাত্র মাস কয়েকের পরিচয়, শরীরে তিনটে বুলেটি জখম নিয়ে ওদের র‍্যাঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিল সে। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না প্রায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল শরীর থেকে।

জনি ওকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করে, তারপর বাপ-বেটিতে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে যায় ভেতরে। ওদের সেবাযত্নের ফলেই সে-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে ও। বল ফিরে পেয়ে ওদেরকে র‍্যাঞ্চের কাজে কিছুদিন সাহায্য করেছিল সে। তখনো ও রেঞ্জার হয়নি, আর ডেভিসদেরও কাজের লোক দরকার ছিল। দুজন কাউহ্যাণ্ড অবশ্যি

ছিল, তবে বুনো জানোয়ার সামলাবার ব্যাপারে ততটা দক্ষ ছিল না ওরা।

বাথানকর্মীরা সাধারণত ভবঘুরে লোকদের বিশেষ একটা জিজ্ঞাসাবাদ করে না। সে তার দায়িত্বটুকু পালন করলেই সন্তুষ্ট থাকে। কঠোর চেহারার, দুই কোমরে পিস্তল ঝোলান লোক খুব বেশি দেখা যায় না, কথাটা এই পশ্চিমের বেলাতেও খাটে।

মানুষের নামে তার পরিচয় নয়; তাছাড়া ডেভিস আর জনিও জানত যে, যে-লোক সঙ্গে দুটো পিস্তল রাখে, হয় তার প্রয়োজন আছে বলে রাখে, নয়ত সে বোকা।

ওদেরকে কখনো নিজের আসল নাম বলেনি সে। স্রেফ ওরিন বলেই পরিচয় দিয়েছে। জ্যাক ডেভিস তাকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করত। জনির কাছে ও হল আদরের বড় ভাই।

ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লাগল ওর, তারপর ধীর পায়ে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল। চ্যান্সি জানে এখন সে কী করবে। এই বিষয়ে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই তার মনে। এই দেশটাই এমন যে, একবার কারো নিমক খেলে তার কিছু সমস্যাও ঘাড় পেতে নিতে হয়। স্থানীয় লোকেরা ওকে জ্যাক ডেভিসের এক সময়কার কর্মচারী হিসেবে চেনে। জানে, আহত অবস্থায় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল ও। তবে কোথায় এবং কীভাবে আহত হয়েছিল, সে-বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি কখনো—যদিও মানুষ মাত্রই স্বভাব-কৌতূহলী।

লাগাম চেপে ধরে জিনে চেপে বসল সে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দুদিন পর। মিলার্স ক্রসিংয়ে আবার ফিরে এল ওরিন চ্যান্সি।

শহরের লোকেরা দেখল, ওর ঘোড়ার স্কাবার্ডে একটা ঝকঝকে নতুন উইনচেস্টার বাঁধা।

চ্যান্সি যখন স্টেজ স্টেশনের সামনে এসে থামল, বিল অ্যাণ্টন তখন সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ওর বাথানটা ডেভিসের বাসার কাছেই। ডেভিসের বাথানে কাজ করার সময় দুজনার পরিচয় হয়েছে।

'বিল, ডেভিসের বাথানের দিকে তুমি যদি খেয়াল রাখ তো খুব ভাল হয়।' দম নিতে থামল চ্যান্সি, ভোঁতামুখো রোয়ানটার গলায় আদরের হাত বুলাল। 'আমি রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। ম্যাক নেলির সঙ্গে আছি।'

'ব্যালার্ডদের পিছু নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। ম্যাক নেলি অবশ্যি লোক দিতে চাইছিল সঙ্গে, আমি রাজি হইনি।'

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল চ্যান্সি। শুনল পেছনে কে যেন বলছে, 'ম্যাক নেলি ওই ছোঁড়াটাকে দলে নিয়েছে কেন বুঝলাম না!'

বিল অ্যাণ্টন জবাব দিল: 'ম্যাক নেলি ভুল করে না। নিজের কাজ সে ভালোই বোঝে। বিশ্বাস কর, ছেলেটা তুখোড়, ওর সাথে কাজ করেছি আমি।'

দক্ষিণে, পাহাড়ি এলাকায় ঘোড়া ছোটাল চ্যান্সি। বজ্জাত চেহারার এই রোয়ানটা দীর্ঘ পথ চলায় পটু, ব্যালার্ডদের কাছে এত ভাল ঘোড়া থাকার কথা নয়। ঘোড়াটা ছুটতে ভালবাসে, বিশেষ করে দুর্গম ট্রেইলে। জংলী জীবনের কথা ভুলতে পারেনি এখনো।

ব্যালার্ডরা পেছনে কোনো শত্রু আশা করছে না, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের ট্রেইল। দু-এক জায়গায় লুকানোর যাও-বা চেষ্টা করেছে, তাতে চ্যান্সির অসুবিধে হচ্ছে না কোন।

এর আগে মাত্র একবার এ-পথে গেলেও এই অঞ্চল তার সম্পূর্ণ অচেনা নয়। দক্ষিণ আর পশ্চিমে কিছু পাহাড় রয়েছে, স্থানীয় লোকেরা ওগুলোকে হাইবাইণ্ডার নামে ডাকে। বন্ধুর, বিপদসঙ্কুল এলাকা। কোমাঞ্চিদের ভীষণ পছন্দের জায়গা, ওদের চোখে না পড়ে ওখানে পৌঁছুনর কোন রাস্তাই নেই। জানা থাকলে পানির উৎসও রয়েছে প্রচুর।

চ্যান্সির মাথায় চিন্তার ঝড় চলছে। ডেভিসকে মারার ব্যাপারটা ক্লাইড ব্যালার্ড আদৌ পছন্দ করবে না। অকারণ রক্তপাত পছন্দ করে না সে। গা ঢাকা দেয়ার মত জায়গা আউট-ল জীবনে জরুরি, কিন্তু সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে সেটা সম্ভব নয়। অধিকাংশ সময়ে তারা মুখ বুজে থাকে, কিন্তু কোন প্রিয়জনকে খুন করলে ফুঁসে ওঠে।

অ্যারন ফব্‌স্ আবার এর বিপরীত। হায়নার মত হিংস্র। তবে ক্লাইডকে চটাতে সাহস করবে না। লুথার ডয়েলের ক্ষেত্রেও এ-কথা খাটে, কারণ পিস্তলে ক্লাইডের হাত ভাল।

ওদের কেউ-ই পেছনে শত্রু লাগার কথা কল্পনা করবে না। গোলাগুলি যেখানে হয়েছে সেখান থেকে বেন্টন অনেক দূরে, আর মিলার্স ক্রসিংয়ে কোন মার্শাল নেই।

পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ওরিন চ্যান্সি ওদের মনোভাব স্পষ্ট আঁচ করতে পারছে। অহেতুক রক্তপাতের জন্যে ক্লাইড মনে মনে ক্রুদ্ধ হবে, ভবিষ্যতে মিলার্স ক্রসিংয়ে ঢোকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার জন্যে। ফলে, ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে তাকে।

চ্যান্সির কোন তাড়াহুড়ো নেই। এই পথের শেষে, সে জানে, কী অপেক্ষা করছে তার জন্যে। হত্যাকাণ্ডের প্রায় দশদিন পরে স্নোকাম-এর বাথানে পৌঁছুল সে।

বাসার সামনে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল ও। পেছনের গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল টেট স্লোকাম। 'খাবার মিলবে কিছু?' জিজ্ঞেস করল চ্যান্সি। 'খালি পেটে তিরিশ মাইল পাড়ি দিয়েছি।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল স্লোকাম। 'ঘোড়াটা আস্তাবলে রেখে এস। কুয়োর পাশে গামলা আছে, ইচ্ছে করলে হাতমুখ ধুয়ে নিতে পার।'

সাফ-সুতরো হয়ে আঙুলের সাহায্যে চুল আঁচড়ে নিল চ্যান্সি। তারপর বাসায় ঢুকল। অচেনা যে-কেউ ওকে অ্যাপাচি বলে মনে করে বসতে পারে, যদিও ওর ধমনীতে ইণ্ডিয়ান রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না। এ-জন্যে অনেক সময়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তাকে। টেবিলে খাবার ছিল প্রচুর, খাওয়াটা ওদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

টেট স্লোকাম এই পরিবারের কর্তা, বাড়ি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্যাঞ্চলে। দুই ছেলে। বউটা নোংরা, মাথায় কটা চুল, গলার স্বর পুরুষালি। ক্রিলি নামে এক ঈগলমুখো বাথানকর্মী রয়েছে ওদের। মেয়ের নাম সারাহ্। সে-ই খাবার পরিবেশন করছে। এর মাথার চুলও লাল, চলাফেরার সময়ে নিতম্বের হিল্লোল অনেক পুরুষের মনে কামনার ঝড় বইয়ে দেবে। এই মেয়ের জন্যে, এমনকি, হঠাৎ একদিন রক্তগঙ্গা বয়ে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

মেয়েলোকের ভিড়ে চ্যান্সি অস্বস্তি বোধ করে। ওদের মতিগতি ভাল বুঝতে পারে না সে। আড়চোখে একবার সারাহ্কে দেখে নিয়েই চোখ সরিয়ে নিল ও। নারী-চরিত্র বুঝতে না পারলেও বিপদ চিনতে তার ভুল হয় না।

ওরিন চ্যান্সির বয়েস এখন একুশ, বারো বছর বয়েস থেকে সে শক্ত কাজ করে অভ্যস্ত। গবাদি পশুর যত্ন নেয়া, বুনো ঘোড়া পোষ মানান—এ-সব তার কাছে পানি। জীবনে স্নেহ-মমতার ছোঁয়া সে পায়নি বললেই চলে, বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও নেহাত কম। একবার, ওর বয়েস যখন মাত্র আট, এক লোক ওদের বাড়িতে এক বেলার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমে তখনো জনবসতি খুব একটা গড়ে ওঠেনি। ইণ্ডিয়ান হামলা ছিল নিত্যকার ব্যাপার। লোকে তখন একা বেরুতে সাহস করত না। কিন্তু এ-লোক করেছিল।

লোকটা বিদায় নেয়ার সময় তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়তে দেখেছিল চ্যান্সি। ওকে যেতে দেখে মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিল সে। লোকটার চলাফেরায় শক্তিমত্তার ছাপ ছিল।

জিনের ওপর থেকে ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'মাথা উঁচু করে চলাফেরা করবে, বাছা, মাথা উঁচু করে।'

'মাথা উঁচু করে' চলতে বলার অর্থ সেদিন সে বোঝেনি, তবে এটুকু অনুভব করেছিল যে লোকটা কোন দামি কথাই বলেছে। ওকে কোন-দিন ভোলেনি চ্যান্সি।

ব্যালার্ডের এক সাঙ্গাৎ তার এক বন্ধুকে খুন করেছে। সেই লোককে শায়েস্তা করতে আর কোন কারণ দরকার নেই তার, এবং এরচেয়ে বেশিকিছুও সে চায় না। সঙ্গত কারণেই রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে সে। টেক্সাসে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে, এবং সে আইনের পক্ষে থাকতে চায়। ম্যাক নেলি লোক চিনতে দক্ষ। তাকে সে ঠিকই চিনেছে। ও যে জাত শিকারী, বুঝতে ভুল করেনি রেঞ্জার ক্যাপ্টেন, উপলব্ধি করেছে একে দলে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ, চ্যান্সি বিপক্ষে থাকলে অনেক লোকক্ষয়ের আশঙ্কা আছে

তার।

'আমরা বিশ্বাসী লোক চাই,' বলেছে সে।

'আমি জীবনে কখনো লোক ঠকিয়ে পয়সা নেইনি,' জবাব দিয়েছে চ্যান্সি।

'বাসা কোথায়?'

'যেখানে রাত সেখানে কাত,' বলেছে ও। 'আমার তিনকূলে কেউ নেই।' তারপর যোগ করেছে, 'এক-আধটু লিখতে-পড়তে পারি।'

'দেশ?'

'ডি-হ্যানিস-এর কাছাকাছি। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, বেশির ভাগই ইণ্ডিয়ান হামলায় মারা পড়েছে।'

'ডি-হ্যানিস? তুমি কি ফরাসি?'

'বলতে পার। তবে, অন্য রক্তও রয়েছে। এ-সম্বন্ধে বেশিকিছু জানি না আমি। এমন এক জায়গায় বেড়ে উঠেছি, যেখানে অধিকাংশ লোকই ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।'

'জায়গাটা আমি চিনি। তা তুমি কি স্প্যানিশও জান?'

'ভাঙা ভাঙা। মেক্সিকান কাউহ্যাণ্ডদের সঙ্গে গরু চরিয়েছি।'

এ-ভাবেই শুরু হয়েছে ওর রেঞ্জার জীবন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চ্যান্সি উপলব্ধি করে, সে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। বেপথু হওয়ার সুযোগ ওর ছিল, এবং সে-ক্ষেত্রে একদিন হয়ত নিরীহ মানুষও খুন করে বসত।

'থাকার মত একটা জায়গা খুঁজছি,' স্লোকামকে বলেছিল ও। 'এমন, যেখানে মানুষ নিরিবিলিতে কাটাতে পারে এবং ঘোড়ার জন্যে পর্যাপ্ত ঘাস আছে।'

ইঙ্গিতে পাহাড়ের দিকটা দেখিয়েছে স্লোকাম। 'জায়গাটাকে আমরা হাইবাইণ্ডার নামে ডাকি। মূলত কোমাঞ্চিদের আড্ডা। তবে, এখন আর নেই বললেই চলে।' তারপর বাসার দিকে ইশারা করে বলেছে, 'হাতমুখ ধোয়া হলে ভেতরে এস, খাবে।'

এ-সবই খেতে বসার আগের কথা। পেট পুরে আহার করেছে ও। লঘুপাক খাবার, তবে রান্নাটা চমৎকার। সাপারের পরপরই স্লোকামের দুই ছেলে বিদায় নিলেও ক্রিলি রয়ে গেছে। বুটের গোড়ালিতে একটা ছুরি ঘষছে।

'তোমাকে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে,' চ্যান্সিকে বলল সে।

ক্রিলিকে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর, আর ক্রিলি দেখে থাকলেও তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ও যখন ডেভিসের বাথানে কাজ করত তখন হয়ত দেখে থাকবে। এবং পুরস্কারের লোভে তথ্যটা হয়ত সে ব্যালার্ডদের জানাবে। ওদের সন্ধান পেতে চ্যান্সির একটা সূত্র দরকার, ক্রিলি হয়ত-বা সেটাই জোগাবে ওকে। ব্যালার্ডরা যদি ওর জন্যে তৈরি হয়ে থাকে তাতে কিস্‌স্যু আসে যায় না, সে-ও প্রস্তুত রয়েছে তাদের জন্যে।

উঠে দাঁড়াল সে। স্লোকাম তাকাল ওর দিকে। 'ইচ্ছে করলে খড়ের গাদায় ঘুমুতে পার। বাড়তি বিছানা নেই আমাদের।'

'অভ্যেস আছে।'

গোলাবাড়িতে গিয়ে চ্যান্সি দেখল, টাল দিয়ে খড় রাখা আছে। তার মধ্যে একটা গাদা ছোট, অর্ধেকটাই নতুন খড়। ওই গাদার ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল চ্যান্সি। গোলাবাড়ির খোলা দরজা-পথে তারাজ্বলা আকাশের অনেকটাই চোখে পড়ে।

বড়জোর একঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে, হঠাৎ জেগে গেল, হাতে পিস্তল।

পিস্তলটা কীভাবে ওখানে এল ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না সে। কেবল এটুকু বলতে পারে যে বিপদের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের ফলে এটা ওর একটা মজ্জাগত অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। অস্ত্র ওর অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ব্যাপারটা এখন সহজ হয়ে গিয়েছে।

চকিতে মনে পড়ল চ্যান্সির কেন তার ঘুম ভেঙেছে। শানের ওপর ঘোড়ার খুর ঠোকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। উঠে বসে কান পাতল সে, শব্দটা আবার শুনতে পেল, পা ঠুকছে একটা ঘোড়া, গায়ে জিনের চামড়া বাড়ি খাওয়ার খসখস শব্দও পাচ্ছে।

নিঃশব্দে আঁধারে মিশে বাইরে উঁকি দিল ও। প্রেম করার মত ফুরসত ওরিন চ্যান্সির জীবনে আসেনি, তা না হলে টম ব্যালার্ডের পরিবর্তে, সে-ই হয়ত আস্তাবলের সামনে সারাহ্‌র সাথে প্রেম করত। দুজনকে চুম্বনরত অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। দুটো নর-নারীর দেহ আদিম মানব-মানবীর মত সেঁটে আছে পরস্পর।

চুম্বনদৃশ্য দেখার জন্যে ওখানে আসেনি চ্যান্সি, আঁধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও। ব্যালার্ডকে আগে থেকেই সে চেনে।

'অপরিচিত কেউ এসেছে নাকি এর মধ্যে!' জিজ্ঞেস করল টম।

'হ্যাঁ। যাওয়ার পথে থেমেছে। ওই খড়ের গাদায় ঘুমুচ্ছে। লোকটা বাবাকে জিজ্ঞেস করছিল দিন কয়েক থাকার মত কোন জায়গা কাছেপিঠে মিলবে কিনা। বাবার ধারণা, ও কোন পলাতক আসামি হবে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই, রেঞ্জার নয়। অবশ্যি ওর কাছে একটা আনকোরা নতুন উইনচেস্টার আছে, যেমন থাকে রেঞ্জারদের।

বন্দুকবাজদের মতই চেহারা। শ্যামলা ছিপছিপে লম্বা। বাজ পাখির ঠোঁটের মত নাক। কাল চোখ। দুই কোমরে দুটো সিক্স শুটার। ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটে। বাদামি রঙের কদাকার একটা রোয়ানে চেপে এসেছে।'

জোরে শ্বাস টানল টম ব্যালার্ড। 'ডান গালে কাটা দাগ আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! লোকটা কে?'

'চ্যান্সি, ওরিন চ্যান্সি। পেট ড্রাগোকে ও-ই হত্যা করেছে কিছুদিন আগে।'

'তোমাকে খুঁজছে নাকি?'

'বোধহয় না। আর কেনই-বা খুঁজবে? যদ্দূর শুনেছি, ও নিজেও আউট-ল গোছেরই কিছু একটা।'

এরপর ওদের মাঝে মামুলি আলাপ শুরু হল। চ্যান্সি পা টিপে টিপে বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ল এবং একটু বাদেই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

পরদিন সকাল। গামলার পানিতে মুখ ধুচ্ছে চ্যান্সি, এমন সময়ে সারাহ্ এল সেখানে। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের পানি ঝেড়ে ফেলে চ্যান্সি হাত বাড়াল দরজার পাশে রাখা তোয়ালের দিকে।

'থাকার জায়গা খুঁজছি,' বলল ও। 'ধারে-কাছে মিলবে?'

'নাহ্,' জবাব দিল মেয়েটা, চোখের কোণ কুঁচকে কী যেন খুঁজল ওর চেহারায়। জিজ্ঞেস করল, 'জায়গা পেলে বেড়াতে আসবে আমাদের এখানে?'

মেয়েদের ব্যাপারে ওরিন চ্যান্সি অভিজ্ঞ নয় ঠিকই, তবে ওর ব্লাড-হাউণ্ডের মত অনুভূতিশক্তি ওকে বলে দিল, এ-ক্ষেত্রে কী বলতে হবে। 'না এসে উপায় আছে, হাঁপিয়ে উঠব না!'

কুয়ো থেকে এক বালতি পানি তুলল সারাহ্। 'পাহাড়ে চলে যাও। প্রচুর ঘাস-জল আর অ্যান্টিলোপ মিলবে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে না কোন।'

হরিণের মাংসের কাবাব দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। চ্যান্সি খেয়াল করল টেবিলে ক্রিলি গরহাজির। 'জো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল স্লোকাম। 'নাস্তার টেবিলে ও নেই, এমন তো হয় না।'

'সূর্য ওঠার আগেই পাহাড়ে গেছে,' জানাল স্লোকামপত্নী।

একঘণ্টা বাদে ক্রিলি ক্যানিয়নে পৌঁছুল, যেখানে ব্যালার্ডের দল আস্তানা গেড়েছে। কেবিনের সামনে ঘোড়া থেকে নামতেই অ্যারন ফব্‌সের ওপর চোখ পড়ল ওর, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'দুঃসংবাদ,' বলল ও।

ক্লাইড ব্যালার্ড বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, পেছনে লুথার ডয়েল আর নর্থাপ।

'কী খবর?' জানতে চাইল ফব্‌স্।

'ওরিন চ্যান্সি নাস্তা খাচ্ছে স্লোকামের বাসায়।'

'তাতে আমাদের কী?' কথা বলল ক্লাইড।

'জ্যাক ডেভিসকে খুন করেছে ফব্‌স্, তাই না? চ্যান্সি কাল রাতে যখন এল তখন চিনতে পারিনি ওকে, পরে মনে পড়ল, কিছুদিন আগে বুলেটি জখম নিয়ে ডেভিসের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল সে। ওরা সুস্থ করে তোলে ওকে। পরে ডেভিসের বাথানে কিছুদিন কাজও করেছে। শুনেছি, ওই বাথানে ওর নাকি শেয়ারও আছে।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল অ্যারন ফব্‌সের মুখভঙ্গি। 'আমার পেছনে লাগলে কপালে দুঃখ আছে বাছাধনের। ওর মত দুটো লোকের জন্যে

আমি একাই কাফি।'

'অ্যারন, তুমি বরং সটকে পড়,' পরামর্শ দিল ক্লাইড। 'শুনেছি, পিস্তলে ওর নিশানা নাকি দারুণ। আর অসম্ভব ক্ষিপ্র।'

'আমার খোঁজ পাবে কীভাবে? যদি না'—ক্রিলির দিকে তাকাল ফব্‌স্—'তুমি বলে দাও।'

'আমার বয়ে গেছে বলতে।'

ফব্‌স্‌কে সে রগে রগে চেনে, ওর মন্তব্য তার পছন্দ হল না। চকিতে ক্রিলি উপলব্ধি করল, ফব্‌স্‌কে খবরটা দেয়ার জন্যে এতটা তাড়াহুড়ো সে না করলেও পারত। বরং চেপে যাওয়াই উচিত ছিল। অথচ ক্লাইড ব্যালার্ডকে সে পছন্দ করে এবং ক্লাইড ঝগড়াটে লোক—তার দলের একজনের সাথে শত্রুতার অর্থ সকলের সঙ্গে শত্রুতা। ফব্‌স্‌কে কখনই পছন্দ করে না ক্রিলি। লোকটা নীচ!

'ও তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে,' বলল ক্লাইড। 'মসৃণ পাথর-খণ্ডের ওপর একটা সাপকে ট্রেইল করার দক্ষতা রাখে চ্যান্সি। আর যারা ওর পেছনে লাগতে গেছে, তারা কেউ এখন আর বেঁচে নেই।'

নাস্তার টেবিলে ক্রিলির অনুপস্থিতির কারণ ওরিন চ্যান্সি অনুমান করে নিল। স্লোকাম পরিবার যে এর সাথে জড়িত নয়, সে-বিষয়ে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। থাকলে, ও কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করত না টেট।

তাহলে ওর না থাকার কারণ কী? নতুন একটামাত্র ঘটনাই ঘটেছে স্লোকামের বাসায়—ওর আগমন। গত রাতেই ক্রিলি বুঝেছিল ওকে কোথাও দেখেছে সে। পরে, নিঃসন্দেহে, মনে পড়েছে কোথায় দেখেছে, এবং খবরটা সে ব্যালার্ডদের দিতে গেছে।

ও পাহাড়ে গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ট্রেইল রেখে গেছে পেছনে, এবং যেখানে একটা ঘোড়া যেতে পারে, সেখানে চ্যান্সিও যেতে পারবে। নাস্তার আধঘণ্টা পর ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা হল সে। যখন নিশ্চিত হল, র‍্যাঞ্চ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, ঘুরে ক্রিলির ট্রেইলে উঠল।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ও। ট্রেইলটা খানিকদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে একটা মরা জলাশয়ের ভেতর নেমে গেছে। ছোট্ট একটা পাহাড়ি ঝরনার সামনে এসে থামল চ্যান্সি। গভীর স্বচ্ছ জল, তলার নুড়ি-পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে।

চ্যান্সি একটা নীতি মেনে চলে, খাবার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করে না : এই পশ্চিমে, মরুভূমি যেখানে মানুষের নিত্যসহচর, কখন কী ঘটে কেউ বলতে পারে না। আঁজলাভরে জলপান করল সে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল একটু জিরিয়ে নিতে। তারপর কিনার ধরে উজানে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতেই জলের ধারে, পাথরের ওপর, ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখতে পেল। জলের ভেতর দিয়ে গেলেও সব সময় ট্রেইল ঢাকা যায় না। খুরের ঘষা লেগে পাথরের গায়ে দাগ পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। এ-ধরনের ট্রেইল চেনার বহু কায়দা চ্যান্সি জানে।

বার কয়েক থেমে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ও। পাহাড় এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

জনির কথা মনে পড়ল ওর। বারবার মেয়েটার নিষ্পাপ সরল মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে ওর মানসপটে। ডেভিসের বাথানে যে-দিন ও আশ্রয় নিয়েছিল সে-দিনকার কথা মনে পড়ল। ঘরে ঢুকেই জ্ঞান হারিয়েছিল সে। যখন চেতন পেল তখন রাত। জানালা দিয়ে চাঁদের

আলো চুঁইয়ে পড়ছে ঘরে। ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন। একটা চেয়ার পেতে আগুনের পাশে বসেছিল জনি। চ্যান্সির নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে সেদিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে নিমেষে ওর মুখ অনাবিল খুশিতে ভরে উঠেছিল।

'যাক, ঘুম ভাঙল তাহলে,' জনি বলেছিল। 'আমরা তো ভাবলাম···' হাসির তোড়ে কথা শেষ করতে পারেনি ও।

চ্যান্সিরও হাসি পেয়ছিল। কিন্তু চেষ্টা করতে ব্যথায় কুঁচকে উঠেছিল মুখ।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন চেহারায় ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল জনি। কপালে হাত রেখেছিল।

জীবনে স্নেহ-মমতার পরশ চ্যান্সি পায়নি বললেই চলে। সে-দিন ওই কিশোরীর কোমল হাতের ছোঁয়ায় ওর সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, ওর এক বোন ছিল, অ্যাপাচি হামলায় মারা না পড়লে সে-ও ঠিক এত বড়টিই হত। দুচোখের কোল জলে ভরে উঠেছিল চ্যান্সির।

আসার সময় কী যেন বলেছিল মেয়েটা? আবার বাস্তবে ফিরে এল চ্যান্সি। ডেভিসকে না পেয়ে ও যখন শহরের দিকে রওনা হচ্ছে জনি এসে ওর হাত জড়িয়ে ধরেছিল।

'আমার জন্যে শহর থেকে কিছু কিনে এন, ভাইয়া, প্লিজ।' অনুরোধ করেছিল ও।

কিন্তু কী কিনবে? ক্রিলির ট্রেইল খোঁজার চেয়েও যে কঠিন কাজ এটা। কিছু একটা ভেবে বের করতেই হবে তাকে। হ্যাঁ, সে···

জলের ধারে এক জায়গায় খুরের চিহ্ন দেখতে পেল ও। ক্রিলির ঘোড়া ওখান দিয়ে ডাঙায় উঠে এসেছে। তারপর ঘুরে ঝোপঝাড়ের

ভেতর হারিয়ে গেছে।

গুলির শব্দ আদৌ শুনতে পায়নি ও। মাথায় কিসের যেন একটা ঝটকা লাগতেই জিন থেকে পড়ে গেল চ্যান্সি, মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারাল। জামা ছিঁড়ে কী যেন ঢুকে গেল ভেতরে—অচেতন অবস্থায় ঝুলে রইল ও।

জ্ঞান ফিরলে দেখতে পেল আয়নার মত স্বচ্ছ কাল কী একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। জিনিসটা নড়ছে মৃদু, তাতে একটা মুখের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে—ওর মুখ।

ওঠার চেষ্টা করল ও, কিন্তু কাঁটার ঘায়ে খচ করে উঠল বুকের কাছে। ধীরে ধীরে মাথাটা সাফ হয়ে এল তার। ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে সে, ঝরনার পাড়ে একটা জংলা ঝোপের ওপর পড়েছে। ডান পায়ে ঠাণ্ডা লাগতে নিচের দিকে তাকিয়ে চ্যান্সি দেখল, বুটের ডগা পানিতে ডুবে আছে। পা ওপরে তুলল সে।

সাবধানে চারপাশে তাকাল। ওর দেহের খানিকটা অংশ ঝোপের ওপর পড়েছে, বাকিটা ঠেকে রয়েছে একটা পুরোন গাছের গুঁড়ির সাথে। সে-জন্যেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে সে ; নইলে অগভীর জল হলেও, সলিল সমাধি হতে পারত।

কাছেই একটা গাছের ঝুরি ঝুলছিল, দেখে মজবুতই মনে হয়। ঝুরিটাতে টান মেরে পরখ করল ও, তারপর ওটা ধরে উঠে পড়ল সন্তর্পণে।

বুকে হেঁটে তীরে উঠে এল সে। ওরা তার জন্যে ওত পেতে ছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়তে দেখে ধরে নিয়েছে মরে গেছে সে।

এখনো তার পিস্তল দুটো আছে। একটা গানবেল্টে, অপরটি জলের ধারে পড়ে আছে। পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রথমে কাদা সাফ

করল সে, তারপর বার কয়েক দুহাতে ড্র প্র্যাকটিস করল।

সূর্য পাটে বসেছে। এর অর্থ, অনেকক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়েছিল সে। সাবধানে কপালের কাছে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করল চ্যান্সি। রক্ত শুকিয়ে গেছে, কর্ডাইটের তাপে কয়েক গাছি চুল পুড়ে গেছে। জায়গাটা বেশি নাড়াচাড়া না করাই সমীচীন হবে, ভাবল ও। হাঁটু গেড়ে বসে ঝরনার পানিতে মুখের রক্ত সাফ করে নিল।

আশেপাশে তাকাতেই টুপিটা চোখে পড়ল, তুলে নিয়ে সাবধানে বসিয়ে নিল মাথায়।

ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে না কোথাও, তবে খোঁজার মত যথেষ্ট আলো এখনো আছে। পড়ে যেতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে সরে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, অদূরে একটা গাছের তলে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

ওকে দেখতে পেয়ে ভোঁতামুখো নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করল একটা, মনে হলো মনিবের দেখা পেয়ে যেন খুশি হয়েছে রোয়ান। উইনচেস্টারটা এখনো স্ক্যাবার্ডে রয়েছে। ঘোড়াটা তার দিকে এগিয়ে এল দুকদম। ওকে যখন সে জংলী পাল থেকে প্রথম নিয়ে আসে, ওর বন্ধুরা ওটা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। 'এটা ঘোড়ার জাত নয়, চ্যান্সি। মাথাটা দেখ। কেমন বদখত চেহারা। খুনীর চোখ। মেরে ফেল, নইলে একদিন ও-ই মারবে তোমাকে!'

কথাটা অবশ্যি সত্যি। একবার এক ঘোড়সওয়ারকে খুন করতে নিয়েছিল রোয়ানটা। ঘোড়াটা দেখতে কুচ্ছিত বটে, কিন্তু ওটার প্রতি কেমন যেন মায়া জন্মে গেছে চ্যান্সির। আদর করতে গেলে কামড়ে দেয়, দলাই-মলাইয়ের সময়ে লাথি মারে। কিন্তু ট্রেইলে ছুটতে ওস্তাদ, মরণপণ বাজি ধরে ছুটতে বিন্দুমাত্র আপত্তি তোলে

না। এ-রকম বদমেজাজি ঘোড়া চ্যান্সি আর একটাও দেখেনি। অন্য ঘোড়ার সঙ্গে মেশার ব্যাপারেও ওর অনীহা রয়েছে। একবার একটা আস্তাবলে ওকে রেখেছিল সে, কিন্তু রোয়ানটা অন্যগুলো থেকে দূরে সরে ছিল।

একটা ব্যাপারে চ্যান্সি নিশ্চিত। এটার পিঠে চড়তে পারবে না আর কেউ। একবার এক চোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘোড়াটা সামনের দুপা তুলে পিঠ থেকে ফেলে দেয় চোরটাকে। তারপর চিৎকার করে ধেয়ে যায় তার দিকে। আওয়াজ শুনে চ্যান্সি দৌড়ে আসে, মার্শালও এসে পড়ে ঘটনাস্থলে।

চ্যান্সি লাগাম ধরে রোয়ানের কানে কানে অভয়বাণী শোনায় প্রথমে, তারপর পিঠে চেপে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চোরটাকে মার্শাল টেনে তোলে, পড়ে গিয়ে ওর কাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।

'ওটা কী?' ফুঁপিয়ে ওঠে চোরটা। 'ঘোড়া না আর···?'

'ওরিন চ্যান্সি আর তার খুনে ঘোড়া!' কয়েদির এক হাত ধরে ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মার্শাল যোগ করেছিল, 'দুটোতে মিলেছে বেশ। একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ।'

ক্যাম্পফায়ারের আলো থেকে ওদের ক্যাম্পের হদিস পেল চ্যান্সি। লুকাবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ক্যানিয়নের গায়ে প্রতিফলন দেখে বুঝে ফেলল ও।

মোকাসিন পায়ে নিঃসাড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল চ্যান্সি। অ্যারন ফব্‌স্ কথা বলছে। 'ক্লাইড মিছে ভয় পাচ্ছে,' বলল ও। 'আমি নিকেশ করে দিয়েছি ওকে।'

আগুনের ওপর একটা হরিণ ঝলসান হচ্ছে। ফাঁড়া কেটে গেছে

মনে করে আলস্যভরে গুলতানি মারছে দুই দস্যু। বোকার মত তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, এর ফলে ওদের চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। সহসা দেখতে পাবে না কিছু। ব্যালার্ড ভাতৃদ্বয় কিংবা নর্থাপের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে।

'মানলাম, সুযোগ পায়নি ব্যাটা। কিন্তু তাতে কী?'

'উঠে দাঁড়াও, ফব্‌স্!'

চমকে উঠল ফব্‌স্, যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে। তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াতে শুরু করল।

'ডয়েল, তুমিও আছ নাকি এর ভেতর?' চ্যান্সির কৃষ্ণকাল চোখজোড়া দুজনকেই কড়া নজরে রেখেছে। 'না থাকলে, সরে যাও সামনে থেকে!'

'আমরা একসাথে ওঠা-বসা করি,' বলল লুথার ডয়েল।

ফব্‌সের হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে, ডয়েল এখনো মনস্থির করতে পারেনি। কিন্তু, চ্যান্সি জানে, দুজনের মধ্যে ডয়েলের নিশানা পাকা। চ্যান্সির প্রথম গুলিতে ওর ডান কাঁধ গুঁড়িয়ে গেল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা অ্যারন ফব্‌সের বুক আর গলা ভেদ করল। আগুনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফব্‌স্, হাত দিয়ে খামচে ধরল জ্বলন্ত কাঠ। ডয়েলের বাঁ-হাতের গুলিতে চ্যান্সির ডান হাতের পিস্তল ছিটকে পড়ল। আবার গুলি করল ডয়েল, লাগাতে পারল না। বুকে চোট পেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।

চ্যান্সি এগিয়ে গিয়ে নিজের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে হোলস্টারে রাখল। তারপর পেছন থেকে কলার চেপে ধরে ফব্‌স্‌কে সরিয়ে আনল অগ্নিকুণ্ড থেকে। মরে গেছে ও।

নিজের ঘোড়া থেকে পানির ক্যান্টিন এনে ডয়েলের দিকে বাড়িয়ে

ধরল চ্যান্সি।

আহত লোকটি পিটপিট করে তাকাল। 'ও বাজে লোক ছিল, কিন্তু কী করব বল, একসাথে চলতাম আমরা। রাগ পুষে রাখনি তো?'

'না,' জবাব দিল চ্যান্সি। 'তবে ভবিষ্যতে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধান হলে ভাল করবে। আরেকটু হলেই মারা পড়তে।'

ডয়েলের শার্ট খুলল ও। বুকের বাঁ-দিকের চোটটাই মারাত্মক। অপরটা পুরু ইস্পাতের বেল্টে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওর পেটের খানিকটা চামড়া তুলে নিয়ে গেছে। তবে তেমন খারাপ জখম নয়।

'বাঁচব না, না?'

'না, না। ভয় পেয়ো না। পট্টি বেঁধে দেব। তবে এখন নয়। লোক আসছে।'

দুটো পিস্তলেই আবার গুলি ভরে নিল সে।

'কী করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েল।

'ধরে নিয়ে যাব ওদের,' বলল চ্যান্সি। 'আমি এখন রেঞ্জার।'

'রেঞ্জার? তুমি?'

'ফর্‌স্ জ্যাক ডেভিসকে মারার পর থেকে।' ডয়েলের মুখে রুমাল গুঁজতে গেল ও।

'ভয় নেই, চেঁচাব না। তাহলে অনর্থক গোলাগুলি হবে,' নিচু স্বরে বলল ডয়েল।

নিঃশব্দে বসে রইল ওরা, ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দ শুনছে।

'নর্থাপের দিকে খেয়াল রেখ,' বলল ডয়েল। 'আমি চাই না, ক্লাইড মারা যাক।'

তিন অশ্বারোহী এগিয়ে এল আগুনের দিকে। এখনো সন্দেহজনক

কিছু চোখে পড়েনি ওদের। একজন নামল ঘোড়া থেকে।

'দাঁড়াও, ব্যালার্ড। আমি ওরিন চ্যান্সি, টেক্সাস রেঞ্জার। বেণ্টনে ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার করছি তোমাদের।'

ছবির মত দাঁড়িয়ে রইল ক্লাইড ব্যালার্ড। পাশেই ওর ছোট ভাই। নর্থাপ ওদের বাঁয়ে, দশ ফুট দূরে। ওরা সবাই আগুনের সামনে, চ্যান্সি আধো অন্ধকারে রয়েছে। ফব্‌সের দেহটা দেখতে পাচ্ছে ক্লাইড; এখন বুঝতে পারছে ও মারা গেছে, ঘুমিয়ে নেই। লুথার ডয়েলের পা জোড়া দেখতে পাচ্ছে বটে, তবে, সন্দেহ নেই কোনো, ওর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

ক্লাইড ব্যালার্ড ভিতু, এ-কথা ওর শত্রুও বলবে না। সাহসের ঘাটতি নেই ওর মাঝে, কখনো-সখনো নির্দয়ও—কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে, গুলি ছুঁড়লেই কেউ না কেউ মরবে। এবং ওর ছোট ভাই, টমের বয়েস মাত্র ষোল।

'চ্যান্সি মিছে ভয় দেখাচ্ছে না, ক্লাইড,' বলল ডয়েল। 'পিস্তলে ও দারুণ ক্ষিপ্র। আমরা কিছু করার আগেই আমাদের খতম করবে। অথচ আইনের ফাঁক গলে রেহাই পাওয়ার সুযোগ আছে একটা।'

উত্তম পরামর্শ, উপলব্ধি করল ক্লাইড। কোর্টে ওদের অপরাধ প্রমাণ করা সহজ হবে না, সবাই মুখোশ এঁটে ছিল। তাছাড়া প্রিজনও অনেক দূরে, এবং ওদের বন্ধুর অভাব নেই।

'মিলার্স ক্রসিংয়ের খুনের কী হবে?' জানতে চাইল ক্লাইড।

'ওটা ছিল ফব্‌সের অপরাধ। তার সাজাও সে পেয়েছে। ব্যস! যা করার তাড়াতাড়ি কর, ডাক্তারের কাছে নিলে ডয়েলের বাঁচার সম্ভাবনা আছে এখনো।'

দোটানায় পড়ল ব্যালার্ড। ইচ্ছে করলেই সে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে

পারে, কিন্তু চ্যান্সির কথায় যুক্তি আছে। তাছাড়া রেঞ্জারদের সঙ্গে লাগতে চায় না সে।

'আচ্ছা, তোমার কথাই সই, চ্যান্সি,' বলল ক্লাইড। 'পিস্তল ফেলে দিচ্ছি আমি।' সাবধানে বেল্ট খুলে ফেলল ও। 'টম?'

দুজনেই বেল্ট খুলে ফেলল।

'যত্তোসব!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল নর্থাপ। 'আমি যাচ্ছি না!'

চ্যান্সির হাতে পিস্তল ধরাই ছিল। নর্থাপকে পিস্তল বের করতে দেখে বাধ্য হয়ে গুলি করল ও। ব্যালার্ড ভ্রাতৃদ্বয় মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কয়েক মুহূর্ত ওদের দেখল চ্যান্সি, তারপর হোলস্টারে পিস্তল ঢোকাল।

'ও সব সময়েই একটু উগ্র ছিল,' বলল ক্লাইড, তারপর যোগ করল, 'আমরা ইচ্ছে করলে মারামারি করতে পারতাম কিন্তু তাতে একজনকে মরতেই হত। তাছাড়া লুথার আহত। তোমাকে মারলে ওর চিকিৎসা হবে না।'

ওদের গানবেল্টগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জিনের ওপর রাখল চ্যান্সি।

'ওকে স্লোকামের কাছে নিয়ে গেলে একটা উপায় হতে পারে,' বলল ক্লাইড। 'এক-আধটু ডাক্তারি জানে লোকটা।'

লুথারকে ঘোড়ায় চাপিয়ে স্লোকামের বাথানের উদ্দেশে রওনা হল ওরা। চ্যান্সির সঙ্গে রয়েছে তিনজন আসামি। এ-ব্যাপারে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে তাকে। জীবনে কখনো রিপোর্ট লেখেনি সে, জানেও না কী লিখতে হয়।

ওদিকে আবার শহর থেকে জনির জন্যে কিনতে হবে কিছু।

ঠাঁই

মশায়-কামড়ান মাস্ট্যাংয়ের পিঠে-বসা লোকটা মরতে চলেছে। সেটা ওর স্যাডলে বসার ঢং, মাথায় রক্তের ছোপ-লাগা ব্যাণ্ডেজ আর বাম কাঁধের কালচে দাগ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

ঘোড়ার দফাও শেষ। জিভ বার করে প্রাণপণে ছুটছে মাস্ট্যাং, মনিবকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে। পাইন আর জুনিপার ঝোপের মাঝ দিয়ে পিছলে ঘোড়াটা নিচে নেমে এল, ন্যাড়া এবড়োখেবড়ো ঢালে পৌঁছে হোঁচট খেল, পিঠ থেকে ছুড়ে ফেলে দিল সওয়ারিকে।

দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা, দুটো গড়ান দিয়ে নিথর হয়ে গেল।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল এমা প্যাটারসন। সূর্য আড়াল করতে চোখের ওপর হাত তুলল সে, নজর বোলাল পাহাড়ের মাথায়। কোন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল না।

'কেউ আসছে, এমা?' ওর বাবার কণ্ঠস্বর দুর্বল, অসুখ আর অসহায়তায় ক্ষীণ। 'একটা ঘোড়া আসার শব্দ পেলাম যেন?'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' একমত হল এমা, কিছুটা হতবিহ্বল। 'কিন্তু কেউ নেই দেখছি।'

সাপারের আয়োজনে ফিরে গেল ও। আর অল্পক্ষণের মধ্যে আঁধার নামবে! ঘরে যেটুকু তেল আছে বাঁচিয়ে চলতে হবে ওদের। কোন ঠিক নেই আবার কবে সম্ভব হবে তেলের জোগাড়।

পাহাড়ের ঢালের ওপর, আহত লোকটার জ্ঞান আস্তে আস্তে ফিরে এল। কীভাবে যেন, চিত হয়ে গিয়েছিল সে, এখন দেখল মাথার ওপর তারা-জ্বলা আকাশ। দমকা বাতাসে ওর চুল উড়ছে। উপুড় হল সে, ডান হাতের ভরে হাঁটুর ওপর বসল।

পিস্তল দুটো হাতড়াল সে। আছে এখনো। বাঁ-হাত আড়ষ্ট, টনটন করছে, কষ্টেসৃষ্টে খালি চেম্বারে টোটা ভরল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

মাস্ট্যাংটা মারা গেছে। বেতো ছাইরঙা ঘোড়াটার দিকে পলক নামাল সে, টের পেল তার চোখে জল, যদিও সে কখনোই ছিঁচ-কাঁদুনে মানুষ নয়।

'তোর প্রাণ খুব শক্ত ছিল, বেটা,' মৃদু সুরে বলল লোকটা। 'স্বাস্থ্য যা-ই হোক, তোর কলজেটা ছিল চ্যাম্পিয়নের।'

স্ক্যাবার্ডে ছিল ওর রাইফেল, সেটা বার করে নিল সে। তারপর ধীরেসুস্থে জিন খসাল। ওটা কাঁধে ফেলে, টলতে টলতে একটা জুনিপার ঝোপের কাছে গেল লোকটা, দৃষ্টির আড়ালে ফেলে দিল স্যাডলখানা। ভারি স্যাডলব্যাগ দুটোর দিকে তাকিয়ে এক মিনিট দোনোমনো করল সে। বুটের ডগা দিয়ে আলগোছে টোকা দিল একটা ব্যাগে, অস্পষ্ট ঝুনঝুন শব্দ হল। সোনা। তবে এ-মুহূর্তে তার কোন উপকারে আসছে না।

লোকটা শুনতে পায় পাহাড়ের নিচে দুটো ধাতব বস্তু পরস্পর ঘষা খাচ্ছে। তারপর পানিতে বালতি ডোবার শব্দ—বালতির কানা লেগে

ছলাৎ করে উঠল পানি, এরপর ভুস করে ডুবে গেল পাত্রটা। শান্ত শীতল রাত। লেভার টেনে রাইফেলের চেম্বারে একটা গুলি পাঠাল সে, ঢালের নিচে রওনা হল।

অবাক হয় সে, কোন কুকুর চেঁচামেচি করছে না। এমন নিরালায় র‍্যাঞ্চ, অবশ্যই কুকুর থাকা উচিত। যখন কাছাকাছি হল, বাড়িটা চোখে পড়ল তার, ছোট্ট পরিপাটি, একপাশে রেইল কোরাল আর লম্বা বার্ন। কিন্তু কোন বাংকহাউস নেই। এতে সহজ হয়ে গেল অনেক কিছু। টমাস মুর চাইছে না এখন কোন গোলাগুলি হোক।

শক্ত পাথুরে জমিটা পেরোল সে, কোন বাতি জ্বলছে না দেখে বিস্মিত হল। তারার অবস্থান থেকে বোঝা যায় এখন সবে সন্ধ্যে, এবং খুব অল্প সময়ের জন্যে সে অচেতন ছিল।

দোরগোড়ায় নড়ে উঠল কী যেন, জমে গেল সে, আবছা সাদামত যে-বস্তুটা দেখতে পাচ্ছিল রাইফেল তাক করল সেদিকে।

'একদম নড়বে না,' বলল সে, নিচু এবং কঠোর সুরে। 'গুলি করতে চাই না আমি, কিন্তু বাধ্য হলে করব।'

'তার দরকার পড়বে না,' একটি মেয়ের কণ্ঠ জবাব দিল। 'কে তুমি? কী চাও?'

মহিলা! ভুরু কোঁচকায় মুর, আরেক পা এগোয়। 'তুমি একা?' জানতে চাইল সে, চাপা কণ্ঠে। 'সত্যি করে বল!'

'আমি সবসময়ই সত্যি কথা বলি,' শান্ত সুরে জবাব দিল মেয়েটা। 'পিয়ারসন পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'পিয়ারসন?' আগন্তুক হতবুদ্ধি, তবু মাথাটা সামান্য তোলে সে, নামটা শুনে মস্তিষ্কের কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে। 'পিয়ারসন কে?'

'তা যখন জান না,' কাঠখোট্টা সুরে জবাব দিল এমা প্যাটারসন,

'তারমানে তুমি ভবঘুরে। ভেতরে এস।'

এগোয় সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে মেয়েটাকে। ও কাছে আসা অবধি সরে যাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না এমা, তারপর আগন্তুকের মাথার ব্যাণ্ডেজটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'ওহ্, তুমি আহত!' অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কী হয়েছিল? ঘোড়া ফেলে দিয়েছিল?'

'না।' ওর দিকে তাকায় লোকটা, তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। 'গুলি করেছিল। পোসি,' কঠিন সুরে যোগ করল সে। 'আমি ব্যাংক ডাকাতি করেছি।'

'তা'—এমার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ—'সবারই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকে। আমি বরং তোমার ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখি।'

অন্ধকারের ভেতর ঢুকে অপেক্ষা করে সে, মেয়েটার চলাফেরার খসখস আওয়াজ শোনে। একটা জানালায় গেল ও, লোকটা দেখে বাইরের ধূসরতায় পর্দা টেনে দেয়া হল। এরপর আরেকটা জানালা। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল এমা। একটু বাদে, ফস করে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল।

এবার পরস্পরের দিকে তাকায় ওরা। এমা প্যাটারসন ছিপছিপে তন্বী; ধূসর চোখ, পাঁশুটে সোনালি চুল। সুন্দরী তবে কৃশ, গরম আর অত্যধিক পরিশ্রমের কুফল।

আর এমা দেখল ওর সামনে দীর্ঘদেহী এক পুরুষ; প্রশস্ত সবল কাঁধ, জামার ছেঁড়া হাতার ফাঁকে বলিষ্ঠ বাহুর আভাস। লোকটার মুখখানা রুক্ষ ও কঠোর, ক্ষৌরি না-করা, চোয়াল কঠিন যেখানে এখন রক্তের দাগ লেগে। সন্দেহ নেই ব্যাণ্ডেজ চুঁইয়ে এসেছে রক্ত এবং ওর থুতনির অরণ্যে শুকিয়ে গেছে।

দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে আগন্তুক, পায়ে গোড়ালি-ঢাকা বুট, প্যান্ট আঁটসাঁট লেভাইসের। ওর শার্টের রক্ত চোখে পড়ল এমার, লোকটার পানে আবার তাকাল সে। কীভাবে যেন অনুভব করে মেয়েটা এরকম বুনো শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ আর কারো মাঝে কখনো দেখেনি সে যেমন এখন দেখছে। আরো কিছু আছে, উঁচু চৌকো চোয়াল, যা দেখে মনে হয় লোকটা অপরাজেয়। এই লোক, উপলব্ধি করে মেয়েটা, কিছুতেই হারস্বীকার করবে না। যত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই আসুক, তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে।

'বস,' আদেশ করল এমা। 'ভয়ের কিছু নেই। কোন আইন নেই এখানে।'

'আইন নেই?' বসে মুর তাকাল ওর পানে। 'এ-কথার মানে?'

এমা ভাবলেশহীন হাসল। 'এ-জায়গাটার নাম শ্যাফটার হিলস,' বলল ও। 'নাম শোননি?'

শুনেছে সে। শ্যাফটার হিলস। ঝোপঝাড়ে-ভরা পাহাড়ি এলাকা, তার মাঝে হ্যাক-স্‌নেস্ট, যেখানে হ্যাক শ্যাফটার আর তার ডাকাতদল থাকে। সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের ডেরা।

পিয়ারসন! নামটা এবার প্রচণ্ড ধাক্কা মারে ওর ভেতর-সুড়ঙ্গে। রবার্ট পিয়ারসন। এখানে আছে সে! টমাস মুর বিষণ্ণ হাসে। থাকতেই হবে। বিপদ কখনো একা আসে না।

'তুমি পিয়ারসনের কথা বলেছ?' প্রশ্ন করে সে। 'কেন?'

এমা পলক নামাল ওর দিকে। বাবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পায় ও। ঘুমোচ্ছেন উনি। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ঘটনা।

'তুমি যদি ওর দলের কেউ হতে,' বলল মেয়েটা, যেন নিজেকে বলছে এভাবে, 'এখানে আসতে না।'

মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে গরম পানিতে ওর ক্ষত সাফ করতে করতে এমা জানায়, 'রবার্ট পিয়ারসন হ্যক শ্যাফটারের ডান হাত। একটা আস্ত খুনী। গুজব, বুড়ো নেকড়ের সিংহাসন দখল করতে যাচ্ছে সে। তোমার আসার শব্দে আমি ভেবেছিলাম, হয়ত আমার কাছে ও লোক পাঠিয়েছে। তারপর বুঝলাম যদি পাঠাত, তুমি ঘোড়ায় চেপে আসতে। পিয়ারসন বলেছিল আজ নয়ত কাল রাতে আসছে সে— আমাকে ওর আড্ডায় তুলে নিয়ে যেতে।'

উষ্ণ পানিতে আরাম বোধ হয়, মেয়েটার আঙুল পেলব।

'তুমি যেতে চাও?' টমাস মুর জিজ্ঞেস করে।

'না।' মেয়েটা ওর চুলের জটে আস্তে আস্তে চিরুনি চালাতে শুরু করল। 'কোন মেয়েই স্বেচ্ছায় যাবে না রবার্ট পিয়ারসনের কাছে। লোকটা নিষ্ঠুর, শয়তান। পারলে আমি ওকে খুন করব। নইলে, আত্মহত্যা করব।'

এমার দিকে তাকাল মুর, বিস্মিত। কিন্তু ওর চেহারায় যা দেখল তাতে বুঝল মেয়েটা তার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। তাছাড়া ওর কথাই ঠিক। পিয়ারসন একটা জানোয়ার।

'ওর হুকুমেই চলে এখানকার সবকিছু,' বলে চলে এমা প্যাটারসন, মৃদু স্বরে, 'হ্যকের কোমর ভেঙে যাবার পর থেকে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। শ্যাফটার একের পর এক ক্ষমতা দিয়েছে রবার্টকে। কেউ কোন গরু চুরি করলে ভাগ পায় সে; ডাকাতির বখরা পায়।'

মুরের জামা খুলতে শুরু করে মেয়েটা। ওর কাজে কোনরকম জড়তা নেই। যা করা দরকার তাই করছে।

'এখানে যদি পায়, তোমাকে খুন করবে সে,' এমা বলল। 'খাওয়া-

দাওয়া সেরে তুমি বরং ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাও।'

'আমার ঘোড়া মারা গেছে,' টমাস বলল সংক্ষেপে। 'ক্লান্তিতে।'

'আমাদের আছে কয়েকটা। কাল একটা স্ট্যালিয়ন আছে, ওটা স্বচ্ছন্দে নিতে পার।'

'আমি দাম দিতে পারব,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল মুর।

'চুরির টাকা আমি নেব না,' জবাব মিলল। 'একটা পয়সাও না। ঘোড়াটা আমি তোমাকে দান করছি। তোমার মত এরকম স্বাস্থ্য যার,' যোগ করে এমা, 'তার উচিত ভাল কিছু করা।'

চমকে, ওর দিকে তাকাল টমাস। 'আমার র‍্যাঞ্চ ক্রোক করেছিল ব্যাংক। বৈধভাবেই, কিন্তু কাজটা ঠিক করেনি। সময় বাড়িয়ে দিতে পারত আমাকে। বসন্তে, আমি হয়ত শোধ করে দিতে পারতাম।'

'ওই শোন।' এমার কণ্ঠ দ্রুততর হয়। 'আসছে ওরা!'

উৎকণ্ঠাভরে মুরের দিকে তাকাল ও।

'পালাও!' বলল তড়িঘড়ি। 'পেছনের পথে! আমরা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে চলে যেয়ো!'

টমাস উঠে দাঁড়াল। এমা বাতি নিভিয়ে দিলে, অন্ধকারে বিশাল দুর্ভেদ্য মনে হয় ওকে।

'না,' ব্যাজার মুখে বলল মুর। 'খালি পেটে আমি ভাল ছুটতে পারি না।'

'দরজা খোল, এমা!' বাইরের কণ্ঠস্বরটি তীক্ষ্ণ ও অভদ্র। 'রবার্ট তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে আমাদের।'

দরজা খুলে বাইরে পা রাখল টমাস মুর। উদীয়মান চাঁদের ম্লান আলোয় মুখোমুখি হল দুর্বৃত্তদের।

'ভাগ এখান থেকে!' গর্জে উঠল সে। 'জলদি!'

'তুমি কোথাকার লাটসাহেব?' জানতে চাইল একজন।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়াল টমাস মুর, কিন্তু আচমকা সেখানে যে-পিস্তলখানা শোভা পেল সেটা তাচ্ছিল্য করার মত কিছু নয়।

'এই যন্তর কোন্ ভাষায় কথা বলে তোমরা জান,' বলল সে। 'এবার ভাগ! আর রবার্ট পিয়ারসনকে গিয়ে বলবে এই মেয়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে—নইলে ওকে খুন করব আমি!'

'তুমি?' ক্রোধ-মিশ্রিত বিস্ময় লোকটার কণ্ঠে। 'পিয়ারসনকে খুন করবে?'

'দূরে থাকতে বলবে ওকে,' পুনরাবৃত্তি করল মুর, তার কণ্ঠস্বর হিংস্র, 'আর হ্যাক শ্যাফটারকে বলবে লারেডোর এক ছেলে এই খবর পাঠিয়েছে। রবার্ট যদি নাও বোঝে, শ্যাফটার ঠিকই বুঝবে কথাটার অর্থ! কই, গেলে!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লোক দুটো, খানিকটা তফাতে গিয়ে থেমে নিচু স্বরে শলাপরামর্শ করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

চোখ ছোট করে ওদের লক্ষ্য করে টমাস। 'আমার কাছে রাইফেল আছে,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'তোমাদের যদি কবরে যাবার শখ থাকে, সহজেই যেতে পারবে!'

চলতে শুরু করল ওদের ঘোড়া, আর মুর উৎকর্ণ সেখানে অপেক্ষা করল বেশ অনেকক্ষণ। যখন ভেতরে ফিরে এল সে, আবার আলো জ্বেলেছে মেয়েটা, থালায় খাবার সাজাচ্ছে। ধূমায়িত সাদা কফি কাপের দিকে নজর পড়ল টমাসের।

যখন ফ্রিওলস, আলু সেদ্ধ আর ভুট্টার রুটি সমেত টিনের থালাটা এগিয়ে দিল ও, চেয়ারে বসে খেতে শুরু করল টমাস। কোন কথা

বলল না সে, ক্ষুধার্ত তাগড়া মানুষ যা করে, গোগ্রাসে খেয়ে চলল।

'পিয়ারসন এত সহজে ছেড়ে দেবে না,' সাবধান করল এমা। 'এরপর নিজেই আসবে!'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।' চেয়ারে হেলান দিয়ে, মেয়েটার নীরব, সুশ্রী মুখখানার উদ্দেশে পলক তুলল টমাস। 'তবে সকালের আগে না। পিয়ারসনকে আমি চিনি।' মুচকি হাসল সে। 'কিছু কিছু লোক আছে, তাদের ছায়া যত বড়, আসল মানুষটা তত নয়।'

চেয়ার ছাড়ল মুর, মেঝের শতরঞ্চিটার দিকে তাকাল।

'এইবেলা বরং ঘুমিয়ে নাও,' পরামর্শ দিল সে। 'আমি এখানে ঘুমোব।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও কী ভেবে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল মেয়েটা। মিনিট কয়েক বাদে ফিরল কম্বলহাতে। হোলস্টার আর গোটান বেল্টটাকে বালিশ বানিয়ে, কম্বলখানা গায়ের ওপর টেনে নিল মুর, মেঝেয় টানটান শুয়ে পড়ল···

পুবাকাশ ফিকে হয়েছে যখন সে মেঝে ত্যাগ করল। কম্বল গোটান আর গানবেল্ট বাঁধা শেষ করে, বাইরে গেল। নিচু জায়গাগুলোয় ধূসর কুয়াশা এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে, আর পাহাড়ের ধারে গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। প্রকৃতি শুভ্র, সতেজ।

বার্নে গিয়ে ঢোকে টমাস মুর, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খেতে দেয়। ছোট্ট একটা তক্তা উঁচু করতেই কোরালের গামলায় পানি গড়িয়ে পড়ল। আঁকশির সাহায্যে জানোয়ারগুলোকে খড় এগিয়ে দিল সে, তারপর অভিজ্ঞ চোখে জরিপ করতে লাগল চারপাশ।

র‍্যাঞ্চের জন্যে চমৎকার স্থান। প্রচুর পানি, ক্রিকের দিকে নেমে-

যাওয়া ঢাল পাহাড়ের পানিতে মোটামুটি সিঞ্চিতই থাকে সর্বদা। বছরের অধিকাংশ সময়ে সবুজ ঘাস থাকবে এখানে। সামান্য পরিশ্রমেই এ-জায়গাটাকে অর্থকরী করে তোলা সম্ভব। এমনকি অতি সম্প্রতি ওর নিজের যে-রেঞ্জটা বেহাত হয়ে গেছে তার চেয়েও ভাল এটা।

হ্যাক-স্ নেস্টের দিকে চলে-যাওয়া অস্পষ্ট ট্রেইলটা জরিপ করতে করতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ওর চোখ। এটাই তাহলে নিয়তি। রবার্ট পিয়ারসন আর তার মধ্যকার পুরোন বিবাদ চরম পরিণতি লাভ করতে যাচ্ছে এখানে, এতকাল বাদে।

দীর্ঘ শত্রুতার জের এটা, ওর আর রবার্টের মধ্যে। পাঁচবার হাতাহাতি করেছে ওরা, এবং চারবার রবার্ট, বয়সে বড় এবং অধিকতর শক্তিশালী, ওকে ধোলাই দিয়েছে। পঞ্চম বারে, টুম্বস্টোনে, পিয়ারসনকে ধরাশায়ী করেছিল সে। রবার্ট প্রতিজ্ঞা করেছিল, ফের যদি মোকাবেলা হয় কখনো, তাকে খুন করবে।

তবে রবার্ট পিয়ারসন জানে, এমনকি বুড়ো হ্যাক শ্যাফটারেরও এটা অজানা নয়, পিস্তলহাতে টমাস মুর বিপজ্জনক লোক। নইলে ওর সিক্স-গানের বাঁটে এগারটা আঁচড় পড়ত না।

চারজন ছিল একটা ডাকাত দলের সদস্য যারা ওর গরু চুরি করার চেষ্টা করেছিল। ওদের কোণঠাসা করে সে, এবং যে-পাহাড়ি কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা, যুদ্ধে চারজনই পটল তোলে সেখানে। মুর, শরীরে তিনটে বুলেট নিয়ে, সাহায্যের জন্যে শহরে ফিরে এসেছিল।

কিছুদিন এক শহরে মার্শালের দায়িত্ব পালন করেছে সে। তখন সেখানে মাস্তানি করতে এসে তিনজন ওর গুলিতে নিহত হয়। অবশিষ্ট চারজন ছিল বন্দুকবাজ, ওদের মধ্যে দুজন হ্যাক শ্যাফটারের

লোক, যারা খতম করার চেষ্টা করেছিল ওকে—একজন সিলভার সিটিতে, দুজন সনোরায়, আর শেষ লোকটা স্যান্তা ফে-তে।

টমাস যখন কেবিনে ফিরে গেল বুড়ো জেগেছে। এমা চুলোর পাড়ে নাস্তা বানাচ্ছে।

'কী খবর, বুড়ো খোকা?' জিজ্ঞেস করল মুর, অসুস্থ বৃদ্ধের পানে তাকিয়ে। 'একটু ভাল?'

'সামান্য। আমার বুকের অবস্থা খারাপ। আগের মত আর জোর পাই না।' চতুর চোখে মুরকে মাপল সে। 'তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ? এমা আমাকে বলেছে কিছু কিছু।'

মাথা ঝাঁকাল মুর। 'ভয় নেই। আমি শিগগিরই চলে যাব।'

এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়াল প্যাটারসন। 'আমি তা বলিনি, বাছা। তুমি থাকলে আমরা বরং খুশিই হব। এখানে একজন পুরুষ মানুষ দরকার, আগেই বলেছি, আমি আজকাল আর তেমন জোর পাই না!' বুড়োর মুখ মলিন হল। 'ওরা ভীষণ শয়তান, বাছা। প্রায়ই যায় এখান দিয়ে। এটাই রাস্তা কিনা। বুড়ো হ্যকের আমলে অবস্থা এত খারাপ ছিল না। কিন্তু ওই পিয়ারসনটা সাপের চেয়েও খল।'

টমাস মুর কফি খাচ্ছিল যখন আউট-লদের আসার শব্দ পেল। এমা শার্টটা ধুতে নিয়ে যাওয়ায়, ও খালি গায়ে বসেছিল। উঠে পড়ল সে, দীর্ঘদেহী শ্যামলা বলিষ্ঠ একজন মানুষ, দরজার দিকে এগোল চিতাবাঘের মত। কিন্তু সেখানে পৌঁছে রাইফেলটা নামিয়ে রাখল দরজার পাশে, কবাটে হেলান দিয়ে নজর রাখল আগুয়ান ঘোড়-সওয়ারদের ওপর।

দূর থেকেই পিয়ারসনকে চেনা যায়। বরাবর যেমন চড়ে, তেমনি

একটা ঘোড়ার পিঠে বসে। মুর কঠিন চোখে পিয়ারসন আর তার সাঙাতদের দেখতে লাগল। ভয়ের লেশমাত্র নেই ওর মাঝে, নেই উত্তেজনা। এটা নতুন কিছু নয়, বরং এগুলো সে অবিচলভাবে মোকাবেলা করতে পারে। টমাস জানে রবার্ট পিয়ারসনকে খুন করতে তার হাত এতটুকু কাঁপবে না। নৃশংসতা আর পাপাচারের জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে লোকটার। ও একটা সাক্ষাৎ র‍্যাটল সাপ।

তিনজন লোক। শুকনো হাসল টমাস। নিশ্চয় রবার্ট নিজেকে বাহাদুর মনে করে। রাশ টানল ওরা, লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। টমাস নড়ল না।

দুকদম এগিয়েই থমকে দাঁড়াল পিয়ারসন, চেহারা বদলে গেল। টমাস নিশ্চিত হতে পারে না ওকে চিনতে পেরে সামনের ওই লোকটার মাঝে ভয় না ক্রোধ জেগে উঠল।

'তুমি?' গর্জন করল পিয়ারসন। 'তুমি এখানে কেন?'

মুর সোজা হল, মন্থর একটা হাসি খেলে গেল তার কঠোর মুখে।

'হয়ত এদের পছন্দ করি তাই,' হাই তুলে বলল সে। 'কিংবা হয়ত তোমাকে পছন্দ করি না সেজন্যে।'

'ঝামেলা কর না, মুর,' খেঁকিয়ে উঠল পিয়ারসন। 'সময় থাকতে কেটে পড়, আমরা তোমাকে যেতে দেব।'

মুচকি হেসে টমাস ওর ঘন চুলে আঙুল চালাল।

'আমার যাবার অপেক্ষায় থেক না, ববি,' চাঁচাছোলা বলল সে। 'জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। এখানে একটা কিছু গড়া সম্ভব হবে মনে হয়।'

'তুমি আর আমি এক বনে বাস করতে পারব না।' গরগর করে পিয়ারসন। 'জায়গাটা আমাদের দুজনের থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়!'

'ঠিক,' একমত হল মুর। 'সেবার তাহলে পেরেকটা তোমার মগজে গেঁথেছে। আমিই থাকছি। কাজেই, রবার্ট পিয়ারসন, ভালয় ভালয় তুমি ভাগ—প্রন্টো!'

'তোমার হুকুমে?' দেখবার মত হল পিয়ারসনের ক্রোধ। 'আজ তোর—'

তিন দস্যুই একসঙ্গে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। দোরগোড়া থেকে গর্জে উঠল মুরের সিক্স-শুটার, কিন্তু ডানের একহারা শার্দুল-মুখ লোকটা চালু ড্র করেছিল, ওর বুলেটের ছ্যাঁকায় মুরের পেটের চামড়া পুড়ে গেল। রবার্ট পিয়ারসনের তাড়াহুড়োয় সে রেহাই পেল এই যাত্রা। মুরের দ্বিতীয় বুলেটের ধাক্কায় টলে উঠল শার্দুল-মুখ, আর তৃতীয়টা ওকে ধরাশায়ী করল।

ট্রিগার টিপতে টিপতে লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়েছিল রবার্ট পিয়ারসন। এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ল ডাকাত, টমাসের মুখে কাঠের কুচি ঝরে পড়ল।

ঝট করে দরজার ভেতরে ফিরে এল সে, রবার্টের উদ্দেশে দ্রুত গুলি ছুড়ল, তারপর একলাফে কামরার শেষ প্রান্তে গিয়ে জানালা টপকে কেবিনের পেছনে নামল। সবে মাটি ছুঁয়েছে টমাসের পা এই সময়ে দালানের কোনা ঘুরল অপর লোকটা, পরস্পরকে দেখতে পেল ওরা, উভয়েই গুলি ছুড়ল।

টমাস নিচুতে নিশানা করেছিল। ওর বুলেট ষণ্ডা লোকটার বেল্ট-বাকলসের ঠিক ওপরে আঘাত হানল, ধুলোয় ফেলে দিল ওকে। নাছোড় আউট-ল ডিগবাজি খেল, প্রয়াস পেল উঠে দাঁড়াবার। ওর ফুসফুস ভেদ করল দ্বিতীয় গুলিটা, লুটিয়ে পড়ল দস্যু, মুখ দিয়ে

রক্তাক্ত ফেনা উঠে এল।

দেয়ালের কোণে সরে গেল মুর, উবু হয়ে উঁকি দিল ওপাশে। একটা বুলেট লগ স্প্লিন্টার খসাল ওর মাথার ওপরে; তারপর হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল সে, কেবিনের কোনা ঘুরে দেখল রবার্ট পিয়ারসন জুনিপার বনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

বিপদ শুরু হয়েছে কেবল, এটা উপলব্ধি করে মনে মনে খিস্তি করল সে। রবার্ট এখন তার পরিচয় জানে। দলে ভারি হয়ে ফিরে আসবে শয়তানটা। মাটিতে শায়িত লোকটার কাছে গেল টমাস মুর, উদ্যত পিস্তল হাতে।

মারা গেছে শার্দুল-মুখ।

বাসার পেছনের লোকটার কাছে ফিরে গেল ও। এও অক্কা পেয়েছে। ভ্রূকুটি করল টমাস। দুজন শেষ, অথচ দুজনই মারা পড়েছে অনর্থক। যদি পিয়ারসন মরত, হয়ত বেঁচে যেত এ-দুজন।

হঠাৎ ওর পাশাপাশি হল এমা, মেয়েটার চোখ ভয়ে বিস্ফারিত।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চাইল ও।

মেয়েটার বিস্ফারিত ধূসর চোখ দুটো, মুরের মঙ্গল চিন্তায় যেগুলো এখন শঙ্কিত, দারুণ আলোড়িত করল টমাসকে।

'আছি,' বলল সে। 'ওরা সোজা গুলি ছুড়তে পারেনি। আমিও না,' তিক্ততার সঙ্গে ও যোগ করল। 'রবার্টকে শেষ করতে পারিনি!'

'তোমার ধারণা আবার আসবে সে?'

'অবশ্যই—লোকলস্কর নিয়ে!'

ওকে এক পেয়ালা ধূমায়িত কফি এগিয়ে দিল এমা, আর টমাস ওর পেটের আড়াআড়ি লাল ক্ষতটা পরীক্ষা করল। এক বিন্দু রক্ত দেখা যায়। চামড়া সামান্য ছড়ে গেছে। কিন্তু সেটাই যখন চোখে

পড়ল মেয়েটির, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'তোমার বাবাকে নিয়ে তুমি বরং পাইন বনে গিয়ে লুকিয়ে থাক,' বলল মুর। 'আমি এখানে পাহারায় থাকব।'

'না।' এমা মাথা নেড়ে খারিজ করে দিল প্রস্তাবটা। 'এটাই আমাদের ঘর। তাছাড়া, বাবা চলাফেরা করতে পারেন না।'

'তুমি খুব জেদী,' টমাস বলল। 'যে-কোন পুরুষের পছন্দ হবে তোমাকে।'

মৃদু হাসল এমা। 'তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করছ, টমাস মুর?'

আরক্ত হল সে, তারপর আকর্ণ হাসল। 'হয়ত-বা। যদি জানতাম কীভাবে করতে হয়, বোধহয় করতাম। যদিও তেমন কিছু নেই আমার। যাও-বা ছোটখাট একটা বাথান ছিল সেটা হারিয়েছি। আর ব্যাংক ডাকাতি করেছি একটা।'

'আমার বিশ্বাস তোমার মনটা উদার, টমাস।'

'কী জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল মুর। 'সৎপথে মানুষ হয়েছি। তারপর অনেক পানি গড়িয়ে গেছে।'

চকিতে পাহাড়ের দিকে নজর বোলায় সে। ভয় হচ্ছে তার। শেরিফ বাক ওয়াল্টার্স হালছাড়ার পাত্র না। কাল সে টমাসের ঠিক পেছনেই ছিল। কী হয়েছে শেরিফের?

স্ফীত ঘেসো জমির ওপর দিয়ে দূর-নিচে কটনউডে-ঘেরা ঝরনা অভিমুখে নেমে যায় ওর দৃষ্টি। পাতলা কুয়াশা আছে এখনো, গাছ-পালার আশেপাশে ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায়। এই দেশ যে-কারো ভাল লাগবে। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে বেশকিছু সাদা-মুখের গরুবাছুর চরছিল। ওগুলো দেখতে দেখতে, চোখ ছোট করে সে। হ্যাঁ, একজন মানুষ বহুকিছু করতে পারবে এখানে।

অনুশোচনা হয় তার। ব্যাংক ডাকাতি। এতটা মাথাগরম নির্বোধ কেউ হয় কীভাবে? তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, জানে সে। কৌশলে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল ঋণ চাইতে। এবং ওর সন্দেহ ওর গরুবাছুরও চুরি করা হচ্ছিল। যাক, এখন আর কিছু যায় আসে না তাতে। আগে যত সৎপথেই জীবনযাপন করে থাকুক না কেন, ব্যাংক ডাকাতি তাকে ভুলপথে ঠেলে দিয়েছে। এখন সে রেখার ওপাশে রয়েছে, সূক্ষ্ম যে-রেখাটি পশ্চিমের আদি যুগের বহু মানুষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং উচ্ছৃঙ্খল এ-দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে।

যুক্তি তাকে বলে সে এখন রবার্ট পিয়ারসন আর শ্যাফটার হিলস ডাকাত দলের একজন, কিন্তু ওর মন বিদ্রোহ করে এর বিরুদ্ধে।

বুড়ো হ্যক শ্যাফটারের কথা ভাবতে গিয়ে একটা বুদ্ধি আসে ওর মাথায়। বুড়ো আউট-ল, তবে বিবেচক। হয়ত, যদি—

ভাবনাটাকে ঠেলে সরায় মুর। হ্যক-স্ নেস্টে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

শেরিফ ওয়াল্টার্স বারবার ফিরে আসে ওর চিন্তায়। ওই সাহসী অভিজ্ঞ ল-অফিসার কিছুতেই নিরাশ হবে না। শেরিফের কথা স্মরণ হওয়ায় সোনা আর তার স্যাডলের কথা মনে পড়ল টমাসের। ফাঁকা ট্রেইলে একবার নজর বুলিয়ে, ঘুরে দাঁড়াল সে, পাহাড়ের ওপরে রওনা দিল। ওর বাঁ-হাত আড়ষ্ট হয়ে আছে, যদিও ব্যবহার করতে পারবে। বুলেট কাঁধের পেশি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। আর মাথার জখমটা সামান্যই।

জুনিপার বনে যখন পৌঁছাল, স্যাডলটা যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল

সেই ঝোপের ভেতর ঢুকল সে। স্যাডলটা অক্ষতই আছে, কিন্তু স্যাডলব্যাগ দুটো একদম ফাঁকা।

রবার্ট পিয়ারসন!

দুর্বৃত্তকে এ-পথে আসতে দেখেছিল সে। যেভাবেই হোক, গোলাগুলি থেকে বাঁচার আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে, ওই ব্যাগগুলোর হদিস পেয়েছে আউট-ল, এবং সোনা সরিয়ে ফেলেছে।

ব্যাগ দুটো তুলে নিল মুর, সাদা একখণ্ড কাগজ গড়িয়ে পড়ল। তাতে লেখা

ধন্যবাদ। যেখানে যাচ্ছ সেখানে
এগুলো তোমার কাজে লাগবে না।
রবার্ট

গম্ভীর মুখে টমাস মুর স্যাডলটা ডান কাঁধে ফেলে, পাথরের ওপর দিয়ে আলতো পায়ে পাহাড়ের নিচে রওনা হল। কাল স্ট্যালিয়নে জিন চড়িয়ে তৈরি থাকাই বোধহয় উচিত হবে। ওয়াল্টার্স যখন আসবে, বেশি সময় পাবে না সে।

ওয়াল্টার্স! পিয়ারসন! ম্লান হাসে মুর। দুজন যদি একই সময়ে আসে, দারুণ জমবে খেলা। মুচকি হাসে টমাস, ভাবনাটা ওর মনকে আলোড়িত করতে থাকে।

ওয়াল্টার্স হয়ত পাহাড়ের ওপাশে তার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত এখনো ওটার সন্ধানে আছে সে। টমাসের মনে আছে ওখানে সে দীর্ঘ পাথুরে একটা কারনিসের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছিল। সুতরাং কোন ট্র্যাক না থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

বাক ওয়াল্টার্স তাকে দেখে ফেললে নিশ্চয় চলে আসবে এখানে। আর তখন রবার্ট—

স্যাডলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মুর ল্যাসো বার করল। জিন চাপিয়ে স্ট্যালিয়নসহ কোরালের বাইরে এসে দেখল এমা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মুখ থমথমে। মুহূর্তের জন্যে মিলিত হল চার চোখ; তারপর মেয়েটি পেছন ফিরে বাসায় ঢুকে গেল, চেহারা আগেরই মত গম্ভীর, ক্ষুব্ধ।

রহস্যটা টমাস চকিতে বুঝতে পারে। এমা ভাবছে সে চলে যাচ্ছে। ভাবছে ও পালাচ্ছে। টমাস জেদী উঠে বসল স্যাডলে। শেরিফের খোঁজ সে পাবার আগেই আউট-লরা এসে পড়তে পারে এখানে। এটুকু ঝুঁকি তাকে নিতে হবে। আবার দরজায় গেল তার চোখ, ওদিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল।

এমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বরাবরের মত।

'রাইফেল আছে তোমাদের?' জানতে চাইল মুর। চায়নি তবু ওর কণ্ঠস্বর রুক্ষ।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, নীরবে।

'তাহলে আমার-টা দাও,' বলল টমাস। 'যদি আসে কেউ, তারা পিয়ারসনের লোক এটা নিশ্চিত হয়ে তবেই গুলি করবে। কারণ পোসিও আসতে পারে।'

রাইফেলটা হাতে নিয়ে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল মুর, পাহাড়ের ওপরে রওনা হল, যে-পথে আগের রাতে এখানে সে নেমে এসেছিল। তিনবার পেছনে তাকাল সে। প্রতিবারই ধুলোহীন ট্রেইল দেখতে পেল, আর দোরগোড়ায়-দাঁড়ান সেই মেয়েটির একহারা অহঙ্কারী অবয়ব।

প্রায় আধঘণ্টা চলার পর পোসির দেখা পেল সে—জনাপনের

লোকের সুশৃঙ্খল একটা দল, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সোরেলের পিঠে-বসা লম্বা পাকা-চুল এক বুড়ো। বাক ওয়াল্টার্স। বুড়োর পাশে সজারু-কাঁটা চুলের হাড্ডিসার এক দোআঁশলা। অ্যান্টোনিও ডিয়ার। ওই ট্র্যাকারকে লেলিয়ে দেবার পরেও এখনো যে ওরা তার হদিস পায়নি এটাই আশ্চর্য।

পাহাড়ের নিচে তাকাল সে, এক গাল হেসে রাইফেল তুলল। নিশানা করেই টিপে দিল ট্রিগার, শেরিফের থেকে ডজন ফুট দুরের একটা গাছ তাক করে। আচমকা পেছনের পায়ে সোজা হল সোরেলটা, এরপর পোসি বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল, ইতস্তত করল মুহূর্তের জন্যে, এবং পরমুহূর্তে একটা চিৎকার দিয়ে, লাফিয়ে আগে বাড়ল ওকে ধাওয়া করতে।

কয়েকশ গজ দুরে আছে সে, এবং এলাকাটা এখন চেনে। পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল টমাস, ঝোপের ভেতর দিয়ে সমকোণে ট্রেইলে এসে পড়ল, তারপর পেছন ফিরল যেন যে-পথে এসেছে সেই পথেই ফিরে যাবে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল টমাস, একটা জুনিপার ঝোপকে পাশ কাটিয়ে, সোজা বাড়ির পথ ধরল।

বনের ভেতর সাবধানে চলাফেরা করবে ওরা, জানে সে। এতে করে কিছুটা অন্তত দেরি হয়ে যাবে ওদের।

যখন প্যাটারসন কেবিনের ওপরে পাহাড়ের মাথায় সে বেরিয়ে এল, বুক ধড়াস করে উঠল। নিচের ট্রেইলে ধুলোর মেঘ, এরই মধ্যে কেবিনের সিকি মাইলের ভেতর এসে পড়েছে ঘোড়সওয়ারেরা।

স্ট্যালিয়নের পেটে স্পার দাবাল টমাস, ঝড়ের গতিতে ছুটল পাহাড়ের নিচে, এই দুরাশায় যে ওরা দেখতে পাবে না তাকে। কিন্তু

শ-খানেক গজও যায়নি এমন সময়ে দূরে একটা চিৎকার শুনতে পেল মুর, দেখল বেশ কিছু লোক মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে আসছে ওর উদ্দেশে।

একটা রাইফেল কথা বলল।

সামনের ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর টমাস মুর কেবিনের জানালা থেকে ছোট্ট একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখল।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে ডাকাত দল, কিন্তু অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। স্ট্যালিয়নটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল এবার। রাইফেল তুলল টমাস, মেয়েটির বুলেট এড়িয়ে তখনো এগিয়ে আসছিল যে-কজন ঘোড়সওয়ার তাদের লক্ষ্য করে তড়িঘড়ি গুলি ছুড়ল।

অত দূরে, তাও চলন্ত ঘোড়া থেকে, লক্ষ্যভেদ করতে পারবে এমন আশা সে করেনি, হলও না তা, তবে যেমনটা চেয়েছিল, এর ফলে ঘোড়সওয়ারদের গতি মন্থর হয়ে গেল। এরপর কেবিনের কাছাকাছি এসে সে দেখতে পেল আরো দুজন ঘোড়সওয়ার গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। খুব কাছে এসে পড়ল তারা, বুক-সমান উঁচুতে রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে তুলে গুলি করল মুর, দেখল একজন লোক হাত ছুড়ল আকাশ পানে এবং ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।

অপরজন ঝটিতি ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া, টমাস মুর যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে পরপর তিনবার গুলি ছুড়ল। সওয়ারিকে মেসকিট ঝোপের ভেতর নিক্ষেপ করে, ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল।

পরক্ষণে সবেগে উঠনে প্রবেশ করল স্ট্যালিয়ন, চলন্ত অবস্থায় মাটিতে নেমে পড়ল মুর, কেবিনের দিকে ছুটল। দড়াম করে খুলে

গেল দরজা যেন ওর পৌঁছাবার অপেক্ষাতেই ছিল কবাটের ওপাশের মানুষটি একলাফে ভেতরে প্রবেশ করল টমাস।

এমা পলক তুলল ওর পানে, তার চোখে আলো; তারপর মুর জানালার দিকে এগোতে, হুড়কোটা ফেলে দিল যথাস্থানে।

কাচ ভাঙল একটা গুলি, ওঅশবেসিনের তলায় গর্ত সৃষ্টি করল। জানালার নিচের কাঠে আঘাত হানল আরেকটা। হাঁটু মুড়ে ওখানে বসল মুর, কোরালের ওপাশের ঝোপ লক্ষ্য করে দ্রুত গুলি ছুড়ল দুটো, রিলোড করতে পিছু হটল।

হঠাৎ, বাইরে, বিস্মিত একটা চিৎকার শোনা গেল। জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে টমাস দেখল একদল কাতারবন্দি ঘোড়সওয়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নেমে আসছে ঢালের নিচে।

এমা সচকিত তাকাল ওর দিকে।

'পোসি!' উজ্জ্বল হাসল মুর।

কনুইয়ের ভরে উঁচু হল এমার বাবা, বিড়বিড় করে নিজের অক্ষমতাকে গাল বকল। ঝোপ থেকে ছুটে বেরোল এক লোক, এমার রাইফেল গর্জে উঠল। হোঁচট খেল লোকটা, উলটে পড়ল মেসকিট ঝোপের ভেতর।

বাইরে এখন নরক গুলজার, গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। কোথাও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল একটা ঘোড়া, গোটা কয়েক বুলেট আছড়ে পড়ল এসে কেবিনের দেয়ালে।

একঝটকায় পিস্তল দুটো বার করে, দরজার উদ্দেশে লাফ দিল টমাস মুর। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলল সে, কোরালের পাশ থেকে গলা-বাড়ান এক লোকের দিকে দ্রুত গুলি ছুড়ল। লোকটার কপালে ত্রিনয়ন সৃষ্টি হল, হাত দুটো ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

গোলাগুলি এখন সরে যাচ্ছে দূরে। ডাকাত দল আর পোসি উভয়ই ঘোড়ার পিঠে থাকায়, গোটা ব্যাপারটা রূপান্তরিত হয়েছে পলাতক আর পশ্চাদ্ধাবকের যুদ্ধে।

কেবিনের ধারে গুড়ি মেরে বসল টমাস, কপালে ভাঁজ। রবার্ট পিয়ারসন তাকে খুন করতে ফিরে এসেছিল। এভাবে পালান ববের স্বভাব নয়, অন্তত খেলার এই পর্যায়ে। এখন সে মুরকে হত্যা না করে পিছু হটবে না, কিংবা নিজেই নিহত হবে।

কোথায় সে?

কেবিনের দেয়াল ঘেঁষে এগোল মুর। বাসা আর কোরালের মাঝের জায়গাটুকু ফাঁকা, কেবল মৃত একটা ঘোড়া পড়ে আছে, ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে। কোরালে কোন নড়াচড়ার আভাস নেই। মৃত লোকটা পড়ে আছে কোণে; আরেকজন ওঅটর ট্রাফের ওপাশে।

বার্ন! ঝট করে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল মুর, একছুটে কোরালে পৌঁছে গেল। কোনা ঘুরে ওপাশে চলে গেল সে, বার্নের দেয়াল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। যখন পৌঁছুল সেখানে, ধীরে ধীরে উঁচু হল, জানালার ভেতরে উঁকি দিতে।

কিছুই দেখতে পেল না মুর। খোলা দরজা দিয়ে ওধারের ভাঙা-চোরা বাতিল একটা বাকবোর্ডের কাছে রোদ এসে পড়েছে। ওপরের মাচান থেকে ঝুলছে খড়ের আঁটি। কিছু নেই। কোন নড়াচড়া না, মানুষের চিহ্নও না।

গোলাগুলির আওয়াজ এখন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। থেমে থেমে হচ্ছে। এক পক্ষ জিতছে। বাক ওয়াল্টার্স আর তার পোড়-খাওয়া লোকজনকে জানে বলে টমাস মুর অনুমান করে নেয় সেই পক্ষ কারা।

সন্তর্পণে কোনা ঘুরল টমাস, বার্নের দরজায় নজর বোলাল। যখন

সে দরজার ভেতরে ঢুকবে, পেছনের রোদে পরিষ্কার ধরা পড়বে তার অবয়ব। কিন্তু ভেতরে সে যাচ্ছে। আচমকা, খুন চেপে যায় ওর মাথায়। কানামাছি খেলা তার কোনকালেই পছন্দ না। বিপদকে সে মোকাবেলা করতে ভালবাসে। এক্ষেত্রে যার কপাল মন্দ কিংবা হাত মন্থর, ওর মতে, সে মারা যাবে এটাই সঙ্গত।

একলাফে চৌকাঠ টপকাল মুর, ছায়া-ঘেরা একটা স্থান লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। রোদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসছে সে এমন সময়ে গুলির আওয়াজ হল একটা। শূন্যে ডিগবাজি খেল টমাস, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেল। মাথার ওপর থেকে ধুলো ঝরল একরাশ। বিপক্ষের গুলি ফসকেছে ঠিক, কিন্তু টমাসের চোখ ঠিক দেখতে পেল পিস্তলের আগুন। পিয়ারসন বাকবোর্ডের পেছনে লুকিয়ে।

গুলি ছুড়তে ছুড়তে ফাঁকায় বেরিয়ে এল মুর। কেবল ঝাপসা একটা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে সে, তবু সেই কাঠামোটাকে বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিল। একটা তপ্ত সীসা আঘাত করল তাকে, হাঁটুর ভরে পড়ে গেল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল আবার, টলতে লাগল ডানে-বাঁয়ে, টোটা ভরল একটা পিস্তলে, পিয়ারসনের সিক্স-গানের গর্জন শুনতে পেল। কী যেন ধাক্কা মেরে ওকে ফেলে দিল স্টলের শেষ প্রান্তে। এরপর রবার্ট বেরিয়ে এল ফাঁকায়, আর মুর তড়িৎ-গতিতে চারটে ছিদ্র তৈরি করল ওর শার্টের বাম পকেটে।

ভাঁজ হয়ে গেল পিয়ারসন, লুটিয়ে পড়ল। ওর হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তবু আরো কিছুক্ষণ বেঁচে রইল সে। আগুন চোখে টমাসের দিকে তাকাল দস্যু। 'তুমি বরাবরই আমার তালিকায় ছিলে!' খাবি খেল সে। 'আমি ঘৃণা করেছি তোমার সাহসকে, কিন্তু তুমি

সত্যিই কঠিন লোক।'

নেতিয়ে পড়ল রবার্ট, তার চোখের আলো নিভে গেছে। বুলেট-বিক্ষত লাশটার দিকে অপলকে চেয়ে রইল মুর, যন্ত্রচালিতের মত গুলি ভরতে লাগল নিজের পিস্তলজোড়ায়।

'তুমি নিজেও তাই ছিলে!' মৃদু সুরে বলল ও।

রোদে বেরিয়ে এসে মুর দেখল শেরিফ বাক ওয়াল্টার্স আর তার দলের কয়েকজন উঠনে ঢুকছে। পিস্তল দুটো খাপে ভরল সে, অপেক্ষা করতে লাগল গম্ভীর মুখে।

আরো কয়েকবার যেমন দেখেছে টমাস, এমা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ওই মেয়েকে সে কখনো ভুলতে পারবে না, মুর জানে।

সহসা নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয় তার, বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

শেরিফ ওয়াল্টার্সের কথায় চমক ভাঙে ওর। 'মনে হচ্ছে তোমার খুব খারাপ সময় গেছে, টমাস,' বলল বুড়ো, 'একা এতগুলো ডাকাতকে সামলাতে গিয়ে। ভাল কথা, তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে।'

'কেন?' পরিশ্রান্ত শেরিফের দিকে তাকাল মুর।

'কেন আবার,' ন্যাকা সাজল বাক, 'তোমাকে অযথা চোর ভেবেছিলাম তাই। বুড়ো হ্যানকিন্স কসম খেয়ে বলল তুমিই ওর ব্যাংকে ডাকাতি করেছ। কিন্তু লোকটা এত নীচ, সরলভাবে দেখে না কিছু। আমরা যখন সোনাগুলো পিয়ারসনের স্যাডলব্যাগে পেলাম, তখন জানলাম চোর আসলে সে-ই। আমাদের ভুল হয়েছিল বুঝতে।'

'আশ্চর্য, তাই না,' মুরের চোখে কৌতুক, 'মানুষ কীভাবে ভুল করে?'

'অবশ্যই,' একমত হল ওয়াল্টার্স। 'এমনকি তোমার মত ভাল মানুষও করতে পারে একটা।' শেরিফ সোরেলের কাঁধ চাপড়াল। 'কিন্তু আবারো করবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই!'

আড়চোখে এমা প্যাটারসনকে দেখল টমাস মুর। মেয়েটির চোখে কৃতজ্ঞতা।

'তুমি বোধহয় ঠিক কথাই বলেছ, বাক!' বলল টমাস। 'এই র‍্যাঞ্চ ছাড়তে হলে হয়ত আবার একটা ভুল করে বসতাম আমি। তোমরা সবাই বরং আর একদিন এসে বেড়িয়ে যেয়ো আমাদের এখানে?'

'আমাদের?' ওয়াল্টার্স তাকাল ওর দিকে, তারপর এমাকে দেখল। 'ওহ্, বুঝেছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বাক, চলে যাবার আগমুহূর্তে পেছনে তাকাল আবার। 'চেরি পাই বানাতে পারে ও?'

'পারে মানে?' মুর অনাবিল হাসল। 'আগে আমাদের বিয়েটা হোক, তখন কতকিছু—'

দরজায় তাকাল সে, এমা নেই।

'আমাকে আর বিরক্ত কর না তো, শেরিফ,' মুর বলল, সহাস্যে। 'তুমি দেখছ না, আমি বিবাহিত?'

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মজার আলোচনা, মন্তব্য, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক, ধাঁধা ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

—কা. আ. হোসেন।]

সাইদ, সাবিনা, এলিজা, শিল্পী
আমবাগান কলোনী, সিরাজগঞ্জ।

আমি সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠক। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে আমি সেবা প্রকাশনীর বই পড়া শুরু করেছি এবং প্রায় সব বই পড়েছি। আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেবা প্রকাশনীর বই কেনা অসম্ভব না হলেও কিনতে বেশ বেগ পেতে হয়। তাই যে-কটা বই কিনি তার বেশির ভাগই ওয়েস্টার্ন। তাই বলি, এখন নিউজপ্রিন্ট কাগজের দাম কমেছে, এখন বই-এর দাম কিছু কম নিবেন। তাহলে আমরা আপনাদের সব বই পড়তে পারবো।

* নিউজপ্রিন্ট কাগজের দাম কিছুটা কমলেও অন্যান্য কাগজের

দাম অনেক বেড়েছে। এছাড়াও রয়েছে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচ যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এতসবের পরেও বইয়ের দাম বাড়লে বড়জোর একটাকা বাড়ে, কমলেও ঐ এক টাকা। এতে কি ক্রেতা পাঠকের খুব বেশি কিছু এসে যায়? আট আনা বা একটাকা কমলেই সেবা'র সব বই কেনা সম্ভব হয়ে যাবে? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, তা কিন্তু নয়। বইয়ের মূল্য নয়, সামগ্রিক দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির চাপে আমরা কোণঠাসা।

মো: ইফতেখার হোসেন শিবলী

'শশী পাঠাগার', ৫২৭/১ নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ধন্যবাদ খোন্দকার আলী আশরাফকে, 'থ্যাংক ইউ, জীভস'-এর জন্য। বেশ কয়েক বছর পর উনি আবার সেবা'র পাঠকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ওয়েস্টার্ন সিরিজের 'ডাইনী'র পর এতদিন তাঁর আর কোন বই বের হয়নি। 'থ্যাংক ইউ, জীভস' চমৎকার লেগেছে। মাঝেমাঝেই হাসিও পেয়েছে, তবে হো হো ক'রে অট্টহাসি বা পেটে খিল ধরাবার মত হাসি পায়নি। হয়তো আমার ঘটনার রস আস্বাদনের অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী।

বইটির শেষ প্রচ্ছদের লেখা পড়ে বোঝা যায় যে, বইটি ইংরেজী থেকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। আবার শেষ প্রচ্ছদেই উপরে লেখা, 'রোমান একটি অবশ্য পাঠ্য মজার বই'। তবে কি মূল বইটি রোমান ভাষায় লেখা? বইটিতে লেখক পরিচিতি দিলে ভাল হত। প্রচ্ছদের জন্য আসাদুজ্জামানকে ধন্যবাদ।

আচ্ছা, কাজীদা, 'দুর্জন উবাচ' কি 'সেবা' থেকে বই আকারে বের করা যায় না?

* অন্য প্রকাশনী থেকে 'শোভন' সংস্করণ তো বেরিয়েছে।

...'একটি অবশ্য পাঠ্য মজার বই' লাইনটি কম্পোজ করা হয়েছিল '১২ পয়েন্ট বোল্ড' টাইপে—লাইনটিকে '১২ পয়েন্ট রোমান' টাইপে ছাপতে বলা হয়েছিল ; কম্পোজ বিভাগ বুঝতে না পেরে 'রোমান' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছে লাইনের শুরুতে। বইটি ইংরেজিতেই লেখা।

হুমায়ূন, রায়হান, পুলক, রেজা, রিয়াদ, নিবেদন, ইমরান, রাশেদ,
খোকন, নাসির, দিদার, মানিক—আনোয়ার এবং বাবু
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম-৪২১৬।

বন্ধু ওয়েস্টার্ন,

কেমন আছো ?

তোমার কোন খবর নেই কেন ? গত নভেম্বরে একবার দেখা দিয়ে আর তোমার সংবাদ নেই। অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয় না, পড়া হয় না। এই দুটি অনিয়ম আমাদেরকে খুব কষ্ট দেয়। তুমি হলে আমাদের অবসর সময়ের সঙ্গী। একথা সত্যি যে, তোমাকে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। যদি বলি—

'যেইখানে আঁকা বাঁকা নদী
শৃঙ্খলহীন উন্মত্ত বনভূমি
বুঝে নিও
সেইখানে গড়েছি আমরা
তোমার সাথে আমাদের ধরণী।'

তুমি নিশ্চয় বলবে—আমরা তোমার জন্য দিওয়ানা—

আমরা জানি না তুমি কিভাবে আমাদের এত প্রিয় হয়ে উঠলে। ভালো লাগা ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক জিনিস। কখন যে নিয়মিত পড়ার ফলে তুমি প্রিয় হয়ে গেলে আমরা নিজেই জানি না। কিন্তু তোমার অনিয়মিত প্রকাশনা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় তোমাকে

বেশি আপন ভাবা আমাদের উচিত হয়নি।

আসলে, ওয়েস্টার্ন, তোমার মতো ভালো উপহার আর হয় না। তাই আমরা বসে থাকি তোমার জন্য। সবাই তোমাকে খুঁজি বইয়ের দোকানে। সেল্‌স্‌ম্যানকে জিজ্ঞেস করি ওয়েস্টার্ন এসেছে কিনা। সেল্‌সম্যান উত্তরে বলে—'না'। তোমাকে আমরা আরও খুঁজি রহস্যপত্রিকার শেষ প্রচ্ছদে। সেখানেও তুমি নেই। তুমি ডিসেম্বরে নেই, জানুয়ারীতে নেই, ফেব্রুয়ারীতে নেই এবং সম্ভবত মার্চেও তুমি থাকবে না। তোমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি আমাদেরকে আহত করে। এই চিঠি পেয়েও তুমি বের না হলে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখব না। সিরিয়াসলি বলছি কিন্তু।

লিটু

ময়দান দীঘি, পোস্ট কোড ৫০১০, পঞ্চগড়।

ওয়েস্টার্নের নিয়মিত পাঠক হিসাবে রওশন জামিল ভাইয়ের 'সন্ধান' থেকে 'আতঙ্ক' পর্যন্ত বইগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে তুলে ধরছি

'সন্ধান' চমৎকার লেগেছে। নিকোলাস ও রোজী ড্রেইটের মান-অভিমান, সাবাডিয়ার বিজ্ঞ চিন্তাধারা ও অ্যাক্‌শন, ল্যারির উপস্থিতি এবং সর্বোপরি অনিন্দ্য কাহিনী বিন্যাস বইটি ভালো লাগার মূল কারণ। অ্যাক্‌শন পূর্ণ 'ভয়' সরেস বই হিসাবে বেশ ভালোই লেগেছে। আগাগোড়া উত্তেজনায় ভরপুর বইটি এক বসাতেই শেষ হয়েছে। 'বিধাতা ১-২' ঢিলেঢালা গতিতে শেষ হয়েছে। মোটামুটি আরকি। 'পাড়ি' ব্যতিক্রমধর্মী কাহিনীর জন্য একটু ভালো লেগেছে। তবে বইটিতে ওয়েস্টার্ন মানুষের পরিশ্রমের আসল চিত্রটা দেখতে পেয়েছি। 'ছায়াশত্রু' বইটিকে মডার্ন ওয়েস্টার্ন বই বলা যায়। পুরোপুরি ডিটেক-

টিভ ধাঁচের বইটি খুব ভালো না লাগলেও ভালো লেগেছে। লেটেস্ট 'আতঙ্ক' বইটিতে অনেকদিন পরে ওসমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জো'র মৃত্যুতে খারাপ লেগেছে। ওরিনের অ্যাক্শন সন্তোষজনক নয়। বইটি আরও ভালো হতে পারতো। প্রচ্ছদের দিক দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে 'ভয়'। আর দ্বিতীয় স্থানে ধরা যায় 'পাড়ি' বইটি।

আপনি, জামিল ভাই সহ সেবা'র সবাইকে নববর্ষের প্রীতি আর শুভেচ্ছা। সেবা বেঁচে থাকুক আরও দশ হাজার বছর।

মাহ্‌ফুজুল আলম শাওন

৭ নং নাটক ঘরলেন, ময়মনসিংহ।

সেবা'র প্রথম সারির কয়েকজন লেখকের মাঝে রওশন জামিল একজন—একথা অনস্বীকার্য। 'আতঙ্ক' তাঁর সর্বশেষ লেখনী, পড়লাম। অনেকদিন পর ওসমান পরিবারের বই হাতে পেয়ে প্রথমে খুশি হয়েছি। কিন্তু যেই দেখলাম ওসমান পরিবারের সেই চিরাচরিত প্রথা (প্রথম বক্তায় গল্প বলা) প্রিয় লেখক ভঙ্গ করেছেন, ভীষণ খারাপ লাগলো। রওশন জামিল, তাঁর লেখনী ও ভাষা জ্ঞান খুব টনটনে, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি এমন এক ছন্দে কাহিনী বয়ান করেছেন, যা অন্ততঃ তাঁর মত উঁচুদরের লেখক হতে কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ, কাহিনী বাছাইয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং আতঙ্কেও তার মুন্সীয়ানার ছাপ রাখতে ভুলেননি। দক্ষ প্রচ্ছদপটকার আসাদুজ্জামানের কাছ থেকে এ-ধরনের রঙচঙে প্রচ্ছদ কামনা করিনি কিন্তু। এ বইয়ের সংশ্লিষ্ট সবার শ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা আগামীদিনের ওয়েস্টার্নগুলোর আরও উৎকর্ষ সাধন করুক, এই কামনা রইল। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রকিবুল আলম

৪নং এস. ও. ফ্ল্যাট (গেস্টহাউস), আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ।

ধাঁধা

'ছায়াশত্রু (ও-৬৬)'-তে আমার ধাঁধা ছাপা হয়েছিল। বারোজন সঠিক উত্তরদাতার মধ্যে বিজয়ী তিনজনকে, আপনার কথামত, লটারির সাহায্যে নির্বাচিত করে তাদের নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দিলাম।

(১) সৈকত, c/o সাদেকুর রহমান, ১৫৫ নলডাঙ্গা রোড, বেজপাড়া, যশোর।

(২) রোকেয়া আক্তার, ৩/১৪ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-৭।

(৩) নাজমুল আসাদ, ৮৭/২ জাফরাবাদ, শংকর, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা।

ধাঁধার সঠিক উত্তরগুলো ছিল

(১) ক্যাপটেন পল কেড্রিককে ডবনি'শ দেখছে, [আক্রান্ত শহর (ও-৪১), পৃঃ ৩৩]

(২) 'বাথান-১' (ও-৪৪)-এর ২১০ পৃষ্ঠা হতে লাইনগুলো নেয়া হয়েছে।

(৩) 'আগন্তুক'—ল্যুক রেগান [অবরোধ (ও-৪৬), পৃঃ ৫৬]

(৪) 'দুর্বৃত্ত' (ও-৪২) হতে নেয়া হয়েছে (পৃঃ ১৭৮)। লেখক—আসাদুজ্জামান।

* বিজয়ীদেরকে সেবা'র তরফ থেকে অভিনন্দন। 'বিদ্বেষ' সহ চারটি ওয়েস্টার্ন পৌঁছে যাবে আপনাদের ঠিকানায়। যাঁরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং যিনি পরিচালনা করলেন—সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভাল কথা, পরিচালকও চারটি ওয়েস্টার্নের জন্য অপেক্ষা করুন।

রাখী, c/o জনাব এস. আর. খান,
ম্যানেজার, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, যশোর।

আগেই বলে রাখছি আমার আলোচনা ওয়েস্টার্নের পেছনে ছাপবেন। অভিযোগটা আপনার নামে—আপনি মশাই সুবিধের লোক নন। আমাদের জন্মের আগে থেকে (পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট ছিল রানা, জানা যায়) রানা লিখছেন, কিন্তু আমরা যে বড় হয়ে প্রথম থেকে রানাকে দাবী করতে পারি ভাবছেন না মোটেই, এখন আপনিই বলুন 'ধ্বংস পাহাড়' থেকে কি করে 'অ্যামবুশ' হওয়ার আগের রানাকে উদ্ধার করি? 'আতঙ্ক' ভাল লাগল, ধন্যবাদ।

* ভলিউম আকারে আসতে শুরু করেছে—রানা, তিন গোয়েন্দা, ওয়েস্টার্ন নিঃশেষিত সব বই প্রকাশ করা হবে একে একে।

পরাগ

২/বি শেখঘাট কলোনী, সিলেট।

সেদিন পড়ার টেবিলে বসে মারাত্মক আতংকের সাথে গিলছিলাম রওশন ভাইয়ের 'আতঙ্ক'। কিন্তু অচিরেই ধরা পড়ে গেলাম আম্মুর হাতে এবং ফল স্বরূপ পেলাম দশাসই তিনখানা চড় ও উপরি, বাজখাঁই গলায়, একগাল বকা। কি যে অসহ্য এবং বিরক্ত লেগেছে, কাজীদা, বলে শেষ করতে পারবো না।

কিন্তু হলে কি হবে, রওশন ভাই তাঁর অপূর্ব লেখনী দ্বারা আমাকে সেদিন মাঝরাতে ঐ বিরক্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমার হাজারটা শুভেচ্ছা পৌঁছে দেবেন এবং চাইলে আপনিও দু'চারটা নিতে পারেন। প্রচ্ছদের জন্য আসাদ ভাই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ধাঁধা

ডাকাত এবং ডিটেকটিভ

সেদিন রাশেদের সি. ডি. এ. ১৭ নং রোডস্থ বাসায় ডাকাতি

করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল রায়হান, নাসির ও মানিক নামে তিনজন ডাকাত। মজার কথা এই যে পুলিশ স্টেশনে ওরা তিনজন তিন রকম জবানবন্দী দিলো।

রায়হান-এর জবানবন্দী

১। আমার কাছে লোহার ডাণ্ডা ছিলো। নাসিরের কাছে পিস্তল। মানিকের কাছে ছুরি।

২। লোকটার মাথায় আঘাত করার দায়িত্ব ছিলো আমার। মানিকের দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার। নাসিরের দায়িত্ব ছিলো লোকটাকে বেঁধে রাখার।

৩। যার দায়িত্ব ছিলো মাথায় আঘাত করার তার কাছে ছিলো লোহার ডাণ্ডা। যার দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার তার কাছে ছিলো পিস্তল। যার দায়িত্ব ছিলো বেঁধে রাখার তার কাছে ছিলো ছুরি।

নাসির-এর জবানবন্দী

১। আমার কাছে ছিলো ছুরি, রায়হান-এর কাছে ছিলো পিস্তল, মানিকের কাছে ছিলো লোহার ডাণ্ডা।

২। লোকটার মাথায় আঘাত করার দায়িত্ব ছিলো আমার। রায়হান-এর দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার। মানিক-এর দায়িত্ব ছিলো লোকটাকে বেঁধে রাখার।

৩। যার দায়িত্ব ছিলো মাথায় আঘাত করার তার কাছে ছিলো পিস্তল। যার দায়িত্ব ছিলো বেঁধে রাখার তার কাছে ছিলো লোহার ডাণ্ডা। যার দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার তার কাছে ছিলো ছুরি।

মানিক-এর জবানবন্দী

১। আমার কাছে ছিলো পিস্তল। রায়হান-এর কাছে ছিলো ছুরি। নাসির-এর কাছে ছিলো লোহার ডাণ্ডা।

২। লোকটার মাথায় আঘাত করার দায়িত্ব ছিলো আমার। নাসির-এর দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার। রায়হান-এর দায়িত্ব ছিলো লোকটাকে বেঁধে রাখার।

৩। যার দায়িত্ব ছিলো মাথায় আঘাত করার তার কাছে ছিলো ছুরি। যার দায়িত্ব ছিলো নজর রাখার তার কাছে ছিলো লোহার ডাণ্ডা। যার দায়িত্ব ছিলো বেঁধে রাখার তার কাছে ছিলো পিস্তল।

ওদের জবানবন্দী থেকে দুর্ধর্ষ এবং ভয়ংকর ডিটেকটিভ খোকন, আনোয়ার, রিয়াদ, পুলক, বাবু, দিদার এবং রেজা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেকেই তাদের তিনটি জবানবন্দীর মধ্যে দুটি মিথ্যা বলেছে এবং বাকিটা সত্য। তারা আরো আবিষ্কার করলেন যে নাসির-এর কাছে ছুরি ছিলো না, বেঁধে রাখার দায়িত্ব মানিক-এর ছিলো না, যার দায়িত্ব ছিলো আঘাত করার তার কাছে লোহার ডাণ্ডা ছিলো না এবং নজর রাখাই যদি মানিক-এর দায়িত্ব ছিলো তাহলে তার কাছে লোহার ডাণ্ডা ছিলো না। ডিটেকটিভদের এই তদন্ত কি আপনি এখন শেষ করে বলতে পারবেন কার দায়িত্ব কি ছিলো এবং তার কোন্ অস্ত্র ছিলো?

ধাঁধার উত্তর সেবা প্রকাশনীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কাজীদা সঠিক উত্তরদাতার মধ্যে লটারী করে তিনজনকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করবেন, এবং পরবর্তী তিনটি ওয়েস্টার্ন তাদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

এম. এস. করিম (বাবু)
হালিশহর হাউজিং এস্টেট,
ব্লক-কে, সড়ক ৪, লেন-২, বাড়ী ৫, চট্টগ্রাম।

* আমি রাজি।

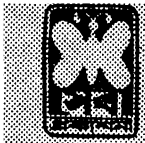

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

মাসুদ রানা-১৯৮

দুই খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অনুপ্রবেশ-১

রচনা: কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রকাশের তারিখ: ১৬ এপ্রিল, ১৯৯০

বিষয়: একটা অস্ত্রোপচারের পর সেরে উঠছে রানা—অসহায়, দুর্বল। ঠিক এই সময়টাই বাছাই করলো এক ঘোরশত্রু। ঘোষণা দিল: রানাকে কেউ খুন করতে পারলে তাকে দেবে বিশ মিলিয়ন ডলার। মিত্র হয়েও লেখকেরই লোভ হচ্ছে, আর রানার তো শত্রুর অভাব নেই।